করিম চৌধুরী স্ট্যাটান আইল্যান্ডের প্রভাবশালী ১০০ জনের তালিকায়
পৃষ্ঠা ২৪

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

23 Nobember 2023, Thursday, 7th Year, Issue 349, 40 Pages

প্রেসিডেন্টের দায়িত্বও সামলাতেন রোজালিন
পৃষ্ঠা ৩০

২৩ নভেম্বর ২০২৩, ৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ৮ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩৪৯, পৃষ্ঠা: ৪০

এরিক অ্যাডামসের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ!

বিশেষ প্রতিনিধি

এরিক অ্যাডামস

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র অ্যারিক অ্যাডামসের দিনকাল খারাপই যাচ্ছে। তাঁর বিরুদ্ধে এখন যৌন নিপীড়নের অভিযোগ উঠেছে। এ অভিযোগ করেছেন এক নারী।২২ নভেম্বর বুধবার গভীর রাতে আদালতে দায়ের করা একটি মামলার কাগজপত্রে ওই অভিযোগ করেছেন তিনি।

অ্যারিক অ্যাডামসের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে—তা ১৯৯৩ সালে সংঘটিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সে সময় তাঁরা দুজনই নিউ ইয়র্ক সিটিতে কাজ করতেন। এ বিষয়ে সিটি হলের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, মেয়র জানেন না এই নারী কে। তার সঙ্গে দেখা

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ২

বিক্ষোভ ফিলিস্তিনিদের মুক্তির দাবিতে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের বোস্টনে বিক্ষোভ করেছে অর্ধশতাধিক স্থানীয় সংগঠন। ১৭ নভেম্বর বোস্টন কমন্সের ভেতরে সর্বধর্মীয় পাঁচ শতাধিক মানুষ ওই সমাবেশে অংশ নেন। ইমা এলিস

নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন করেছে আওয়ামী লীগ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা অফিস

একসময় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে থাকা নির্বাচন কমিশনকে আইন করে স্বাধীন করেছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা ও ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য দলীয় প্রার্থী চূড়ান্ত করতে মনোনয়ন বোর্ডের বৈঠকে যোগ দিয়ে আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ কথা বলেন।

শেখ হাসিনা বলেন, 'জাতির পিতাকে হত্যার পর দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। ক্ষমতা দখলকারীরা উর্দি খুলে হঠাৎ রাজনীতিবিদ হয়ে যায়।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

এ সময় জিয়াউর রহমানকে উদ্দেশ্য করে শেখ হাসিনা বলেন, 'জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখল করেই সংবিধান স্থগিত করে মার্শাল ল জারি করে। হ্যাঁ/না ভোটের 'না' বাক্স খুঁজেই পাওয়া যায়নি। তারা গণতন্ত্রের নামে জনগণকে ধোঁকা দিয়েছে।'

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

বিএনপির সাবেকরা আমাদের নেতাদের বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্য

ঢাকা অফিস

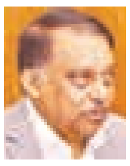

আসাদুজ্জামান খান

আগামী নির্বাচনে অংশ নিতে বিএনপির সাবেক নেতারা আওয়ামী লীগ নেতাদের বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। তিনি বলেন, এরা স্বপ্রণোদিত হয়ে আসছেন। তারা ইলেকশন করবেন, করতে চান।

বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে ঢাকায় জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি গোয়েন লুইসের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন।

সরকার চাপ দিয়ে বিএনপির সাবেক নেতাদের নির্বাচনে আনছে বলে

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

একতরফা নির্বাচনের চেনা পথেই নেমে গেছে বাংলাদেশ

দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন

সবার জিজ্ঞাসা, কী হতে পারে সামনে? আমেরিকা বা ভারত কীভাবে নিচ্ছে বাংলাদেশের এক তরফা নির্বাচনকে?

তানভীর সিদ্দিকী

একক নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। অর্থাৎ আওয়ামী লীগ এবং তার সমর্থকরাই এ নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। নির্বাচনকে যতটা সম্ভব বিতর্কবিহীন করা যায় তার প্রস্তুতি চলছে। এরমধ্যে তৃণমূল বিএনপি, কল্যাণ পার্টি, জাতীয় পার্টিসহ বেশ কয়েকটি দল নির্বাচনের প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত হয়ে পড়েছে। বিএনপি নেতা কর্মিদের উপর হামলা ও ধরপাকড় অব্যাহত রয়েছে। সমস্ত জুড়ে নির্বাচনি পরিবেশ নিয়ে আসার চেষ্টা চলছে একদিকে, অন্যদিকে সবার জিজ্ঞাসা, কী হতে পারে সামনে? আমেরিকা বা ভারত কীভাবে নিচ্ছে বাংলাদেশের এমন নির্বাচনকে? কী হতে পারে পরিণাম?

আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকলে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি নির্বাচনে অংশ নেবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে। এ অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি দিয়ে বলেছে সুষ্ঠু এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো সংলাপে বসতে পারে। মার্কিন সহকারি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল লু এর দেয়া এ চিঠি ক্ষমতাসীন সরকার তেমন আমলে নেয়নি। বরং নির্বাচনী ট্রেনের হুইসেল দ্রুত বেজে উঠে। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, সংলাপের সময় কোথায়। নির্বাচন হবে ৭ জানুয়ারি। এরমধ্যে নির্বাচন কমিশন বলেছে, রাজনৈতিক দল গুলো চাইলে তফসিল পেছানো যাবে। কিন্তু সংলাপ বা নির্বাচেন বিএনপিকে আনার ব্যাপারে আওয়ামী লীগ অনেকটা রিলাক্স। আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মনোনয়ন চূড়ান্ত করার বৈঠকে বসবে কাল। পুরো নির্বাচনী হাওয়াতে ঢুকে যাবে আওয়ামী লীগ। মার্কিন প্রস্তাব নিয়ে তাদের আপাতত কোন চিন্তা নেই। কিন্তু দেশের সুশীল সমাজ এবং অন্যান্যদের চিন্তা হচ্ছে নির্বাচনতো হয়ে যাবে। এরপর কি হবে। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি করবে। তারাতো এ নির্বাচনকে খুব বেশি অনুমোদন দিবে না। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের চিঠি এবং মতামতকে উপেক্ষা করার খেসারত কি হতে পারে।

এরমধ্যে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস গত ১৫ নভেম্বর ছুটিতে গেছেন। তিনি ফিরে আসলে কি হবে তা নিয়ে অনেকে আলাপ করছেন।

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

বিএনপি নির্বাচনে এলে তফসিল পেছানোর সুযোগ আছে

সিলেট অফিস

- এখন পর্যন্ত নির্বাচনী পরিবেশ বিঘ্ন হওয়ার মতো কিছু দেখছি না।
- যদি ৭০ ভাগই অংশ নিয়ে থাকে, তবে নির্বাচনে প্রভাব পড়ার কোনো কারণ নেই

বিএনপি যদি নির্বাচনে আসে, তাহলে ঘোষিত তফসিল পেছানোর বিষয়টি বিবেচনা করা হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার (ইসি) আনিছুর রহমান।

বৃহস্পতিবার দুপুরে সিলেট জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে সিলেট ও সুনামগঞ্জের নির্বাচনসংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরগুলোর কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আনিছুর রহমান এ কথা বলেন।

আনিছুর রহমান বলেন, 'গতকালকেও (বুধবার) আমি বলেছি। দুদিন আগেও আমাদের আরেক কমিশনার বলেছেন। উনি একটি দলের (বিএনপি) নাম নিয়েই বলেছেন যে যদি তারা নির্বাচনে আসে, সে ক্ষেত্রে বিবেচনা করব। আমাদের সুযোগ আছে পেছানোর। কারণ, আমাদের পরের যে সময় আছে, তা যথেষ্ট সময়। ইচ্ছে করলে আমরা করতে পারব। তবে এখন পর্যন্ত কারও কাছ থেকে ওই রকম পাইনি। যদি সে রকম আসে তখন আমরা বিবেচনা

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৩

বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের যুক্তরাষ্ট্রগামী স্রোত

রুদ্র মাসুদ

- গত চার বছরে যুক্তরাষ্টের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়তে যাওয়া বাংলাদেশী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪১ হাজার ৫৯৬জন।
- প্রতি বছর হু হু করে বাড়ছে যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে আসা বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা।

বিদেশে পড়াশোনার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রকে পছন্দের তালিকায় শীর্ষে রাখছেন বাংলাদেশী শিক্ষার্থীরা। চলতি বছরে রেকর্ড সংখ্যক ১৩ হাজার ৫৬৩জন শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে আসেন। যা আগের বছরের তুলনায় শতকরা ২৮ ভাগ বেশী। যদিও প্রতিবছরই এই রেকর্ড ভাঙছে। শুধুমাত্র গত চার বছরে যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে এসেছে প্রায় ৪২ হাজার শিক্ষার্থী। পরিস্থিতি দেখে মনে হতে পারে উচ্চ শিক্ষায় বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের যেনো যুক্তরাষ্ট্রগামী স্রোত নেমেছে।

শিক্ষার্থীদের আগ্রহের কারণে স্বাভাবিক কর্মদিবসের বাইরে ভিসা স্বাক্ষাৎকারের জন্য সুপার প্রাইডের মতো বিশেষ আয়োজন করতে হয়েছে ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসকে। সংশ্লিষ্টদের মতে যে পরিমান শিক্ষার্থী ভিসা পেয়ে থাকেন তারচেয়ে অন্তত কয়েকগুন বেশী শিক্ষার্থী ভিসার জন্য আবেদন করে থাকেন। শিক্ষার্থীদের এমন আগ্রহে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজে স্নাতক, স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়তে আসা শিক্ষার্থীরা সাধরণত প্রযুক্তি, প্রকৌশল, বিজ্ঞান ও ব্যাবসা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভর্তি হয়ে থাকেন। একটা সময় ছাত্ররাই

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

বেইন নির্বাচনে ভোট ডাকাতির বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

ইমা এলিস

যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের বোস্টনে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব নিউ ইংল্যান্ড (বেইন)-এর দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ভোট ডাকাতির মাধ্যমে একটি কুচক্রীমহল দ্বারা প্রবাসীদের ভোটাধিকার হরণ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদ। নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরুর পর থেকে আমরা বর্তমান ও বিদায়ী কার্যকরী কমিটি ও নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচন কমিশনের স্বেচ্ছাচারিতা, স্বজনপ্রীতিসহ নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ করে আসলেও আমাদের সেসব অভিযোগকে তারা কোনই গুরুত্ব দেননি। স্থানীয় সময় ২০ নভেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় এক সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ করেন খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদ। সংবাদ সম্মেলনে খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদের সদস্যরা

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

থ্যাংকস গিভিং হ্যাপি থ্যাংকস গিভিং। আমেরিকার ঐতিহ্যের উৎসব। নভেম্বর মাসের চতুর্থ বৃহস্পতিবার দিবসটি পালিত হয়। পারিবারিক আয়োজনে টার্কি ভোজ এ উৎসবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশি পরিবারে টার্কি রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত গৃহিণী। ছবি: প্রথম আলো

CHISHTI CPA PC

চিশতী একাউন্টিং অ্যান্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস

Trusted Accounting and Tax Services.

Over 13 years of Accounting and Taxation Experience.

আমাদের অফিস জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে

ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ

- ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
- কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
- স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
- সেল্ফ-এম্পলয়েড ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
- একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return
- Corporate Tax Return
- Small Businesses Tax Return
- Self-employed (Uber/Lyft/Cab drivers)

একাউন্টিং ও বুককিপিং

- Payroll
- W2s, 1099s
- Financial Statements
- Sales Tax Quarterly and year end filings

Mohammed K. Chishti, CPA, MBA

Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com T:917-832-7785 C: 347-515-3858 E: chishti@chishtiaccounting.com 73-19 Broadway, Jackson Heights NY11372

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

HOUSE & BUSINESS FOR SALE IN MICHIGAN CALL M. NASSER : (313)505-4568

Brick 5 Bedrooms, Beautiful 2206+ square feet colonial house sitting on park like lot. First floor has Living room with Fireplace, Formal Dining room, Kitchen, Family room, one Bedroom, Full Bathroom; Second floor has 4 Bedrooms, Full Bathroom, lots of storage spaces and 3rd floor is partially finished attic; Full finished Basement has a recreation room, living room, 1/2 bathroom with laundry facility and lots of storage spaces. Very large deck and a large shed in the backyard, 2 1/2 car Garage. Price $324,900. City of Warren

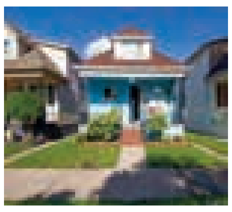

Ready to move in four bedroom house located in the heart of Hamtramck. 4 Bedrooms, Very large living room, two full bathroom, 2 Laundry facilities: one in the basement and other one on the second floor. Many updates includes bathrooms & Kitchen, garage and many more updates. Newer roof (2018), Kitchen remodeled in 2018, Aluminum siding, 2 car garage with remote door opener. Near Hamtramck Schools, shopping centers and major highways.

Commercial building on a main street, two miles to midtown. With established business. Apartments / Vacation Rentals. DBA/ Veterans Park Hotel. It is 2-story structure with 12 units, one storefront and a utility area with laundry and storage. Property is for sale with the business. and inventory for $1488500.00

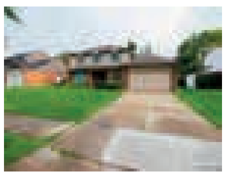

CITY OF TROY FRESHLY PAINTED FOUR BED ROOMS, HUGE MASTER BED HAS ATTACHED FULL BATH WITH DUAL FACILITIES- TUB AND STANDING SHOWER + WALKING CLOSET,TWO AND HALF BATHS,LIVING-DINING-KITCHEN-BREAKFAST NOOK-FAMILY ROOM WITH FIRE PLACE-LIBRARY ROOM IN FIRST FLOOR HAS BUILT IN BOOKSHELVES (CAN BE USE AS FIFTH BED ROOM)-FIRST FLOOR LAUNDRY ROOM-NEWLY BUILT EXTRA FOUR SEASON /FLORIDA ROOMS WITH WEATHER PROOF WINDOWS. ROOF 2013,WINDOWS VINYL SIDINGS,FURNACE 2008,AC 2011.WASS ELEMENTARY, LARSON MIDDLE AND TROY ATHENS SCHOOL. Price $439,900

Well updated freshly painted house three bedroom one and half bath located walking distance from Elementary, Middle, High School & School Administrative office. Walk in closets on two bedrooms, Master bedroom includes attach half bath. Third bedroom's everything are new wall to ceiling. One third of the house roof is brand new. Electrical panel, AC & Furnace with all heating docks done on 2022. Third room is done just a few weeks ago. Hardwood finish, carpet, paint, kitchen ceramic tile, granite countertop, backsplash, chandeliers, sinks, bathroom vanities, sinks, toilets all of them Are year 2022 & 2023 Price $264, 900. City of Center Line.

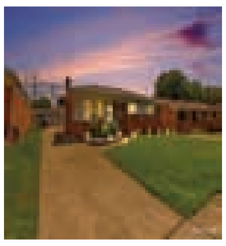

Three bedroom one an half bath house Updates include: Vinyl windows, cement, carpet, electrical box, Furnace & A/C,12 years old, roof 9 years beautiful main bath (has handicap railing and shower is barrier free). Family room has fireplace with gas line (not sure if working or hooked up), door leads to rear of home. 1/2 bath opens directly to primary bedroom and hall. Basement is partially finished with loads of storage, cedar closet, nice rec area, office w/walk-in closet, large utility room with laundry tub and closets. Nice size front porch and extended cement in back would be great for patio parties. 2+ garage is deep & yard is fenced. Price $259,100. City of Warren.

জব জবহেল্প জব

JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

সরকারি জব	বেসরকারি জব	এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১.পোস্টাল জব	১.কাস্টমার সার্ভিস	১.নিউ পাসপোর্ট/নবায়ন
২. সিটি জব	২.অফিস অ্যাডমিন	২. ডুয়েল সিটিজেনশিপ
৩.সিভিল সার্ভিস জব	৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব	৩.পাসপোর্ট কারেকশন
৪.ইউ, এস, এ জব	৪. ডেলিভারি জব	৪. ফুড স্ট্যাম্প
৫.এম, টি, এ জব	৫. রেস্টুরেন্ট জব	৫.NYC হাউজিং /এফোর্ডএবল
৬. আই ,টি ইঞ্জিনিয়ার	৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব	৬. মেইক রেজুমি /কভার লেটার

ট্রেনিং প্রোগ্রাম :

১।পোস্টাল জব (USPS)---(শনিবার—বৃহস্পতিবার)---------- (স:১০টা -বি: ৬টা)
২। ট্রাফিক এন.এজেন্ট ---------------------------রবিবার ----------(বি: ২টা -বি: ৪টা)
৩।স্কুল সেফটি এজেন্ট ---------------------মঙ্গলবার ----------(দু :১২টা -বি: ২টা)
৪ ।বেসিক কম্পিউটার ------------------শনিবার-----------(বি:৩ টা -বি: ৫টা
৫।৬ঘন্টা ডি.ডি.সি (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স)-------------(স: ১০টা -বি: ৬টা)
৬।ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস --(নায়াগ্রাফলস/W .DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে 1/2/3/5 দিনের ভ্রমণ।

POSTAL JOB : (করণীয়):

১। একবার পাশ করলে ৫০টি স্টেটের যেকোনো স্টেটে জব নেয়া সম্ভব।
২। সব স্টেটে বেতন আউটডোর পজিশন 19.33/ঘণ্টা , ইনডোর পজিশন 20.05/ঘন্টা। পেনশন, প্রমোশন, ওভারটাইম, ছুটি, ইন্সুরেন্স, ইত্যাদি সকল সুবিধা বিদ্যমান।
৩। পরীক্ষায় খুব ভাল স্কোর নিয়ে পাশ করতে হয়।
৪। গ্রীন কার্ড /সিটিজেন (৫ বৎসরের রেসিডেন্স) বয়স কমপক্ষে ১৮ বৎসর ,উর্দ্ধসীমা নাই।
৫। এব্যাপারে এক্সাম এর জন্য "জব হেল্প "সেন্টারের সহযোগিতা নিতে পারেন।
৬। নিয়মিত জব সার্চ এর ব্যাপারে "জব হেল্প" থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
৭। একবার ফেল করলে বা ইমপ্রোভমেন্ট দিতে হলে ২ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়।
৮। আবেদন দাখিলের পর নিয়মিত ই-মেইল চেক করতে হয়. ইন্টারভিউ, ড্রাগটেস্ট, এক্সসেপ্ট/ডিক্লাইন , ব্যাক-গ্রাউন্ড চেক ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর ব্যাপারে অত্র প্রতিষ্টান জব পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

Job Help –Mob: **917-500-3937** Off: PH/FAX: **917-300-6160**

148-45, Hillside Ave(2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or BusQQ40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুয়রেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC

147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 — TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 — TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 — TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

আমরা বাংলায় কথা বলি

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

সুরাইয়া রহমান

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

NYS Department of Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

নির্বাচনে যাওয়ার ঘোষণা দিয়ে ইবরাহিমের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্টের আত্মপ্রকাশ

ঢাকা অফিস

মুহাম্মদ ইবরাহিম

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের অভিলাষ নিয়ে কল্যাণ পার্টির নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট নামে নতুন জোটের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। আজ বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবের তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে জোটের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন দলটির সভাপতি সৈয়দ মুহাম্মদ। কল্যাণ ফ্রন্টের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিমের নেতৃত্বে এ জোট পরিচালিত হবে।

অনুষ্ঠানে সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বলেন, আগামী নির্বাচনে ১০০ আসনে প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতি রয়েছে যুক্তফ্রন্টের। নতুন এই জোটে কল্যাণ পার্টি ছাড়াও রয়েছে মুসলিম লীগ ও বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি।

সংবাদ সম্মেলনে সৈয়দ মো. ইবরাহিম বলেন, 'আমরা যুক্তফ্রন্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জোটগতভাবে অংশ নেব। আমরা কয়টি আসনে নির্বাচন করব সেটা এখনো স্থির করিনি। তবে আমাদের ১০০টি আসনে নির্বাচন করার প্রস্তুতি রয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি আদায়ে সফল না হয়ে বিকল্প দুটি পন্থা আছে। এক, চুপ থাকো। দুই, নির্বাচনে অংশ নিয়ে অবদান রাখার চেষ্টা, সুযোগ নাও। আমরা অবদান রাখার সুযোগটা নিতে চাই।'

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রয়োজনীয়তা রয়ে গেছে জানিয়ে জোট সভাপতি বলেন, 'বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতি আসছে না।

শ্রমিকের অধিকারের বিরুদ্ধে যারা প্রয়োজনে তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা

অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন

উত্তর আমেরিকা অফিস

১৬ নভেম্বর বৃহস্পতিবার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ও অন্য কূটনীতিকদের 'সরাসরি শ্রম কূটনীতিতে যুক্ত হতে এবং শ্রমিকের অধিকার রক্ষায় কর্মসূচি বাড়াতে' নির্দেশনা দিয়েছেন। বাইডেনের প্রশাসন বিশ্বব্যাপী শ্রমিকদের সঙ্গে পদ্ধতিগতভাবে যুক্ত হওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে। ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্ট বাইডেন শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন, শ্রম অধিকার ও শ্রমিকদের মানসম্মত জীবন যাপন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি স্মারকে (প্রেসিডেনশিয়াল মেমোরেন্ডাম) সই করেছেন।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ১৬ নভেম্বর বৃহস্পতিবার প্রেসিডেন্টের স্মারক সইয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। ক্যালিফোর্নিয়ার সান ফ্রান্সিসকোয় একটি স্থানীয় হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ইউনিয়ন সদস্যদের উদ্দেশে তিনি প্রেসিডেন্ট বাইডেনের শ্রম অধিকারসংক্রান্ত কৌশলপত্র উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, যাঁরা শ্রমিকের অধিকারের বিরুদ্ধে যাবেন, শ্রমিকদের হুমকি দেবেন, ভয় দেখাবেন, তাঁদের ওপর প্রয়োজনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, দেশে দেশে শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন, তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শ্রম পরিবেশের উন্নয়নে কাজ করবে যুক্তরাষ্ট্র। এটা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম চাবিকাঠি।

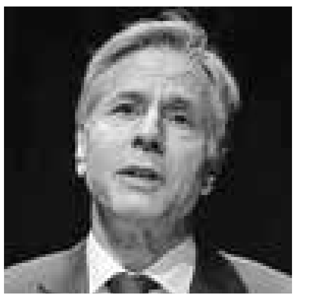
অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন

অনুষ্ঠানে ব্লিঙ্কেন বলেন, 'শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা শুধু অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে আমরা এটা নিশ্চিত করতে চাই। তাই এটা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম চাবিকাঠি।'

বিশ্বব্যাপী শ্রমিকের অধিকার রক্ষায় যুক্তরাষ্ট্র পাঁচটি কৌশলে সক্রিয়ভাবে কাজ করবে বলেও জানান ব্লিঙ্কেন। তিনি বলেন, প্রথমটি হচ্ছে বিভিন্ন দেশের সরকার, শ্রমিক, শ্রমিক সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, সুশীল সমাজ ও বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করে আন্তর্জাতিকভাবে প্রচলিত শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষায় কাজ করা হবে। এ জন্য সব দেশের মার্কিন রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাস শ্রমিক, শ্রমিক ইউনিয়নের কণ্ঠস্বরকে তুলে ধরতে কাজ করবে।

দ্বিতীয়ত, বিশ্বজুড়ে যাঁরা শ্রমিকদের হুমকি দেন, ভয় দেখান, শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা কিংবা শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় কাজ করা ব্যক্তিদের ওপর হামলা করেন, তাঁদের জবাবদিহির আওতায় আনা হবে। প্রয়োজনে তাঁদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা, বাণিজ্যিক বিধিনিষেধ ও ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হতে পারে।

এ সময় বাংলাদেশের পোশাকশ্রমিক আন্দোলনের নেতা কল্পনা আক্তারের কথা উল্লেখ করেন ব্লিঙ্কেন। তিনি বলেন, কল্পনা জানিয়েছেন, ঢাকায় মার্কিন দূতাবাস তাঁর পক্ষে দাঁড়িয়েছে। পরামর্শকের ভূমিকা রেখেছে। আর এ জন্য তিনি (কল্পনা) এখনো বেঁচে আছেন।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, তৃতীয় কৌশল হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিকদের অধিকারের ব্যাপারে ফেডারেল সরকারের সক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করা হবে। এ জন্য শ্রমবিশেষজ্ঞদের চাকরিতে অগ্রাধিকার, কর্মীদের শ্রম অধিকার বিষয়ে দক্ষতা বাড়ানো ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

বিক্লেন বলেন, চতুর্থ যে বিষয়ে তাঁরা গুরুত্ব দেবেন, সেটা হচ্ছে শ্রমিকের অধিকার নিয়ে বিভিন্ন দেশের সরকার এবং জি-২০, জাতিসংঘের মতো বহুজাতিক সংস্থার সঙ্গেও একযোগে কাজ করবে মার্কিন প্রশাসন। এর মধ্য দিয়ে বিশ্বজুড়ে শ্রমিকের অধিকারের মান নির্ধারণে কাজ করা হবে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, পঞ্চম এবং সর্বশেষ হচ্ছে 'আমাদের নিজস্ব বাণিজ্য চুক্তি, সরবরাহ চেইন, শ্রমিকদের সুরক্ষার বিষয়টি যথাযথভাবে তদারকি ও নিশ্চিত করব। পাশাপাশি জোরপূর্বক শ্রম দিয়ে তৈরি পণ্য আমরা আমদানি করব না।'

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর বলেছে, বৈশ্বিকভাবে শ্রম পরিবেশের উন্নয়নে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের নির্দেশনা এসেছে।

ডোনাল্ড লু'র চিঠির জবাব দিয়েছে আওয়ামী লীগ

ঢাকা ডেস্ক

ওবায়দুল কাদের

ডোনাল্ড লু

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু সংলাপের আহ্বান জানিয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগকে চিঠি দিয়েছিলেন ১৩ নভেম্বর। এর জবাবে ডোনাল্ড লুকে চিঠি লিখেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তাতে দলটি বলেছে, বর্তমান বাস্তবতায় অর্থবহ সংলাপের সময় ও পরিবেশ নেই। চিঠিতে ওবায়দুল কাদের লিখেছেন, রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী কাজে ব্যস্ত। তাই এই মুহূর্তে সংলাপ করার মতো সময় নেই। এ ছাড়া বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগের দাবিতে অবরোধ পালন করছে। ফলে তাদের সঙ্গে সংলাপ করার পরিবেশ নেই।

ডোনাল্ড লুকে লেখা ওবায়দুল কাদেরের এই চিঠি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য মোহাম্মদ আলী আরাফাত ১৭ নভেম্বর শুক্রবার ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসে পৌঁছে দেন। ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাকটিং ডেপুটি চিফ অব মিশন আর্টুরো হাইন্স চিঠিটি গ্রহণ করেন।

রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপের আহ্বান জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু আওয়ামী লীগের পাশাপাশি বিএনপি ও জাতীয় পার্টিকেও চিঠি দিয়েছিলেন।

আওয়ামী লীগ তাদের চিঠিতে বলেছে, বর্তমানে বিএনপি ও তাদের সমমনা মিত্র জামায়াতে ইসলামী সরকারের পদত্যাগের দাবিতে টানা অবরোধ কর্মসূচি পালন করছে। এই অবরোধ সফল করতে তারা অগ্নিসংযোগসহ নানা কর্মকাণ্ড করছে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের তথ্যমতে, গত ২৮ অক্টোবর থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত ১৫৪টি অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটিয়েছেন অবরোধ সমর্থকেরা। যুক্তরাষ্ট্রকে আওয়ামী লীগ জানিয়েছে, যদিও বিএনপিসহ অন্যান্য দলের সঙ্গে সংলাপের বিষয়ে আওয়ামী লীগ ইতিবাচক। তবে যে দাবিতে অবরোধ চলছে, এই পরিস্থিতিতে কোনো অর্থবহ সংলাপের পরিবেশ নেই। এ ছাড়া সামনের দিনগুলোতে রাজনৈতিক দলগুলোকে ৩০০ আসনে প্রার্থী বাছাই, নির্বাচনী ইশতেহার তৈরি, প্রচার কৌশল নির্ধারণ, ভোটারের কাছে ভোট চাওয়া—এসব কাজে পুরো সময় ব্যয় করতে হবে। সংলাপের স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় থাকলেও সময় স্বল্পতার জন্য ফলপ্রসূ সংলাপ সম্ভব ছিল না।

চিঠিতে নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিলের বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। এতে বলা হয়, দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য শর্তবিহীন সংলাপের দরজা খোলা রেখেছিল আওয়ামী লীগ। কিন্তু বিএনপি তা অনুধাবন করেনি। তারা সংলাপের পূর্বশর্ত হিসেবে শেখ হাসিনা ও সরকারের পদত্যাগের বিষয়ে অনড় থাকে। এখন সংলাপ করার মতো যথেষ্ট সময় হাতে নেই।

'দ্য অ্যাম্বাসেডর পার্টি' নামে দল করতে পারেন: পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ঢাকা অফিস

আব্দুল মোমেন

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে বিদেশি কূটনীতিকদের নানা মন্তব্যে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন। ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বলেছেন, কূটনীতিকেরা চাইলে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করতে পারেন। সেই দলের নামও প্রস্তাব করেছেন মন্ত্রী।

রোববার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের আলাপকালে এমন কথা বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে বিদেশি কূটনীতিকদের নানা মন্তব্য প্রসঙ্গে সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'রাষ্ট্রদূতেরা একটি রাজনৈতিক দল গঠন করুন, এটা হচ্ছে "দ্য অ্যাম্বাসেডর পার্টি" বা অন্য কিছু। আর একটি অঙ্গীকার তাঁরা করতে পারেন, যারা তাঁদের ভোট দেবেন, তাঁদের নিজেদের দেশের নাগরিক করে নিয়ে যাবেন। এমনটি হলে অনেকেই তাঁদের ভোট দেবেন।'

মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের বিরুদ্ধে কিছু লোকের হুমকি দেওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'সরকার বাক্‌স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। এমন অবস্থায় কারও মুখ আঠা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া যাবে না। তবে কেউ গর্হিত কাজ করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বন্ধু দেশগুলোকে কূটনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ে ভিয়েনা কনভেনশন মেনে চলার তাগিদ দিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'ভিয়েনা কনভেনশন লঙ্ঘন করে বড় বড় কথা বলবেন না।'

দেশের রপ্তানিকারকেরা দুশ্চিন্তায়

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শ্রম নীতি

ঢাকা অফিস

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন, শ্রম অধিকার ও শ্রমিকদের মানসম্মত জীবন যাপন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি স্মারকে (প্রেসিডেনশিয়াল মেমোরেন্ডাম) সই করেছেন। বৃহস্পতিবার মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেছেন, বিভিন্ন দেশের সরকার, শ্রমিক, শ্রমিক সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, সুশীল সমাজ ও বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করে আন্তর্জাতিকভাবে প্রচলিত শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষায় কাজ করবে যুক্তরাষ্ট্র। তিনি বলেন, যারা শ্রমিকদের অধিকারের বিরুদ্ধে যাবেন, শ্রমিকদের হুমকি দেবেন, ভয় দেখাবেন, তাদের ওপর প্রয়োজনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে।

বিশ্বজুড়ে শ্রম অধিকার নিশ্চিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নূতন নীতি দুশ্চিন্তায় ফেলেছে বাংলাদেশের রপ্তানিকারকদের । শ্রম অধিকার নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন নীতির বিষয়ে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের বড় দুশ্চিন্তার কারণ হলো, এ দেশের তৈরি পোশাক রপ্তানির বড় গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র। দেশটিতে পোশাক রপ্তানিতে তৃতীয় শীর্ষ দেশ বাংলাদেশ। পোশাক ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে হোম টেক্সটাইল, হিমায়িত মৎস্য, চামড়াজাত পণ্য, প্লাস্টিক পণ্যসহ নানা ধরনের পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, ২০২২-২৩ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৯৭০ কোটি মার্কিন ডলারের বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানি হয়েছে। যার মধ্যে তৈরি পোশাক রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৮৫১ কোটি ডলার।

রপ্তানিকারকরা মনে করেন কোনো কারণে শ্রম অধিকার ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র তাদের নতুন নীতিটি বাংলাদেশের ওপর কার্যকর করলে বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়বে এ দেশের রপ্তানি খাতে। তাই এ বিষয়ে যত শীঘ্র সম্ভব কূটনৈতিকভাবে আলোচনার তাগিদ দিয়েছেন তারা।

যুক্তরাষ্ট্রের এই ধরনের ঘোষণা এমন একসময় এলো যখন বাংলাদেশে পোশাক খাতে ন্যূনতম মজুরি নিয়ে অস্থিরতা চলছে। শ্রমিকেরা আন্দোলনে নেমেছেন। আবার অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে যুক্তরাষ্ট্র ভিসা নীতি কার্যকর করেছে। এই পরিস্থিতিতে শ্রম অধিকারবিষয়ক নতুন এ নীতি রপ্তানিকারকদের দুশ্চিন্তা আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

জানা যায়, বিষয়টি বর্তমানে আলোচনার কেন্দ্রে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের একধরনের টানাপড়েন চলছে। এর সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে শ্রম ইস্যু। ফলে নতুন এ নীতি দেশটি কীভাবে কাদের ওপর কার্যকর করবে, তা নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। এমনিতেই যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চলতি বছর পোশাক রপ্তানি কিছুটা নেতিবাচক ধারায় রয়েছে। ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, গত জুলাই থেকে অক্টোবর—এ চার মাসে যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩ শতাংশের বেশি কমেছে।

বেইন নির্বাচনে ভোট ডাকাতির বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ছাড়াও বোস্টনের বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনের শুরুতেই খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদের সভাপতি প্রার্থী মাহবুব-ই-খোদা (খোকা) তার লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করেন, চলতি মাসের ১০ ও ১১ নভেম্বর (শুক্র ও শনিবার) দু'দিনব্যাপী বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব নিউ ইংল্যান্ড (বেইন)-এর দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে যেসব অনিয়ম ও দুর্নীতি আমাদের প্যানেলের কর্মী ও প্রবাসীদের চোখে ধরা পড়েছে তার কিছু চিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

তিনি বলেন, বোস্টন প্রবাসী বাংলাদেশিরা কনকনে ঠান্ডা উপেক্ষা করে যেভাবে নভেম্বর ১০ ও ১১ তারিখ সশরীরে উপস্থিত হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন তা আমরা শ্রদ্ধার সাথে আজীবন স্মরন করবো। বর্তমান ও বিদায়ী কার্যকরী কমিটি, নির্বাচন কমিশন ও প্রতিদ্বন্দ্বি তানভির-তাজ-শান্তা পরিষদের সদস্য মিলে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব নিউ ইংল্যান্ড (বেইন)-এর ৫২ বৎসরের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও অহংকারকে চরমভাবে কলুষিত করেছে।

খোকা বলেন, ১৫ই সেপ্টম্বর ২০২৩ তারিখ বেইনের কার্যকরী কমিটির কাছে ভোটার তালিকা জমা করার শেষদিন থেকেই অনিয়ম, দুর্নীতি ও প্রতিহিংসার কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমান কমিটি স্বচ্ছতা বজায় না রেখে নিজেদের মতো করে ২০২৩ বেইন নির্বাচনে ৬ হাজার ভোটার ঘোষনা করেন যার কোন বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেননি। মেম্বারশিপের টাকা জমার কোন তথ্যও কাউকে দেননি। আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছি তারা কোন গুরুত্ব দেননি। বর্তমান কার্যকরী কমিটি গঠনতন্ত্রের নির্দেশনা না মেনে তাদের কালো নীল নকশার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অযোগ্য ব্যক্তিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার করেছিলেন। আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম কিন্তু তারা এ ব্যাপারে কর্নপাত করেননি। গঠনতন্ত্রের নির্দেশনা উপেক্ষা করে দুইজন সহকারী নির্বাচন কমিশন গঠন করে। আমরা তারও প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। অনিয়ম ও দুর্নিতি দেখে বিবেকের তারনায় একজন সম্মানিত সহকারী নির্বাচন কমিশনার পদত্যাগ করেছিলেন। বর্তমান কার্যকরী কমিটি ও দুর্নিতিবাজ নির্বাচন কমিশন বিষয়টি সম্পূর্ন গোপন করে কমিউনিটির কাউকে জানায়নি। আমরা এসব বিষয়েও প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। আমাকে ব্যক্তিগতভাবে পদত্যাগকারী ব্যক্তি ইমেল করে জানিয়েছিল বিধায় আমরা জানতে পেরেছিলাম। নির্বাচন কমিশন গঠনতন্ত্রের নির্দেশনা উপেক্ষা করে অক্টোবর ৮ তারিখে আমাকে ভুল, অসম্পূর্ণ ও ফেইক ভোটারের একটা তালিকা ইমেল যোগে প্রেরন করেছিল। আমি প্রিন্ট কপি চাইলে বর্তমান কার্যকরী কমিটির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকের স্বাক্ষরিত একটি ভোটার তালিকা আমাকে হস্তান্তর করে। যা ইমেইলে প্রেরন করা ভোটার তালিকা এবং প্রিন্ট কপির সাথে কোনপ্রকার মিল ছিল না। আমরা লিখিত অভিযোগ ও প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। দুঃখজনক হলেও সত্য, সর্বশেষ ১০ই নভেম্বর শুক্রবার ভোট গ্রহনের ২৬ মিনিট পূর্বে আমাকে ফাইনাল ভোটার লিষ্ট প্রধান নির্বাচন কমিশনার সালাউদ্দিন খান সৈকত আমাকে প্রেরন করেন।

খোকা আরও বলেন, নির্বাচন কমিশন গঠনতন্ত্রের বাহিরে সেচ্ছাচারিতা করে মেইন ইন ভোট গ্রহনের ঘোষনা করে। আমরা লিখিত অভিযোগ ও প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। আমাদের কোন কথাই শোনেনি। পরবর্তীতে আদালতের আদেশের মাধ্যমে সেই অনিয়ম আমরা বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার পূর্বে আমাদের কমিউনিটির সম্মানিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা উক্ত ঘোষনার পর সুন্দর সমাধানের উদ্যোগ গ্রহন করেছিলেন। এ বিষয়ে অত্যন্ত জোরালো ভূমিকা পালন করেন নিউ হ্যাম্পশায়ার অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য (হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস) ও রিপাবলিকান পার্টির সদস্য আবুল খান শাহীন। তিনি তার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেও তাদেরকে সমঝোতার পথে আনতে পারেননি। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, নির্বাচন কমিশনার সালাউদ্দিন খান সৈকত তার ও কমিউনিটির বিশিষ্টজনদের কোন অনুরোধই রাখেননি।

আদালতের আদেশ উপেক্ষা করে এই দুর্নীতিবাজ নির্বাচন কমিশন, বর্তমান কার্যকরী পরিষদ ও আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বি প্যানেলের সদস্য মিলে নতুন নামে অ্যাবসেন্টি ভোট গ্রহনের নামে বেইনকে কলংকের শেষ স্তরে পৌঁছে দিয়েছে। আপনারা সোসাল মিডিয়ায় দেখেছেন কিভাবে আমাদের প্যানেল সদস্য ও কমিউনিটিকে কোনকিছু না জানিয়ে রাতের অন্ধকারে ডরচেস্টার এলাকায় রাত ৮ টা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনার আবদুল জলিল এবং প্রতিদ্বন্দ্বি প্যালের সদস্যরা কিভাবে ভোট গ্রহন করেছিলেন। আমরা প্রতিবাদ জানিয়েও কোন কাজ হয়নি। আমাদের অভিযোগকে তারা কোন গুরুত্ব দেননি। আপনার আরো দেখেছেন নিউ বেডফোর্ড এলাকায় একই পরিকল্পনায় ভোট গ্রহন করতে গিয়ে তারা প্রতিরোধের মুখে পড়েছিলেন। যা সোসাল মিডিয়ায় ইতোমধ্যে প্রচার হয়েছে।

এবার আসছি বেইনের ৫২ বৎসরের ইতিহাসের প্রথম কমিউনিটির সম্মানিত সদস্যদের অধিকার হরন ও ভোট ডাকাতির তথ্য নিয়ে। গত ১০ নভেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত প্রচন্ড ঠান্ডা উপেক্ষা করে সম্মানিত সদস্যবৃন্দ যেভাবে স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহনে ভোট প্রয়োগ করেছিলেন তা সত্যিই প্রশংসনীয় এবং অবিশ্বরণীয় ঘটনা। আমি এবং আমার প্যানেল আপনাদের কাছে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

নির্বাচন কমিশন এবং বর্তমান কার্যকরী কমিটির অসৎউদ্দেশ্য ও অসহযোগিতার কারনে শুক্রবার রাতে সম্মানিত ভোটারা ভোট প্রয়োগ না করে বাড়ি ফেরত যেতে বাধ্য হয়েছিল। নির্বাচন কমিশন ও বর্তমান কমিটি ভোট কেন্দ্রে পরিবারের সকল সদস্যদের নিয়ে গঠিত টিমের আগ্রাসী ভুমিকার আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম। আমাদের কোন কথাই আমলে নেননি। আমাদের প্যানেলের পক্ষ থেকে ৪ জন ছাড়া কাউকে কোন অনুমতি দেয়নি অথচ অপর প্যানেলের ১৫/২০ লোক কেন্দ্রের ভেতরে অবস্থান করেছিলেন।

অ্যাবসেন্টি ভোটের নামে সামান্য সংখ্যক ভোট গ্রহন করার কথা সহকারী নির্বাচন কমিশনার জলিল আমাদের এজেন্টদের নিকট স্বীকার করার পর আমাদের পক্ষের ভোটারদের উপস্থিতি দেখে প্রধান নির্বাচন কমিশনার সালাউদ্দিন খান সৈকত আরেকটি ন্যাক্কারজনক ঘটনার সুত্রপাত করেছে। তিনি ১১ই নভেম্বর শনিবার সারাদিন অনেক প্রতিকুলতার মধ্যেও সম্মানিত ভোটাররা ভোট প্রদানের পর বিকেল ৩/৪ টার দিকে হঠাৎ করে নির্বাচন কমিশনার সৈকত আমাদের এজেন্ট ও সম্মানিত পর্যবেক্ষকদের আপত্তি থাকা সত্তেও গায়ের জোড়ে ভোট গণনা শুরু করেন। ভোট গণনার শেষ ভাগে যখন দেখেন যে আমাদের প্যানেল বিপুলভোটে এগিয়ে তখন সকলের আপত্তি এবং বাঁধা উপেক্ষা করে ভোট কেন্দ্রে দুর্বৃত্তদের মতো দুইটি কালো ট্রাস ব্যাগ মোড়ানো ভর্তি ব্যালট বাক্স পুলিশি প্রহরায় কেন্দ্রের ভেতরে নিয়ে আসেন। পর্যবেক্ষক ও আমাদের এজেন্ট এমন কি প্রতিদ্বন্দ্বি প্যানেলের ক্যাম্পেইন ম্যানেজার মহিউদ্দিনের বিরোধিতার পরও কমিশনার সৈকত সেই কালো ব্যাগে ভর্তি রাতের আঁধারের ৬৯৪টি ভোট (যা সোসাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যে প্রকাশিত) ১০ ও ১১ তারিখের ব্যালটের সাথে সংযুক্ত করে ফলাফল ঘোষনা করেন।

নৈতিকতা অধঃপতনের শেষ স্তরের পৌঁছানোর গল্পে আমরা বাংলাদেশ কমিউনিটি হতভম্ব। কেউ জানে না কিভাবে এবং কোন প্রক্রিয়ায় এই ভোটের ব্যালট আসলো। সম্পূর্ন নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করা এবং বাংলাদেশ কমিউনিটির সম্মানিত ব্যক্তিদের অসম্মান করার মুল ব্যক্তি হলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার সালাউদ্দিন খান সৈকত এবং বর্তমান ও বিদায়ী কার্যকরী কমিটির সদস্যদের আমরা এহেন কর্মকান্ডের জন্য ধিক্কার জানাচ্ছি।

এহেন গর্হিত অপরাধ ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটির সম্মানিত সদস্যদের সাথে নিয়ে প্রতিরোধে অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কোনভাবেই আমাদের এই সভ্য সমাজে এমন অপরাধ হতে পারে না। আমরা ১১ই নভেম্বর রাতেই এই নির্বাচনের ফলাফল বয়কট করেছি।

আমি সবশেষ আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বি প্যানেলের সম্মানিত সদস্যদের আহবান জানাতে চাই নীতি নৈতিকতা বিসর্জন না দিয়ে নিজের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করে দেখেন কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষগুলি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ধিক্কার জানাচ্ছে। একটিবার বিবেককে প্রশ্ন করে দেখেন আপনারা কোন কমিউনিটির জন্য কাজ করতে চাচ্ছেন?

আসুন আমরা এই পুরো সম্মানিত কমিউনিটিকে কলঙ্ক এবং লজ্জার হাত থেকে রক্ষা করি। শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, স্নেহের বন্ধনে আমরা কমিউনিটির পাশে থাকি। শুধু মনে রাখবেন অন্যায়, অনিয়ম, সেচ্ছাচারিতা, কারচুপির মাধ্যমে জয় পাওয়া আত্মতৃপ্তি নিয়ে আপনি সমাজে গ্রহনযোগ্যতা পাবেন না।

সংবাদ সম্মেলনে খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদ থেকে বিজয়ী সহ-সভাপতি প্রার্থী সাজ্জাদুর রহমান সাজু ও সাধারন সম্পাদক প্রার্থী রাজিবুর রহমান রাজিব সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, নিউ ইংল্যান্ডের প্রবাসীরা পাতানো ও প্রহসনের নির্বাচন মেনে নেয়নি তাহলে এ বিজয় দিয়ে আমরা কী করবো। বোস্টনের প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভালবাসা নিয়ে আমাদের পরিষদের সকলকে নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ সমাজ গঠন ও প্রবাসীদের সার্বিক সেবা প্রদান করতে চাই। যারা ভোট চুরি করে নির্বাচিত হয়েছে তাদের সাথে আমরা কখনই যেতে পারি না। আমারা পাতানো নির্বাচনী ফলসহ আমাদের উক্ত কথিত বিজয়কে প্রত্যাখ্যান ঘোষণা করছি।

এ সময় খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদের নেতৃবৃন্দসহ তাদের প্যানেলে সংশ্লিষ্ট বেইনের সাবেক সভাপতি শহিদুল ইসলাম প্রিন্স, শাহীন খান, নিউ হ্যাম্পশায়ার অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য (হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস) ও রিপাবলিকান পার্টির সদস্য আবুল খান শাহীন, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ওসমান গনি, শেখ বাহাউদ্দিন সুমন ও হুমায়ুন মোর্শেদ সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদের সভাপতি প্রার্থী মাহবুব-ই-খোদা (খোকা), সহ-সভাপতি প্রার্থী সাজ্জাদুর রহমান সাজু, সাধারন সম্পাদক প্রার্থী রাজিবুর রহমান রাজিব, যুগ্ম সাধারন সম্পাদক প্রার্থী আশিকুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ প্রার্থী মনিরুজ্জামান খান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক প্রার্থী রেহানা পারভীন ইতি, ক্রীড়া সম্পাদক প্রার্থী একরামুল পিজন, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক প্রার্থী বিএম রায়হানুজ্জামান, নির্বাহী সদস্য প্রার্থী এসএম সাইফুর ইসলাম, পঙ্কজ দাস, ও মৌসুমী রহমান, বেইনের সাবেক সভাপতি যথাক্রমে-কাজী নুরুজ্জামান, শহিদুল ইসলাম প্রিন্স, শাহীন খান, নিউ হ্যাম্পশায়ার অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য (হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস) ও রিপাবলিকান পার্টির সদস্য আবুল খান শাহীন, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ওসমান গনি, শেখ বাহাউদ্দিন সুমন, হুমায়ুন মোর্শেদ, শোভন চৌধুরী, এমডি কাশেম (নয়ন), গোলাম আজম (ডরচেষ্টার) ও স্বপন খান (ফল রিভার)। এছাড়াও বেইনের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ বেলাল, সাবেক সাধারন সম্পাদক ও সাংবাদিক নাহিদ সিতারা, ড. দুলাল খান, হাসানুজ্জামান সোহেল, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব টিপু চৌধুরী, মোহাঃ হানিফ, মাহবুবুল হক ডিউক, খাতুনে জান্নাত আরজু, মেহেরুন ইসলাম হ্যাপী, মাহমুদা সিদ্দিকা, মোর্শেদা খাতুন মেরি, জয় নেহাল, ওহায়েদি শেখ, মোশারফ হোসেন হক, শাহীন, জাহিদ ও কাকন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদকীয়

রাজনৈতিক অস্থিরতায় সংকট থেকে আরো সংকটে অর্থনীতি

অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর—এই তিন মাস জাতীয় নির্বাচনের সময়। রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়ছে। নির্বাচনের সময়ে এমনিতেই ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি শ্লথ থাকে। দেখা দেয় নানা ধরনের অনিশ্চয়তা।

দেশে চলমান অবরোধ-হরতালকে কেন্দ্র করে সহিংস রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলে প্রাণ হারাচ্ছে নিরীহ মানুষ। নষ্ট হচ্ছে দেশের সম্পদ। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমদানি-রপ্তানি। সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ায় আরো বাড়ছে জিনিসপত্রের দাম। আর্থিক খাতগুলো ছাড়িয়ে শিক্ষাসহ সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা বিভিন্নভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

উচ্চ মূল্যস্ফীতি কমাতে ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ধরে রাখতে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারেনি বাংলাদেশ। বর্তমানে দেশের অর্থনৈতিক সংকটের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে অর্থনীতির এই দুই প্রধান সূচক।

জানুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় জাতীয় নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত নীতিনির্ধারক ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর কোন নতুন পদক্ষেপ নিবে না। কারণ, এই সময়ের মধ্যে কোনো ব্যবস্থার কারণে দেশের অর্থনীতিতে স্বল্পমেয়াদী চাপ সৃষ্টি করতে পারে এমন কোনো পদক্ষেপ নিতে চায় না তারা। কিন্তু অর্থনীতিবিদরা বলছেন, সরকার উদ্যোগ নিতে নির্বাচনের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করলে দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে পারে। তারা সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যবস্থা নিতে নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করা দেশের জন্য আরও সংকট ডেকে আনতে পারে। কারণ, ইতোমধ্যে বৈশ্বিক নানা কারণে দেশের অর্থনীতি চাপের মধ্যে আছে। যেমন-রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে পণ্যের উচ্চমূল্য ও বৈদেশিক মুদ্রার মজুত কমেছে।

বৈশ্বিক এই সংকটে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা থমকে যায়। ডলার সংকটে স্থবির হয়ে পড়ে শিল্পের কাঁচামাল, জ্বালানি আমদানিসহ বৈদেশিক লেনদেন। এলএনজি ও গ্যাসের সংকটে অভ্যন্তরীণ শিল্প উৎপাদন কমতে থাকে। খাদ্য মূল্যস্ফীতি এক যুগের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠেছে।

সর্বশেষ গাজায় ইসরায়েলি হামলা বৈশ্বিক ব্যবস্থায় আরো অনিশ্চয়তা যোগ করেছে। এই নাভিশ্বাস ওঠা পরিস্থিতিতে দেশজুড়ে রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে অবরোধ-হরতাল, ভাঙচুর-আগুন অর্থনীতির জন্য অশনিসংকেত। এই পরিস্থিতি দীর্ঘায়িত হলে অর্থনীতি গভীর সংকটে পড়বে বলে মনে করেন ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদরা।

এই পরিস্থিতিতে সবার আগে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও সংকট সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। এতে কম আয়ের মানুষ গভীর সংকট থেকে রেহাই পাবে। অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ যতটা সম্ভব তৈরি করতে হবে। আবার এই সময়ে অসাধু ব্যবসায়ীরা যাতে সুযোগ নিয়ে মূল্যস্ফীতি বাড়াতে না পারে, সেদিকেও নজর রাখতে হবে।

এমন বিরূপ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির টিকে থাকার ক্ষমতা এবং সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ হবে। তাই অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থে স্থিতিশীল পরিবেশ আশা করছেন ব্যবসায়ীরা।

সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের এই সভায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অর্থমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরদের বৈঠকে ইসরাইল-হামাস যুদ্ধের অর্থনৈতিক প্রভাব নিয়ে তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

আইএমএফ প্রধান ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা বলেন, আইএমএফ যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং তেল বাজারে এর প্রভাব নিয়ে খুব ঘনিষ্ঠভাবে নজর রাখছে। তিনি বলেন, যুদ্ধের অর্থনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে এখনই মন্তব্য করা কঠিন, তবে বিশ্ব অর্থনীতির বর্তমান পরিস্থিতিতে এটি একটি নতুন সংকট।

জর্জিয়েভা বলেন, আইএমএফের বিশ্ব অর্থনৈতিক পূর্বাভাসে ইতিমধ্যেই দুর্বল বিশ্ব অর্থনীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই পূর্বাভাস যুদ্ধের আগে প্রকাশিত হলেও যুদ্ধের প্রভাব বিবেচনা করে ২০২৩ সালের জন্য বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস ৩.০ শতাংশ থেকে ২.৯ শতাংশে কমিয়ে আনা হয়েছে।

আইএমএফের মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়া বিভাগের পরিচালক জিহাদ আজুর বলেন, তেলের দাম এখনও সেপ্টেম্বর মাসের তুলনায় কম। তিনি বলেন, যুদ্ধের অর্থনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে এখনই স্পষ্ট ধারণা পাওয়া কঠিন, তবে এই পরিস্থিতি খুবই জটিল। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান বন্দি ইসরাইলি জিম্মিদের মুক্তি দেওয়ার জন্য হামাসের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছেন। তুরস্কের বেসরকারি টিভি চ্যানেল হাবেরতুর্ক প্রথম এই খবর প্রকাশ করেছে।

শুধু দেশের মধ্যেই রাজনৈতিক বিরোধ ও সহিংসতা নয়, আন্তর্জাতিক এসব বিষয়ের প্রভাব বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এরমধ্যেই স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। সামনে এসব পরিস্থিতি আরও সংকটের অশনি সংকেত দিচ্ছে।

একটি দেশ ন্যূনতম কিছু বিষয় নিয়ে ঐক্যবদ্ধ না হলে , সে দেশের টেকসই উন্নয়ন বাঁধাগ্রস্থ হতে বাধ্য। টানা রাজনৈতিক বিরোধের মধ্য দিয়েও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এ উন্নয়নের কার্যকারণ ব্যাখ্যা করে আমাদের আরও এগিয়ে যাওয়ার সমস্ত সুযোগ আমারা বন্ধ করতে পারি না। পেরিয়ে আসা মহামারি, উইক্রেন যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরিতা, ফিলিস্তিনিদের উপর ইসরাইলের হামলা এক নতুন বিশ্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের মতো নবীন অর্থনীতির দেশকে সতর্ক পদক্ষেপেই এগিয়ে যাওয়ার কোন বিকল্প নেই। আমাদের উন্নয়নের টেকসই অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে হলে রাজনৈতিক সমস্যাগুলোর সমাধান নিজেদের খোঁজতে হবে। বাংলাদেশের ভবিষ্যত এসব পদক্ষেপের উপরই নির্ভর করছে।

তাদের মুখ ভিন্ন কিন্তু মুখশ্রী অভিন্ন

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প হেরেছেন, কিন্তু হার মানতে রাজি হননি। বলেছিলেন, জোচ্চুরি হয়েছে, তাঁর বিজয়টা 'চুরি' (ছিনতাই নয়) করে নেওয়া হয়েছে। এ রকমের আওয়াজ আমাদের দেশেও ওঠে; তবে আমেরিকায় সেটা এমনভাবে আগে কখনো শোনা যায়নি এবং ওই আওয়াজে যত আমেরিকান তাল দিয়েছে, তেমনটাও আগে কখনো দেখা যায়নি। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটা যে নড়বড়ে হয়ে পড়ছে, সেটা বুঝতে অসুবিধা নেই। ধাক্কাগুলো রিপাবলিকানদের দিক থেকেই আসছিল। তাদের ভেতরকার ফ্যাসিবাদী প্রবণতাটা যে হঠাৎ করে এত বড় আকারে দেখা দিয়েছে তা নয়, এটা ভেতরে-ভেতরে বাড়ছিল।

নিক্সন একটা ঝাঁকি দিয়েছিলেন, জর্জ বুশ ইরাকে ওয়েপনস অব মাস ডেস্ট্রাকশন লুকিয়ে রাখা হয়েছে বলে জঘন্য মিথ্যাচার করে মধ্যপ্রাচ্যে দখলদার সৈন্য পাঠিয়ে অঞ্চলটিকে ছারখার করে ছেড়েছেন এবং বুঝিয়ে দিয়েছেন আমেরিকার গণতন্ত্র মিথ্যাকে কীভাবে প্রশ্রয় দেয়। সেই কাজ করার পরেও বুশ 'আমেরিকান মূল্যবোধে'র সংরক্ষক হিসেবে বীরের মর্যাদা পেয়েছেন এবং তাঁর টিমে কৃষ্ণবর্ণের 'বড় মাপে'র মানুষ দু-চারজনকে যে দেখা যায়নি এমনও নয়।

বুশের পরে ট্রাম্প এসে 'আমেরিকাই প্রথম' আওয়াজ তুলে, নর্তনকুর্দন করে ও ভ্রান্ত পদক্ষেপ নিয়ে ওই দেশকে এমন অধঃপতনে নিয়ে গেছেন, যেখানে তাঁর মতো অতিনিম্ন রুচির ও বিকৃত সংস্কৃতির একজন ব্যবসায়ীও দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হবেন—এমন সম্ভাবনাও তৈরি করতে পেরেছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছেন। ভরসা কিন্তু সেটাই। কিসের? না, 'গণতান্ত্রিক' ব্যবস্থাটা টিকে থাকবে ভরসা এমন আশার নয়। বিক্ষুব্ধ মানুষের সংখ্যা বাড়বে শুধু এই আশারই। ব্যবস্থাটা ভাঙবে, ভাঙতে বাধ্য। কারণ পুঁজিবাদ নিজেই ভাঙবে। আমেরিকার মানুষদের সুস্পষ্ট বিভাজন সেই ভাঙনেরই ইশারা তুলে ধরেছে। ভবিষ্যতে সংকটের গভীরতা ও ব্যাপকতা কমবে না, বরং বাড়বে। কত দ্রুত বাড়ে, সেটাই হবে অভিজ্ঞতার বিষয়।

বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আমেরিকার নির্বাচনী গণতন্ত্র নিয়ে মাথা না ঘামালেও বহির্বিশ্বে নির্বাচনী গণতন্ত্রের জন্য মাছের মায়ের কান্না জুড়ে দিয়েছেন। পাশাপাশি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মরিয়া হয়ে উঠেছেন, তাঁর পূর্বসূরিদের নির্জলা অনুকরণে। বিশ্বের একটি রাষ্ট্রেও আমেরিকা এযাবৎ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে, এর একটিও প্রমাণ নেই। অনুগত ও আজ্ঞাবহ হতে বাধ্য করার ওসব অছিলা মাত্র। সেটা যে না-জানে বা না-বোঝে, সে নিশ্চিত বোকার স্বর্গে বসবাস করছে। গণতন্ত্রের কান্ডারি সেজে বাইডেন গাজায় ইসরায়েলি গণহত্যাকে মদদ জুগিয়ে যাচ্ছেন। অর্থ, অস্ত্র পাঠিয়ে গাজার গণহত্যায় শামিল হয়েছেন। তাঁর বা তাঁদের মুখে গণতন্ত্র, মানবাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলা প্রতারণা ভিন্ন অন্য কিছু নয়।

মূল জিনিসটা হচ্ছে ক্ষমতা। আর এখনকার 'মুক্ত' বিশ্বে ক্ষমতা সরাসরি যুক্ত বাণিজ্যের সঙ্গে। বাণিজ্য-ব্যাপারে ক্ষমতা নিয়ে পুঁজিবাদীদের মধ্যে দ্বন্দ্বটা আরও হিংস্র আকার ধারণ করবে। ধরা যাক চীন-মার্কিন প্রতিযোগিতার ব্যাপারটা। ভবিষ্যতে এটা যে কেমন ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াবে, সেই লক্ষণ এখনই দেখা যাচ্ছে। চীনের নেতৃত্ব ইতিমধ্যেই বিশ্বের বৃহত্তম বাণিজ্য চুক্তিটি সম্পাদিত করেছে। চীন এখন ধেয়ে আসবে, আমেরিকা ও ইউরোপকে ধাক্কা দেবে এবং বাণিজ্যে আধিপত্য নিয়ে লড়াইটা তীব্র হবে। গত শতাব্দীতে পুঁজিবাদীরা দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে ছেড়েছে। এর ভুক্তভোগী হয়েছে সারা বিশ্বের মেহনতি মানুষ।

আর এই যে হিংস্র বাণিজ্যযুদ্ধ, এতেও ক্ষতিটা হবে ওই মেহনতিদেরই। পুঁজিবাদীদের ভেতরে ঝগড়া-ফ্যাসাদের কারণে করোনাভাইরাসের আক্রমণের চেয়েও বড় রকমের বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। সেটা কোন রূপ ধরে আসবে আমরা জানি না; তবে কোন কোন জায়গা থেকে আসবে, সেটা বোঝা যায়। আসবে জলবায়ু পরিবর্তন ও বায়ুদূষণ থেকে, আসবে বৈষম্য থেকে, আসবে বেকারত্ব, অনাহার, মুনাফালিপ্সা, ভোগবাদিতা, হিংস্রতা ইত্যাদি বৃদ্ধির কারণে। আসবে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থান থেকে। ওই শক্তি আবার চাইবে রাষ্ট্রক্ষমতাকে ব্যবহার করে, বর্ণ ও ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিয়ে, মানুষের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ দমন করতে। পুঁজিবাদীরা 'গণতান্ত্রিক' নির্বাচনী প্রথাটাকে চালু রাখতে চাইবে, মানুষ ভাববে নির্বাচনের মধ্য দিয়েই পরিবর্তন আসবে।

একেবারেই যে আসবে না, তা-ও হয়তো নয়; কিন্তু সেই পরিবর্তন ওপরকাঠামোর অল্প এলাকারই। লোক বদলাবে, কিন্তু ব্যবস্থা বদলাবে না। অনেক ক্ষেত্রে লোকও বদলাবে না। আর রাষ্ট্রক্ষমতায় যে-ই আসুক, স্বার্থ দেখবে সে ধনীদের; মেহনতিদের নয়। ক্ষমতা ঘোরাঘুরি করতে থাকবে টাকাওয়ালাদের বৃত্তের মধ্যেই। বদলটা হবে মুখোশের, মুখশ্রীটা একই।

নির্বাচন যে কী করতে পারে না-পারে, এর পরিচয় তো আমাদের দেশের ইতিহাসেই লেখা হয়ে রয়েছে। ১৯৪৫-এ বাংলায় প্রায়-বিপ্লবী পরিস্থিতি বিরাজ করছিল, তাকে সামলানোর জন্য যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া হয়েছিল এর মধ্যে সবচেয়ে অধিক কার্যকর হয়েছে নির্বাচন। সেই নির্বাচনে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে বিরোধিতাটা তীব্র হলো, মারাত্মক হয়ে দেখা দিল দাঙ্গা এবং পরিণতিতে ১৯৪৭-এর মর্মান্তিক দেশভাগের ঘটনা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াল। এরপর ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আবার বিক্ষোভের প্রকাশ ঘটেছিল। তার মোকাবিলা করা হয় ১৯৫৪ সালের নির্বাচন দিয়ে।

নির্বাচনের পরে বিজয়ী যুক্তফ্রন্টের দুই পক্ষের ভেতর ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে পথটা প্রশস্ত করে দেওয়া হয়েছিল সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখলের জন্য। এল আইয়ুবের সামরিক শাসন। আইয়ুবী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পরিণতিতে আইয়ুবেরই দোসর (তবে তাঁর তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট) ইয়াহিয়া খানের যে সামরিক শাসন জারি করা হয়, সেই শাসনের কর্তারা নির্বাচন দিয়ে ভেবেছিলেন মানুষকে বিভক্ত করে ক্ষমতায় টিকে থাকা যাবে। নির্বাচনের পরিণামে ঘটেছে গণহত্যা। ঘটনাপ্রবাহের সারমর্মটা হলো এই, নির্বাচন বিদ্যমান শোষণমূলক ব্যবস্থাকে রক্ষা করার কাজটাই সম্পন্ন করেছে। তাকে বদলাতে চায়নি।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরও নির্বাচন তো কম দেখলাম না, কিন্তু পরিবর্তন যতটুকু হয়েছে তা নামের এবং ক্ষেত্রবিশেষে পোশাকের। ভেতরে-ভেতরে যা ঘটেছে তা হলো, আমলাতন্ত্রের সাহায্যে দুরন্ত পুঁজিবাদীব্যবস্থার নিরন্তর শক্তি সংগ্রহ। আর অধুনা তো লোকদেখানো ওই পোশাকি পরিবর্তনটুকুও ঘটছে না; যে দল ক্ষমতায় রয়েছে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তারাই রয়ে যাওয়ার বৈধতা অর্জন করছে। তা সেই নির্বাচন যে ধরনেরই হোক না কেন।

গত নির্বাচনের পরে কয়েকটি উপনির্বাচনও হয়েছিল, তাতেও ওই একই ঘটনা। ক্ষমতাসীনেরাই জিতে এসেছে। অতিসম্প্রতি দুটি উপনির্বাচনের নির্ঝঞ্ঝাট সমাপ্তি শেষে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বেশ গর্ব করেই বলেছিলেন, 'ভোট গণনার ব্যাপারে আমেরিকার উচিত আমাদের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া; তারা যেখানে চার-পাঁচ দিনেও কেন্দ্রের ফল দিতে পারে না, আমরা সেখানে চার-পাঁচ মিনিটেই কেন্দ্রের ফল জানিয়ে দিয়েছি।' ইচ্ছা করলে তিনি অবশ্য শিক্ষার জন্য আরও ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারতেন; যেমন এমনকি একজন ভোটার না এলেও কেমন করে অর্ধেকের বেশি আসনে ক্ষমতাসীনেরা জিতে যায় অথবা মধ্যরাতে, ভোটারের উপস্থিতি ছাড়াই কীভাবে নির্বাচনের কাজ নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করা সম্ভব হয়, সেই সব বিষয়কে।

ফেসবুকে আজকাল অনেক রকম মন্তব্য আসে। শুনলাম একজন লিখেছে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এটাও বলতে পারতেন যে আমেরিকায় যেখানে ভোটের অনেক দিন পরেও ঘোষণা আসে না কোন দল জিতেছে, বাংলাদেশে সেখানে নির্বাচনের পাঁচ বছর আগেই নিশ্চিন্তে বলে দেওয়া সম্ভব কারা জিতবে।

আমেরিকার বেলায় ট্রাম্প অবশ্য আগেই বলে রেখেছিলেন যে নির্বাচনের চূড়ান্ত ফল আদালতে নির্ধারিত হবে। শেষ পর্যন্ত অত দূর গড়াল না। কারণ সর্বোচ্চ আদালতটিকে যদিও তিনি তাঁর দল-মনোনীত বিচারকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে আগেই ঠিকমতো সাজিয়ে রেখেছিলেন, তবুও মামলা ওই পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো না। স্থানীয় আদালতই তা খারিজ করে দিলেন এবং অন্তত পেনসিলভানিয়ায় কারচুপি হয়েছে বলে সাক্ষী দেওয়ার মতো ডাক বিভাগের যে একজন কর্মচারীকে জোগাড় করা হয়েছিল, তিনিও আমাদের দেশের জজ মিয়াটি হতে রাজি হলেন না। আশ্চর্য ঘটনা আরও আছে। বিরোধী দল নয়; স্বয়ং প্রেসিডেন্টই অভিযোগ এনেছেন যে নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে।

আমাদের জন্য বিস্ময়ের ব্যাপার এটাও, নির্বাচনের দায়িত্বে নিয়োজিত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বলেছে, সরকারের দাবি মিথ্যা, কারচুপির একটি ঘটনাও ঘটেনি। ট্রাম্প যদি খাঁটি বাপের বেটা হন, তবে তাঁরাও কিন্তু কম যান না, যা সত্য বলে জানেন তা-ই বলে দিয়েছেন; প্রেসিডেন্টের রাগ-অনুরাগের তোয়াক্কা করেননি। ট্রাম্প প্রেসিডেন্টের রাষ্ট্রীয় বাসভবনেই সংবাদ সম্মেলন করে ঘোষণাটা দিয়েছিলেন যে তাঁর বিজয় চুরি হয়ে গেছে।

ঘোষণা দিয়েই তিনি আর কালক্ষেপণ করেননি, দ্রুত সম্মেলন স্থল থেকে প্রস্থান করেছেন। সাংবাদিকদের তিনি হাড়ে হাড়ে চেনেন। তাঁরা যে প্রমাণ দিন, প্রমাণ চাই বলে তেড়ে আসবেন তা তিনি বিলক্ষণ জানতেন। তাই নিজেকে তাঁদের নাগালের ভেতরেই রাখেননি, নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়েছেন। তাতে অবশ্য প্রেসিডেন্ট সাহেবের শেষ রক্ষাটা হয়নি। ওই সাংবাদিকেরা বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন যে প্রেসিডেন্ট সাহেব যা বলেছেন, তার কোনো প্রমাণ তিনি হাজির করেননি। যেসব টেলিভিশন চ্যানেল সরাসরি সংবাদ সম্মেলনে তাঁর ঘোষণাটি প্রচার করছিল, তাদের মধ্যে তিনটি মধ্যপথেই ক্যামেরা গুটিয়ে ফেলেছে, ভাবখানা এমন যে এতটা মিথ্যাচার ক্যামেরাও সইবে না।

অবুঝ কি আসলেই বোঝে যে, সে কিছু বোঝে না

অর্ণব সান্যাল

'তুমি হয়তো বুজো না...'—একটি বিখ্যাত উক্তি। বাস্তব দুনিয়াতেই এই উক্তি শোনা গেছে এ দেশের এক আলোচিত রাজনীতিবিদের মুখে। তবে এই উক্তির তাৎপর্য শুধু যে রাজনীতির মাঠেই সীমাবদ্ধ, তা কিন্তু নয়। জীবনে চলার পথে নানা বাঁকে এই উক্তির ব্যবহার করাই যায়। কিন্তু কীভাবে? আসুন, জানা যাক এই বাক্যেরই পূর্ণাঙ্গ ভাবসম্প্রসারণ।

এই পৃথিবীতে সবাই যে সবকিছু বোঝে, তা নয়। কেউ একটি বিষয় হয়তো বোঝে, কেউ আরেকটি। এভাবেই জ্ঞানের সমতা বজায় থাকে। অর্থাৎ, কেউ সব বুঝবে, আবার কেউ কিছুই বুঝবে না—হোমো সেপিয়েন্সদের জন্য প্রকৃতি তেমন ব্যবস্থা রাখেনি। এ কারণেই আমরা দিন শেষে কাউকে না কাউকে বলতে বা শোনাতে পারি—'তুমি হয়তো বুজো না'!

এরপরই যে লাইনটি আসে, সেটি হলো—'কারণ তোমার...'। এখানে শূন্যস্থান রাখার মূল কারণই হলো সবার বয়স যে কম, তা নয়। আবার সবাই যে শুধু কম বয়সের কারণেই অবুঝের মতো আচরণ করেন, ব্যাপারটি তাও নয়। অনেকেই আছেন, যাদের বয়সের খাতায় বেশ বড় অঙ্কই থাকে। কিন্তু দিন শেষে তাদেরকেও দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলতে হয়, 'তুমি হয়তো বুজো না। কারণ তোমার... কম।' এ ক্ষেত্রে এই শূন্যস্থান পূরণের জন্য বয়সকে হটিয়ে মানবমস্তিষ্কের 'গ্রে ম্যাটার' উপযুক্ত সুযোগ চাইতেই পারে। কারণ ওই জিনিসটির অভাবই যে অনেক ক্ষেত্রে অবুঝ হওয়ার গোড়া।

প্রসঙ্গক্রমে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জানানো যাক। সম্প্রতি ঢাকার মধ্যেই এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় কিছুটা দ্রুত যাওয়ার প্রয়োজন পড়েছিল। গরিবের কিছুটা স্বস্তির বাহন রিকশা। তাই এক রিকশাচালক ভাইয়ের সঙ্গে দরদাম হচ্ছিল। তিনি গন্তব্যের নাম শুনে বেশ বিজ্ঞের মতো ভাড়া চেয়ে বসলেন। ভাড়ার অঙ্ক শুনে একবার জিজ্ঞেসও করতে হলো যে, তিনি জায়গাটি আদৌ চেনেন কিনা! তবে রিকশাচালক ভাইটি সাফ জানিয়ে দিলেন, তিনি চেনেন। তাঁর আত্মবিশ্বাস দেখে আর কথা বাড়ানোর সাহস হলো না।

এরপর কিছুক্ষণ চলল সেই ঐতিহ্যবাহী দর কষাকষি। রিকশাচালক ভাই অনেকটা অনিচ্ছায় ৩০ টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে ১০০ টাকায় যেতে রাজি হলেন। চলা শুরুর কিছুক্ষণ পর দেখি সোজা রাস্তা বাদ দিয়ে তিনি চলেছেন বাঁকা রাস্তায়। তা দেখে স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে শুধালাম কারণ। উনি বললেন, এই রাস্তায় দ্রুত যাওয়া যাবে। তবে তিনি যখন আরও বাঁকা রাস্তায় ঢুকলেন, তখন বোঝা গেল যে, রাস্তার সোজা-বাঁকা সম্পর্কেই আসলে তিনি অবগত নন!

একটু পর দেখা গেল নির্ধারিত গন্তব্যে যাওয়ার অতি পরিচিত আরেকটি রাস্তা না চিনে তিনি চলতে শুরু করেছেন অনিশ্চিত গন্তব্যে। সেটি ধরিয়ে দিতে তিনি ওই রাস্তায় ঢুকলেন বটে, তবে স্বীকার করতেই চাইলেন না যে তিনি পথ চেনেন না। এরপর শুরু হলো ঢাকার অতি পরিচিত 'পথচারী কম্পাস'-এর সহযোগিতায় পথ চলা। শেষে রিকশাচালক ভাইটিকে রাস্তা দেখিয়েই নিয়ে যেতে হলো সময় বাঁচানোর স্বার্থে। গন্তব্যে পৌঁছানোর পর ভাড়া মিটিয়ে স্রেফ বলেছিলাম, 'না চিনলে বলবেন। না বললে কীভাবে বোঝা যাবে?' ভাইটি তখন একগাল হেসে বললেন, 'রাস্তা যে চিনি না, তা না। রাস্তা তো চিনিই!'

চেনা-অচেনার গ্যাঁড়াকলে দুরু দুরু বক্ষে চালানো যানে আধা ঘণ্টার রাস্তা দেড় ঘণ্টায় আসার পর একটি চিরায়ত সত্যকে এভাবেই খারিজ করে দেওয়া যায়? আসলে যায়। ওই রিকশাচালক ভাইটির মতো এই জগৎসংসারে অনেকেই আছেন, যারা এভাবেই সবকিছু না চিনেও চেনেন, না বুঝেও বোঝেন। আর তাদের ক্ষেত্রেই কখনো সোচ্চারে, অবস্থা বুঝে অনুচ্চারে বলতে হয়—'তুমি হয়তো বুজো না!'

ওপরের ব্যক্তিটির মতো কিছু মানুষ আছেন, যারা এটাই বোঝেন না যে, তাঁরা আসলে বোঝেন না! আবার এমন মানুষও আছেন, যারা বুঝেও না বোঝার ভান করতে পারেন দুর্দান্তরূপে। তারা সুন্দর করে নিজের বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়েও দিতে পারেন।

এ ক্ষেত্রে নাসিরুদ্দিন হোজ্জার শরণাপন্ন হতেই হচ্ছে। তাঁকে নিয়ে একটি গল্প প্রচলিত আছে। একবার নাসিরুদ্দিন হোজ্জার বাড়িতে কিছু বন্ধু এসেছিলেন। বন্ধুদের তরমুজ দিয়ে আপ্যায়ন করা হচ্ছিল। বন্ধুদের খাইয়ে নিজে কি আর খালি মুখে থাকা যায়! তাই হোজ্জাও খেতে বসেছিলেন বন্ধুদের সঙ্গে।

হোজ্জার পাশেই বসেছিলেন তাঁর এক দুষ্টু বা বেশি চালাক বন্ধু। তরমুজ খেয়ে খেয়ে বন্ধুটি হোজ্জার সামনে জমা করছিলেন তরমুজের খোসা। একপর্যায়ে দেখা গেল, হোজ্জার সামনে তরমুজের খোসার স্তূপ হয়ে গেছে। আর তখনই চতুর বন্ধুটি বলতে লাগলেন, 'দেখেছ, হোজ্জা কেমন পেটুক! তরমুজ খেয়ে খোসার পাহাড় বানিয়ে ফেলেছে!'

নাসিরুদ্দিন হোজ্জাও কম যান না। তিনি বলে উঠলেন, 'আমার সামনে তাও খোসা আছে। আর ওর সামনে তো খোসাও নেই কোনো। তার মানে খোসাসুদ্ধই খেয়ে ফেলেছে। বিচার কর তবে, কে বেশি পেটুক!'

এ ধরনের বেশি বোঝা (বা একেবারেই না বোঝা) মানুষদের বোঝানোর দায়িত্ব অবশ্যই বুঝদার মানুষদের। হোজ্জার কৌশল এ ক্ষেত্রে একেবারে জোঁকের মুখে লবণ দেওয়ার মতো। তবে যদি মজা লুটতে চান, তবে আরেক কিংবদন্তি মহামতি বীরবলের কৌশল অবলম্বন করা শ্রেয়। শোনা যায়, একদিন নাকি সম্রাট আকবর বীরবলের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, দিল্লি শহরে কত কাক আছে, তার নির্দিষ্ট সংখ্যা। অদ্ভুত প্রশ্নটি শুনে একেবারেই না ঘাবড়ে বীরবল বলে দিলেন, 'জাঁহাপনা, বর্তমানে শহরে ৯ লাখ ৯ হাজার ৯৯৯টি কাক আছে। আপনার যদি সন্দেহ হয় তাহলে নিজে অথবা অন্য লোক দিয়ে গুণে দেখতে পারেন।'

চটপটে উত্তর পেয়ে দমে না গিয়ে উল্টো আকবর জিজ্ঞেস করলেন, 'যদি এর কম বা বেশি হয়?'

বীরবলের উত্তর, 'যদি বেশি থাকে, তবে বুঝবেন অন্য রাজ্য থেকে কিছু কাক এখানে বেড়াতে এসেছে। আর কম থাকলে বুঝবেন, ওরা বাইরে বেড়াতে গেছে।'

এমনতর ব্যাখ্যায় স্বাভাবিকভাবেই কবি থুক্কু সম্রাট আকবর নীরব হয়ে গেলেন। তিনি আর কাকের সংখ্যা নিয়ে টুঁ শব্দটি করলেন না।

হোজ্জার তুলনায় বীরবলের কৌশলের সুবিধা হলো, ওতে দুটি কাজ হয়। এক. শব্দ উচ্চারণ না করেও কারও কানের কাছে চিৎকার করে বলা হয়ে যায়—'তুমি হয়তো বুজো না, কারণ তোমার...' ইত্যাদি ইত্যাদি। দুই. বেশি বোঝা ব্যক্তিদের ভালো করে উদাহরণসহ বুঝিয়ে দেওয়া যায়, তারা আদতে কতটুকু বোঝে! সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, এতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে বোঝা ও না–বোঝার মধ্যে লটকে রাখা যায় বিহ্বলরূপে!

আশা করি, এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন যে, এই পৃথিবীতে 'তুমি হয়তো বুজো না'-এর ভাবগভীরতা কতটা 'ডিপ'। এতক্ষণ গেল ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়। আমজনতার ক্ষেত্রে অবশ্য কৌশল অবলম্বনের জটিলতা নেই। তারা যে বরাবরই না বোঝাদের দলে। 'তুমি হয়তো বুজো না' নামের বড়ি গিলিয়েই যে তাদের বোঝাবুঝিকে বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে চিরতরে! এ এক বড় ফাঁদ—যা ব্যক্তি ছাড়িয়ে সমষ্টিকেও শিকারে পরিণত করে।

সাকিব, মাঝে মাঝে না, আমরা নিয়মিতই হাসি

আ স ম ফেরদৌস রহমান

কৌতুকটার বেশ কয়েকটা ভার্সন আছে। আপাতত এ ভার্সনটাই মনে পড়ছে।

বাংলাদেশ তখনো স্বাধীন হয়নি। এক পাঞ্জাব সেনা বাংলাদেশের বাজারে গিয়ে দেখে, এক লোক বেশ কিছু মুরগি নিয়ে বসে আছে।

একটু কৌতূহল নিয়ে সেনা জিজ্ঞেস করল, ‘মুরগিকে কী খেতে দিস?’

বিক্রেতা বলল, ‘এই তো ভাত-কুড়া, এইসব।’

সেনা ক্ষেপে চড় দিয়ে বসল, ‘গাধা, ভাত খেয়েই এমন দুর্বল আর শুকনা।’

পরের সপ্তাহে আবার বাজারে গেল ওই সেনা। এবারও তার সামনে পড়ল বিক্রেতা।

আবার প্রশ্ন, ‘কী খেতে দিস?’

চড় খেয়ে বুদ্ধি খুলেছে বিক্রেতার, ‘এই তো, গম বা রুটি দিই।’

আবার চড়, ‘সাহস কত? পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ যা খায়, সেটা তুই মুরগিকে খাওয়াস।’

গালে হাত দিয়ে বসে রইল বিক্রেতা।

পরের সপ্তাহেও বাজার করতে গেল সেনা। কপাল এমন, এবারও সেই মুরগি বিক্রেতা সামনে পড়ল।

‘ওই কী খেতে দিস রে?’

বিক্রেতা আর কোনো ঝুঁকি নিল না। ‘দিনের শুরুতে সব কটাকে এক পয়সা দিয়ে দিই, নিজেরাই পছন্দমতো কিছু কিনে খায়।’

জমলো না বোধহয় কৌতুকটা। না জমলেও একটু হাসেন। মাঝে মাঝে হাসির দরকার আছে।

আমার কথাকে পাত্তা না দেন, জাতীয় দলের অধিনায়ক সাকিব আল হাসানের কথার তো ওজন আছে। বিশ্বকাপে দল যখন একের পর এক ম্যাচ হারছিল, তখন সাকিব বলেছিলেন মাঝে মাঝে হাসা ভালো।

আচ্ছা, আরেকটা গল্প বলি। না, কোনো কৌতুক না, একদম নির্জলা বাস্তব।

নব্বইয়ের দশকটা খুবই বাজে সময় কেটেছে ইংল্যান্ডের। টানা এক যুগ কোনো অ্যাশেজ জিততে পারেনি তারা। না ঘরে, না বাইরে।

তো, ২০০১ অ্যাশেজের শেষ টেস্টের ঘটনা। আগেই সিরিজ হেরে বসায় সে ম্যাচে অভিষেক হয় গাঁট্টাগোট্টা জিমি অরমন্ডের। অভিষেক ইনিংসে ব্যাট করতে নেমেছেন, এমন সময় পাশ থেকে খোঁচা মেরে বসেন বিখ্যাত জমজের ছোটজন—মার্ক ওয়াহ, ‘আরে দেখ কে নেমেছে। কী করছ এখানে? ইংল্যান্ডের পক্ষে খেলার যোগ্য তো তুমি না।’

অরমন্ড আস্তে করে বলে বসলেন, ‘হয়তো না, কিন্তু আমার পরিবারে অন্তত আমিই সেরা খেলোয়াড়।’

বাংলাদেশের ক্রিকেটে সাকিব মানেই যেন অ্যাভেঞ্জার্স এন্ডগেইমের থানোসের সেই বিখ্যাত সংলাপ, ‘আই অ্যাম ইনএভিটেবল।’ সাকিব ক্যামেরার সামনে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করবেন, সাকিব বাংলাদেশকে এশিয়া কাপের ফাইনালে নিয়ে যাবেন। সাকিব ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার জন্য নিয়ম ভেঙে শাস্তি পাবেন, সাকিবই আবার চ্যাম্পিয়নস ট্রফির সেমিফাইনালে তোলা ইনিংস খেলবেন।

মাঝে মাঝে হাসতে বলেছেন সাকিব। ফাইল ছবি

সাকিব স্বপ্নের মতো বিশ্বকাপ কাটাবেন, আবার স্পট ফিক্সারের সঙ্গে আলাপের দায়ে নিষিদ্ধ হবেন। এশিয়া কাপের মাঝেই দেশে এসে শোরুম উদ্বোধন করবেন, আবার উদ্বোধন শেষে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ জেতাবেন। আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত মানতে না পেরে লাথি দিয়ে স্টাম্প ভাঙবেন, বোর্ডের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও জুয়াড়ি প্রতিষ্ঠানের পণ্যদূত হবেন।

বোর্ড তবু তাঁকেই অধিনায়ক বানাবে।

কারণ, বাংলাদেশের ক্রিকেটে সাকিব ইনএভিটেবল—অবধারিত, অবশ্যম্ভাবী, অপরিহার্য।

সাকিব জানেন, বাংলাদেশের ক্রিকেটের জিমি অরমন্ড। তিনি বিশ্বমানের হতে পারেন, নাও হতে পারেন। কিন্তু বাংলাদেশে তিনিই সেরা।

সাকিব তাই যখন হাসতে বলেন, তখন হাসা যেতেই পারে। আর এমন তো না যে হাসির উপকরণের কোনো অভাব আছে বাংলাদেশের ক্রিকেটে।

দল বিশ্বকাপে যাচ্ছে, এমন দিনে অধিনায়ক সাক্ষাৎকার দিয়ে সদ্য সাবেক অধিনায়ককে ‘ছেলেমানুষ’ বলছেন, সিরিজ হারের দায় দিচ্ছেন। বলছেন, দলের প্রয়োজনে যেকোনো জায়গায় খেলার মানসিকতা থাকতে হয়।

সাকিব তেমন সাক্ষাৎকার দিতে গেলেন কেন? কারণ, তিনি জানতেন তামিম ইকবাল আসলেই একটা ছেলেমানুষি করবেন। দল বিশ্বকাপ খেলতে দেশ ছেড়েছে এমন সময়ে তিনি ফেসবুক লাইভে এসে বোমা ছুড়েছেন। মিডিয়াকে ব্যবহার করে নাকি তাঁকে দল থেকে সরে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইঙ্গিতে কোচ, সাকিব ও বোর্ড সভাপতিকে দায় দিয়েছেন।

বিশ্বকাপের মতো টুর্নামেন্টের আগে দল ঘিরে এমন নাটকেও মজা না পেলে, বাকি বিশ্বের এ নিয়ে হাসাহাসি করতে দেখেও যদি হাসতে না পারেন, বুঝতে হবে ডার্ক হিউমার জিনিসটা আপনার জন্য না। না হলে, পরতে পরতেই তো মজা লুকিয়ে আছে বাংলাদেশের ক্রিকেটে।

একদিকে তামিম বলেছেন, তাঁকে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওপেন না করার কথা বলাতেই তিনি রাগ করে বিশ্বকাপে দলে থাকবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। অথচ আফগানদের ফজল হক ফারুকি ও মুজিব-এর বিপক্ষে তামিমের অতীত পারফরম্যান্স এমন সিদ্ধান্তের পক্ষেই বলে। ওদিকে সাকিব বলছেন, দলের ভালোর জন্য এমন সিদ্ধান্ত নিলে ক্ষতি নেই। আবার এটাও বলেছেন, এমন কোনো কথা অবশ্য তাঁর জানা নেই।

জি, দেশসেরা ওপেনারকে আচমকা চার বা পাঁচে নামানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ ট্যাকটিকাল সিদ্ধান্ত অধিনায়কের সঙ্গে কথা না বলে নিয়েছেন কোচ-এ কথা আমরা সবাই বিশ্বাস করি।

হাস্যরসের অভাব অবশ্য কোনোকালেই ছিল না এখানে। আফগানিস্তান সিরিজে তামিম জানালেন, পুরোপুরি সুস্থ নন, তবু খেলবেন। তাঁর এমন ‘দেশপ্রেম’-এ মুগ্ধ না হয়ে বিরক্তি প্রকাশ করলেন হাথুরুসিংহে। এতে ‘রাগ’ করে কেঁদেকেটে অবসর নিয়ে নিলেন তামিম। একটা সিরিজের মাঝপথে!

রাষ্ট্রের শীর্ষ ব্যক্তির হস্তক্ষেপে পরদিন অবসর ভাঙলেন, তবে সিরিজ আর খেললেন না। দীর্ঘ ছুটি শেষে যে কারণে অবসর ভাঙা, সেই বিশ্বকাপে গেলেন না। দাবি করলেন, ফিটনেস ইস্যু নয়। ‘নোংরামির’ মধ্যে থাকতে চান না বলেই যাননি।

আমরা তা বিশ্বাস করি।

বিশ্বকাপের আগে নিজেকে ফিট দাবি করা এক খেলোয়াড় বিশ্বকাপের পর হতে যাওয়া নিউজিল্যান্ড সিরিজের জন্য কেন ফিট নন, এই প্রশ্ন তাই নাই-বা তুলি।

ওদিকে সাকিব আফগানিস্তানের কাছে সিরিজ হারের সব দায় তামিমের ঘাড়ে তুলে দিয়েছেন। তামিমের কারণে দলে বিকল্প ওপেনার সৃষ্টি হয়নি—এমন এক ইঙ্গিতও দিয়েছেন। বলেছেন, অগুরুত্বপূর্ণ সিরিজে তাঁর মতো অন্যরাও ছুটি নিলে এতদিনে আরও কিছু খেলোয়াড় তৈরি হয়ে যেত। কথায় ভুল নেই।

সাকিব এটাও বলেছেন, তাঁর ছুটি নেওয়া নিয়ে যে এত কথা, কখনো তো কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিরিজে ছুটি নেননি তিনি।

এ কথাতেও আপত্তি তোলার উপায় নেই। দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে টেস্ট যেহেতু হারবেই বাংলাদেশ, তাদের মাটিতে হওয়া সিরিজকে তো আর গুরুত্বপূর্ণ বলা যায় না!

অবশ্য শুধু সাকিব বা তামিম কেন, বিনোদন দিতে অন্যরাও কম যান না।

কোচ পরিবর্তন করার সময় শোনা গেছে, রাসেল ডমিঙ্গো ও স্টিভ রোডসদের মতো ‘সৃজনশীল আমলে’র নরম-সরম কোচে হবে না, তাই ‘কড়া হেডমাস্টার’ হিসেবে পরিচিত চন্ডিকা হাথুরুসিংহেকে আবার ফেরানো হয়েছে। কথাটা ফেলার মতো না।

আবার বিশ্বকাপে ব্যর্থতার পর শোনা গেল, হাথুরসিংহের কড়াকড়িতে অন্য কোচরা তো বটে, এমনকি বোর্ডের কর্মকর্তারাও বিরক্ত। তাঁর স্বেচ্ছাচারী আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এটাও বিশ্বাস না করে উপায় নেই।

সেই কড়া হেডমাস্টার থাকার পরও অধিনায়ক বিশ্বকাপের মাঝে দল ফেলে রেখে দেশে এসে অনুশীলন করছেন, ওদিকে টিম ডিরেক্টর পদে থাকা একজন বলছেন, দল জানে না অধিনায়ক মিরপুরে অনুশীলন করছেন।

এদিকে টিম ডিরেক্টর যে মিডিয়াতে এত কথা বলে বেড়াচ্ছেন, তা নিয়ে মুখ চড়িয়েছেন কোচ। আবার কোচ ও টিম ডিরেক্টর নাকি ঘরের কথা পরকে জানাচ্ছেন—এমন অভিযোগের তির ছুড়তে ছুড়তে বিদায় নিয়েছেন পেস বোলিং কোচ।

এর মাঝেই বিশ্বকাপের শেষ দিকে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন নির্বাচক কমিটির সদস্য ও সাবেক অধিনায়ক হাবিবুল বাশার, ‘সবগুলো ম্যাচেই প্রতিপক্ষ অনেক শক্তিশালী ছিল।’ বটে? আইসিসি কীভাবে পারল এমন অন্যায় করতে? বৈশ্বিক টুর্নামেন্টে কি এমন কিছুর মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল?

আমরা আসলে এখন সেই মুরগি বিক্রেতা। যে যা বলে, তাই মেনে নিতে শিখেছি।

এত কিছুর পর মাঠের খেলায় মনোযোগ দেওয়া কঠিন। তাই এবারের বিশ্বকাপটাও বাংলাদেশের জন্য বিভিন্ন ভেন্যুতে ঘোরাঘুরির উপলক্ষ হয়ে রইল। যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তান যখন সেমিফাইনালের স্বপ্ন নিয়ে ম্যাচ খেলতে নামছিল, বাংলাদেশ তখন হিসেব মিলাচ্ছিল পরবর্তী চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলার।

হয়তো এটাই ভবিতব্য। বাংলাদেশ এভাবেই খেলবে, মিরপুরে জয় পাবে। ওয়ানডে যে ক্রিকেটের একটা সংস্করণ, তা ভুলতে বসা ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজ জিতবে। তাতে নিজেদের উঠতি শক্তি বলে মনে হবে সবার। আমাদের ক্রিকেটার, তাঁদের স্ত্রী, কোচ, ডিরেক্টররা হাসির উপলক্ষ এনে দেবেন।

এর ফাঁকে ফাঁকে ৮/১০ ম্যাচ পরপর হয়তো অগুরুত্বপূর্ণ কোনো ম্যাচে বাংলাদেশের কোনো ব্যাটসম্যান দেখনদারী একটা ইনিংস খেলবেন। আমরা বলে উঠব, ‘সো বিউটিফুল, সো এলিগ্যান্ট’, পাশ থেকে অন্য কেউ মাথা দোলাবে, ‘জাস্ট লুকিং লাইক আ ওয়াও!’

যেখানে জাতীয় পার্টি আর জায়েদ খানের মিতালি

গোলাম ওয়াদুদ

জায়েদ খান, একজন বাংলাদেশি অভিনেতা। বড় পর্দায় অভিনয় করেন। বড় পর্দায় দর্শক না পেলেও সাড়ে ছয় ইঞ্চির স্ক্রিনে তিনি আছেন দাপটের সাথে। ক্যামেরা দেখলেই তাঁর মুখে খই ফোটে! শোবিজে তাঁর খবর নেই। তিনি নিজেই খবর তৈরি করেন। খবরের খরায় থাকা গণমাধ্যমের বিনোদন বিভাগ সেগুলোই লুফে নেয়। তিনি আলোচনায় থাকতে চান। আলোচনায় থাকার সহজ তরিকাও জানা আছে তাঁর। তাই দৈনিকই ক্যামেরার সামনে তাঁকে দেখা যায়।

অবশ্য রাজনীতির গরম বাজারে সহজ তরিকা হালে পানি পাচ্ছিল না। তাই নতুন কৌশল। এবার শরীর দিয়ে কসরত শুরু করেছেন তিনি। কথায় আর চিড়ে ভিজছে না, তাই এবার ঘাম ঝরাচ্ছেন। জায়েদ খানের নতুন ট্রেন্ড—ডিগবাজি। মাঠে, মঞ্চে সবখানে তিনি ডিগবাজি দিচ্ছেন। ট্রেন্ডের সঙ্গে থাকার কৌশল যে তিনি ভালোই রপ্ত করেছেন, সেটি মানতেই হবে—ডিগবাজি দিয়ে ভোটের সময়ে খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছেন জায়েদ খান। একটি রাজনৈতিক দলের মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছেন যেন!

রাজনীতির মাঠে ডিগবাজিতে যুগ যুগ ধরে একাধিপত্য ধরে রেখেছে জাতীয় পার্টি (জাপা)। দলটির প্রতিষ্ঠাতা হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ডিগবাজির জন্য মশহুর ছিলেন। তিনি আর আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী থেমে নেই। নির্বাচনের আলাপ শুরু হলেই তাঁরা ওয়ার্মআপ শুরু করেন। তাঁরা সব সময় ক্ষমতালগ্ন থাকতে চান। দর কষাকষিতে ওস্তাদ! শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁরা বিভ্রান্তিকর কথা বলেন। সমাপ্তি টানেন ডিগবাজি দিয়ে!

আগামী ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটগ্রহণের তফসিল ঘোষণা হয়ে গেছে। সরকার সংলগ্ন দলগুলো নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল আগে থেকেই। কিন্তু জাতীয় পার্টি কিছুই খোলাসা করে না। চেয়ারম্যান জিএম কাদের বিভিন্ন সভা সমাবেশে নির্বাচনে যাবেন না, পরিবেশ নেই ইত্যাদি বলে বেড়াচ্ছিলেন। কণ্ঠ মিলিয়ে যাচ্ছিলেন মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু।

নির্বাচনে যাওয়ার বিষয়ে নাকি এখনো তাঁদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি! তাঁরা আসন্ন রবি মৌসুমের জন্য জমি প্রস্তুত করছেন! জাপা মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু বলছেন, তাঁরা নির্বাচনের প্রক্রিয়াতে আছেন।

তবে দলের প্রধান পৃষ্টপোষক রওশন এরশাদ প্রথম থেকেই বল আসছেন, যেকোনো পরিস্থিতে তাঁর দল নির্বাচনে যাবে। তাঁরা নির্বাচনমুখী দল। দলে প্রধান পৃষ্ঠপোষক আর চেয়ারম্যানের এখতিয়ার নিয়ে দ্বন্দ্ব মাঝেমধ্যেই প্রকাশ্য হয়।

তফসিলের পর জাতীয় পার্টি তৃণমূলের নেতাদের নিয়ে সভা করে। সেখানে ৫৯ জনের মধ্যে ৫৮ জন বিদ্যমান পরিস্থিতিতে নির্বাচনে না যাওয়ার পরামর্শ দেন। মাত্র একজন বিপরীত অবস্থান নেন। গণমাধ্যমে সেসব এসেছে।

সেই সভায় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের বলেছিলেন, ‘নির্বাচনে গেলে স্যাংশন আসারও আশঙ্কা আছে। এই অবস্থায় যদি আমরা নির্বাচনে যাই, আর যদি পরবর্তীতে সরকার সমস্যায় পড়ে, তাহলে কী হবে? আমরা আর কোনো দলের মুখাপেক্ষী থাকতে চাই না। এখন দলগতভাবে আমরা অনেক শক্তিশালী।’

চিত্রনাট্যের আরেক পর্বে নতুন ক্লাইমেক্স তৈরি করে ইসিতে পাল্টাপাল্টি চিঠি। রওশন এরশাদ চিঠি দিয়ে বললেন, জোটবদ্ধভাবে নির্বাচনে যাচ্ছেন এবং তিনিই দলীয় মনোনয়ন দেবেন। জিএম কাদের পাল্টা চিঠিতে বললেন, মনোনয়ন দেওয়ার এখতিয়ার তাঁর ভাবির নেই। এ নিয়ে দিনভর আলোচনা চলল। রাতে সেই আলোচনায় জল ঢাললেন রওশন নিজেই! তিনি জানালেন, চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণাই নেই। ভুল বুঝিয়ে স্বাক্ষর নেওয়া হয়েছে। তথাকথিত রওশনপন্থীরা বললেন, বয়স ও অসুস্থতার কারণে মাঝে মধ্যে তিনি হুঁশে থাকেন না!

এদিকে সোমবার (২০ নভেম্বর) দুপুর থেকে মনোনয়ন ফরম বিক্রি শুরু করেছে জাতীয় পার্টি। উৎসবমুখর পরিবেশে জাপা চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে মনোনয়ন ফরম বিক্রি চলছে।

কিন্তু নির্বাচনে যাওয়ার বিষয়ে নাকি এখনো তাঁদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি! তাঁরা আসন্ন রবি মৌসুমের জন্য জমি প্রস্তুত করছেন! জাপা মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু বলছেন, তাঁরা নির্বাচনের প্রক্রিয়াতে আছেন। তবে নির্বাচনে যাবেন কি না এখনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। মনোনয়ন ফরম বিক্রি নির্বাচনী প্রক্রিয়ার অংশ। তাঁরা কাজ এগিয়ে রাখছেন।

আবার জায়েদ খানের আলাপে ফিরে আসি। ঠিক এই জায়গাতেই তিনি জাতীয় পার্টির কাছে মার খেয়ে গেছেন। আপাতদৃষ্টিতে তিনি সরল; এককথার মানুষ। যা বলার সরাসরি বলেন। রিয়েলিটি শোর র‌্যাপিড ফায়ারের মুডে থাকেন সব সময়!

ফলে জায়েদ খান প্রেডিক্টেবল। কিন্তু জাতীয় পার্টি এক প্রহেলিকার নাম। জ্ঞানীরা চলেন ডালে ডালে, তাঁরা চলেন পাতায় পাতায়!

২০১৪ সালের নির্বাচনের কথাই ধরা যাক। হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ তখন জীবিত। প্রথমে তিনি বললেন, নির্বাচনে যাবেন না। নির্বাচনে গেলে জনগণ তাঁকে ‘থুতু’ দেবে। এরপর ভর্তি হলেন হাসপাতালে। ফিরে এসে বললেন, ‘নির্বাচনে যাব। নির্বাচনে না গেলে জনগণ আমাদের থুতু দেবে!’

২০১৮ সালেও একই অবস্থা। যাব, যাব না, যাব, যাব না। এই করে তলে তলে চালিয়ে গেলেন দর কষাকষি। ২০১৪ সালে কয়েকজন মন্ত্রণালয় বাগিয়েছিলেন তাঁরা। এরপর অবশ্য গোটাকতক এমপি ছাড়া দৃশ্যমান তেমন কিছু পাননি।

এবার মনে হয় শিক্ষা হয়ে গেছে! এবার আর ছাড় দিতে চান না তাঁরা। সেটি অনুমান করা গেল রংপুরের মেয়রের কথায়। তিনি জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য। তিনি নির্বাচনে যাওয়ার পক্ষে না। তবে বলেছেন, ‘যদি দালালি করতেই হয়, তাহলে ১০০ এমপি ও ১০ মন্ত্রী দিতে হবে। রংপুরে ২২টি আসন দিতে হবে।’

এই দর কষাকষিতে তাঁরা এবার কতোখানি সফল হতে পারবেন তা বলা বরাবরের মতোই মুশকিল। ঘরে বসে সুবিধা আদায় করতে গিয়ে দলের যে বারোটা বাজিয়ে ফেলেছেন সেটি একাধিক দলীয় সভায় স্বীকার করেছেন খোদ চেয়ারম্যান জিএম কাদের। এখন দেখার অপেক্ষা, ডিগবাজির কৌশল ছেড়ে দেশের তৃতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসেবে জাতীয় পার্টি টিকে থাকবে, নাকি এবারও ক্ষমতার কোলে উঠে দলের মাথা খাবেন নেতারা?

সাংবাদিক শব্দটি কেন গালি আর উপহাসে পরিণত হলো

ইমরান ইমন

সাংবাদিকতা একটি মহান পেশা। সাংবাদিকতায় এদেশের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। কিন্তু বর্তমানে এদেশে সাংবাদিকতা অনেক ক্ষেত্রে 'নিকৃষ্ট ও নিষ্ঠুরতায়' পরিণত হয়েছে। এমন বিশেষণের যথোপযুক্ত কারণ রয়েছে।

সাংবাদিকতা তথা গণমাধ্যম যখন রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হয়ে গণমানুষের অধিকারের পক্ষে কথা বলবে, দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করবে—সে গণমাধ্যম ও গণমাধ্যমকর্মীরা যখন ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধিতে নিয়োজিত থেকে দেশের কথা, দেশের মানুষের কথা বলা ভুলে যায়—গণমাধ্যমের প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে সরে যখন গণমাধ্যমকে সেলফ-সেন্সরশিপ, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল, আক্রমণ-কাউন্টার দেওয়া, অনিয়ম, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, ধান্দাবাজি ও অনৈতিক সুবিধা নেওয়ার প্লাটফর্ম বানায়—তখন গণমাধ্যম তথা সাংবাদিকতা তার পেশার মর্যাদা হারায়। সমাজ-রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় কার্যকরভাবে। আর নিদারুণভাবে আলিঙ্গন করে নেয় এমন করুণ বিশেষণকে।

এদেশের হাতেগোনা কয়েকটি গণমাধ্যম ছাড়া কেউ ওভাবে বলতে পারবে না তারা বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা কিংবা সুসাংবাদিকতা করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গণমাধ্যমকে চাঁদাবাজি, ধান্দাবাজি, তদবিরবাণিজ্য ও অনৈতিক সুবিধা নেওয়ার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে দেখা যায়। সাংবাদিকতাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে তথাকথিত অনেক সাংবাদিক 'ব্ল্যাক মেইলিংয়ের' কাজ করে থাকেন। সাংবাদিকতার নাম ভাঙিয়ে মানুষকে জিম্মি করে থাকেন।—যা সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতার পরিপন্থী। এমন সব গর্হিত কারণেই বর্তমানে 'সাংবাদিক' শব্দটাই একটা গালি আর উপহাসে পরিণত হয়েছে। সাংবাদিক শুনলেই মানুষ এখন গালি দেয়, উপহাস করে। অথচ এককালে সাংবাদিক শব্দটির বেশ মাহাত্ম্য ছিল, সাংবাদিক পরিচয় দিলে মানুষ বিশেষ সম্মান দিতো।

সাংবাদিকতায় আমাদের রয়েছে উজ্জ্বল গৌরবগাঁথা। এবিএম মূসা, আব্দুস সালাম, গিয়াস কামাল চৌধুরী, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, আবুল মনসুর আহমেদরা আমাদের প্রেরণা হতে পারতেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য—তারা তা হতে পারেননি। তা হলে আমাদের এই করুণ দশা হতো না। সাংবাদিকতা আবার তার পুরোনো জৌলুস ফিরে পাক—এমনটাই প্রত্যাশা।

ফিলিস্তিনে ইসরায়েল ও তার বন্ধুদের আসল উদ্দেশ্য

সেলিম খান

ইসরায়েলের ভেতরে হামাস যোদ্ধাদের হামলার পর মাস পেরিয়ে গেছে। এই সময়ে হামাস যা করেছে, 'আত্মরক্ষা'র নামে তার হাজারগুণ ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে ইসরায়েল। বিশ্বের একমাত্র 'উন্মুক্ত কারাগারে' গত ৩৭ দিনে ইসরায়েল যে পরিমাণ বোমা ফেলেছে, তা ১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোশিমায় ফেলা পারমাণবিক বোমা লিটল বয়-এর দুটির সমান শক্তিশালী। এখনো স্থল ও আকাশ থেকে আক্রমণ অব্যাহত আছে। শেষমেষ তা হয়তো হিরোশিমা-নাগাসাকির যোগফলকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে।

আরেকটি হিসাব একটু দেখুন: রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ২১ মাসে ৯৭০০ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে। অন্যদিকে হামাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এক মাসে ১০ হাজারের বেশি বেসামরিক ফিলিস্তিনি নাগরিককে হত্যা করেছে ইসরায়েলের সেনাবাহিনী। কিন্তু মানবাধিকারের রক্ষাকর্তাদের কপালে ভাঁজ কোন ঘটনায় বেশি পড়েছে বা কোনটা একেবারে ধর্তব্যের মধ্যে নেই, তা এতদিনে বিজ্ঞ পাঠক বুঝে গেছেন।

তিন. হামাসের বিরুদ্ধে বা লেবাননের ইরানপন্থী হিজবুল্লার ওপর ইসরায়েলের হামলার ঘটনা নতুন কিছু নয়। মাঝেমধ্যেই আকাশ থেকে নেমে আসে বোমাবৃষ্টি অথবা ভয়ংকর বিস্ফোরক-সমৃদ্ধ দূর-নিয়ন্ত্রিত অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র। আর এ জন্য প্রকাশ্যে বা গোপনে আমেরিকা থেকে জাহাজ বোঝাই হয়ে বিনা মূল্যে এই ব্রহ্মাস্ত্রের চালান আসে তেল আবিবে। এবারও সবকিছুই আসছে। সাথে যোগ হয়েছে, ভূমধ্যসাগরে দুটি যুদ্ধবিমানবাহী বিশাল মার্কিন রণতরী। যুক্ত হয়েছে আমেরিকার পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত ডুবোজাহাজ, যাকে সাবমেরিন নামেই সবাই চেনে। আমেরিকার পিছ পিছ ফেউ-এর মতো জুটেছে ব্রিটেশ যুদ্ধজাহাজ ও সর্বোচ্চ প্রশিক্ষিত সেনাদল।

এবার আসি যাদের বিরুদ্ধে ইসরায়েল ও তার মিত্ররা লড়াইয়ে নেমেছে তাদের সংখ্যা আসলে কত—সে প্রসঙ্গে। লন্ডনভিত্তিক বার্তা সংস্থা রয়টার্সের হিসাব বলছে, হামাসের মিলিটারি শাখার সদস্য সংখ্যা ৩০-৪০ হাজার। কেউ কেউ বলে হামাসের সক্রিয় যোদ্ধার সংখ্যা ১০ হাজারের বেশি হবে না। অন্যদিকে কাতারভিত্তিক টিভি চ্যানেল আল–জাজিরার অনলাইনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হিজবুল্লাহ–এরর দাবি তাদের সশস্ত্র সদস্যের সংখ্যা এক লাখ। অর্থ বা বয়স বাদে অন্য সবকিছু সবাই একটু বাড়িয়েই বলে, এমনটাই দস্তুর। ফলে হামাস বা হিজবুল্লাহ–এর সশস্ত্র সদস্যের সংখ্যা নিয়ে যেটা বলা হচ্ছে, তা নিরপেক্ষ সূত্র থেকে যাচাই করা কঠিন। কারণ তারা কোনো সরকারি নিরাপত্তাবাহিনী নয়। এ জন্য সংখ্যার মধ্যে অতিশোয়াক্তি থাকতেই পারে।

এর বিপরীতে ইসরায়েলের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ১ লাখ ৭০ হাজার। এই বাহিনীকে সমীহ করে না—এমন লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন। আছে ৩৪ হাজার বিমান সেনার সাথে ৬৮০টি অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান। ট্যাংক, কামানসহ অন্যান্য অস্ত্রের কথা নাই-বা বললাম। আমেরিকার ঘরে যে ধন (অস্ত্র) আছে, ইসরায়েলের কাছেও সেটা আছে। আর দেশটির প্রতিরক্ষা বাজেট কত জানেন ২০৫০ কোটি ডলার বা ২ লাখ ৩৬ হাজার কোটি টাকা। এর বাইরের দানধ্যান-সাহায্যে কত আসে কে জানে। এই রকম একটা শক্তিশালী বাহিনীর কাছে হামাস কি কিছু?

আর কথা হলো, এই হামাস বা হিজবুল্লাহকে এতদিন তো ইসরায়েলের সেনাবাহিনী নিজেই মোকাবিলা করে এসেছে। ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর থেকে তো তাদের অন্যের সেনাবাহিনীর সাহায্যের দরকার হয়নি। তাহলে এবার কী এমন ঘটল যে, শৌর্যে-বীর্যে খ্যাতির শিখরে থাকা ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) আমেরিকা ও ব্রিটেনের সাহায্য লাগছে? তাহলে কি এর পিছনে অন্য কোনো কাহিনী আছে? আমরা সেটিই বোঝার চেষ্টা করব এই লেখার পরের অংশে।

নেতানিয়াহু: খলনায়ক থেকে নায়ক হওয়ার ইচ্ছা

ইসরায়েলের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি দিন ধরে প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন আছেন বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত লিকুদ পার্টির ৭৪ বছর বয়সী এই নেতা গত বেশ কিছু দিন ধরে নাস্তানাবুদ হচ্ছিলেন দেশের রাজনীতিতে। এখন উগ্র ডানপন্থীদের ডানায় ভর করে টিকে আছেন। এরই মধ্যে নেসেটে আইন পাস করে আদালতের অধিকার খর্ব করেছেন। এ নিয়ে দেশের ভেতরে শিক্ষিত ইহুদিদের প্রচণ্ড বাধার মুখে তিনি। এমন বাধার মুখে তিনি বারবার পড়েছেন, আবার উৎরেও গেছেন। ভাগ্যবান বটে! হামাসের ৭ অক্টোবরের হামলার ঘটনা বলা যায় তাঁর হাতে পরশপাথর এনে দিয়েছে।

এই নেতানিয়াহুর অতীতটা একবার দেখে আসা যাক। ১৯৭০ সালে ব্রিটিশ সাংবাদিক ম্যাক্স হিউজ ম্যাকডোনাল্ড হেস্টিংসের সাথে জেরুজালেমে দেখা হয়েছিল ২১ বছরের নেতানিয়াহুর। হেস্টিংসকে তিনি বলেছিলেন, এরপর যদি আরবদের সাথে কোনো যুদ্ধ বাধে তাহলে তাদের সামনে একটা বড় সুযোগ আসবে। আর সেই সুযোগে ফিলিস্তিন এলাকা থেকে সব ফিলিস্তিনিকে বিদায় করা হবে। ওয়েস্ট ব্যাংক খালি করে ফেলবেন তাঁরা। ঠিক করে ফেলবেন জেরুজালেম। নেতানিয়াহুর এই কথাগুলোই হেস্টিংস তাঁর গোয়িং টু দ্য ওয়ারস বইয়ে হুবহু লিখেছেন। বইটি ২০০০ সালের ১ জানুয়ারি লন্ডনের প্রকাশনা সংস্থা ম্যাকমিলান প্রকাশ করে। ২৮টির বেশি বইয়ের লেখক হেস্টিংস সাংবাদিকতা করেছেন বিবিসি, ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ড, ডেইলি টেলিগ্রাফে। সাংবাদিকতা করেছেন উত্তর আয়ারল্যান্ড, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, সাইপ্রাস, ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন সংঘাতপ্রবণ এলাকায়। এ নিয়ে তাঁর একাধিক বই আছে।

ফলে হেস্টিংসের কথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। হেস্টিংসকে বলা কথার ৫৩ বছর পর গত সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে নেতানিয়াহু ইসরায়েলের যে নতুন মানচিত্র তুলে ধরেন, সেখানে ফিলিস্তিনের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। দেখছেন, কেমন দুয়ে দুয়ে চার হয়। অর্থাৎ, সুদূরপ্রসারি পরিকল্পনার কীভাবে ধীরে ধীরে বাস্তবায়ন হয়, তা তো বুঝতেই পারছেন।

আসুন, আমরা আরেকটু পিছিয়ে যাই। ইসরায়েলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ডেভিড বেন গুরিয়ান (১৮৮৬–১৯৭৩)। পোল্যান্ডে জন্ম নেওয়া গুরিয়ান ১৯০৬ সালে তৎকালিন ফিলিস্তিনে (বর্তমান ইসরায়েল) চলে আসেন। জাতিসংঘে ইসরায়েলের জন্ম-প্রস্তাবে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের কথাও উল্লেখ ছিল। গুরিয়ান তখন শুধু হেসেছিলেন। বলেছিলেন, 'একবার হতে দাও। তারপর দেখা যাবে। এর কিছুই হবে না।' হয়ওনি। ডেভিড বেন গুরিয়ান ও তাঁর পরবর্তী ইসরায়েলের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জাতিসংঘের স্বাধীন ফিলিস্তিন প্রস্তাবকে তামাশাপত্রে পরিণত করেছেন। সহযোগী ছিল আমেরিকা, ব্রিটেনসহ পশ্চিমা মিত্ররা।

১৯৪৮ সাল থেকে শুরু নাকাবার (মহাবিপর্যয়) পর থেকে ফিলিস্তিনিরা শুধুই বাস্তুচ্যুত হয়েছে। আর কখনো ফিরে পায়নি নিজের বাড়ি-ঘর। এটাই যেন নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের জন্য। মিত্রদের সরব সম্মতিতে নেতানিয়াহু ও ইসরায়েল ২০২৩ সালের অক্টোবরে যা শুরু করেছে, তাতে মনে হতেই পারে—ফিলিস্তিনিদের জন্য শেষ ও স্থায়ী নাকাবা শুরু হয়ে গেছে। ফিলিস্তিন অধিকৃত পশ্চিম তীরে প্রতিদিন একটু একটু করে দখল বাড়িয়েছে ইসরায়েল। আর সেখানে দখলদার ইহুদিদের বসতি গড়ে উঠছে। ঘনবসতিপূর্ণ গাজায় এটা সম্ভব হচ্ছিল না। হামাসের কারণে সে সুযোগ এখন ইসরায়েলের হাতের মুঠোয়। উত্তরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল বোমা মেরে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মানুষজনকে তাড়িয়ে ঠেলে দেওয়া হয়েছে দক্ষিণে। তারা আর কোনো দিন উত্তরে ফিরতে পারবে—এ আশা বলতে গেলে সুদূর পরাহত। ইতিমধ্যে গাজাকে দুভাগ করার প্রস্তাব দিয়েছে ইসরায়েল। অর্থাৎ, এখন যে অংশ জনশূন্য, তা কখনো আর ফিলিস্তিনিরা ফিরে পাবে না। এমনিই গাজা বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। এখন যদি ২৩ লাখ মানুষকে তাদের আগের জায়গার অর্ধেক পরিসরে বাস করতে বাধ্য করা হয়, তাহলে বোধহয় নরকের সংজ্ঞা বদলাতে হবে।

এখানে আরেকটি বিষয় খেয়াল করুন। ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর বলা হলো, প্রায় দুই বছর ধরে প্রস্তুতি নিয়ে হামাস এই ভয়াবহ হামলা চালিয়েছে। কিন্তু এই দুই বছরে বিশ্বের সবচেয়ে দক্ষ গোয়েন্দা সংস্থা হিসেবে পরিচিত মোসাদ বা ইসরায়েলের নিরাপত্তাবাহিনী (আইডিএফ) ঘুণাক্ষরেও টের পেল না? আর এখন কোন ঘরে, কোন স্কুলে, কোন হাসপাতালে, কোন ধর্মীয় স্থানে, কোন শৌচালয়ে হামাস সদস্যরা লুকিয়ে আছে, তা নাকি ইসরায়েলি সেনাদের জানা। এবং সেই অনুযায়ী বোমা মেরে মেরে তাদের খতম করার কাজ চলছে। হঠাৎ করে এই হামাস খোঁজার দক্ষতার এই পতন আর উত্থান ইঙ্গিত দেয় অন্য কিছুর। যা আসলে লোকচক্ষুর অন্তরালে ধীরে ধীরে ঘটে চলেছে। কী সেটা?

তেল-গ্যাসের স্বাদ রক্তের চেয়ে মধুর!

গত ৩০ অক্টোবর গাজায় যখন ঝাঁকে ঝাঁকে বোমা পড়ছে, শিশু-নারীসহ সাধারণ মানুষ মরছে, তখন ইসরায়েলের রাজধানী তেল আবিবে ভূমধ্যসাগরের গ্যাসক্ষেত্রের ভাগ-বাঁটোয়ারা চূড়ান্ত করা হচ্ছে। লেভিয়াথান নামে যে গ্যাসক্ষেত্রে অনুসন্ধান চালানোর কথা বলা হচ্ছে, সেখানে নাকি ২২ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফিট (টিসিএফ) গ্যাস মজুত আছে। আমাদের ১৮ কোটি জনসংখ্যার দেশে প্রতি বছর এক টিসিএফের একটু বেশি গ্যাস লাগে। অর্থাৎ, এই ২২ টিসিএফ গ্যাস পেলে আমরা হেসে-খেলে ১৮-২০ বছর কাটিয়ে দিতে পারতাম। আর এক কোটির কম জনসংখ্যার দেশ ইসরায়েলের কথা ভাবুন। তাদের জন্য এটা কী বিরাট প্রাপ্তি। শুধু কি ইসরায়েল? বড় বড় তেল কোম্পনিগুলো সেখানে হামলে পড়েছে।

ভূমধ্যসাগরে ইসরায়েলের তামার নামে আরেকটি গ্যাসক্ষেত্র আছে। এখানে উত্তোলনযোগ্য গ্যাস আছে প্রায় সাড়ে ১১ টিসিএফ। এই তামার গ্যাসক্ষেত্র গাজার উত্তরাংশ থেকে মাত্র ২৫ কিলোমিটার দূরে। জেনে রাখুন, হামাসের হামলার পরপরই এখানে গ্যাস উত্তোলন বন্ধ করে দেওয়া হয়। কারণ তা হামাসের রকেটের পাল্লার মধ্যে পড়ে। পাঠক, ৭ অক্টোবরের হামলার পর ইসরায়েলের প্রথম নির্দেশনার কথা মনে আছে? ওই নির্দেশনায় গাজাবাসীকে যত দ্রুত সম্ভব উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে যেতে বলা হয়েছিল। অন্তঃমিল খুঁজে পাচ্ছেন কোথাও?

তামার থেকে নতুন লেভিয়াথান গ্যাসক্ষেত্রের দূরত্ব মাত্র ৪৭ কিলোমিটার। সেই হিসাবে গাজা থেকে এর দূরত্ব ৭২ কিলোমিটার মাত্র। গাজার পাশেই ভূমধ্যসাগর। হিসাবটাও খুব সহজ। ফিলিস্তিন যদি কোনো স্বাধীন দেশ হতো, তাহলে তার উপকূলের এত কাছের গ্যাসক্ষেত্রের ভাগ অবশ্যই তাকে দিতে হতো। আন্তর্জাতিক আইন তো তাই বলে। কিন্তু ভবিষ্যতে গাজায় যদি কেউ না থাকে, তাহলে ভাগ চাইবে কে? আর জান-ই যেখানে বাঁচে না, সেখানে গ্যাসের হিস্যা তো দূরস্তান। এখন মহামূল্যবান গ্যাসক্ষেত্রগুলোর হিসাব তো পরিষ্কার। এভাবেই হয়তো আপনি পরিষ্কার হয়ে যাবেন, হামাসকে বাহানা করে আসলে কী হতে যাচ্ছে। ইসরায়েলের জন্য সবার আগে দরকার এসব গ্যাসক্ষেত্রকে হামাসের রকেট হামলার পাল্লার বাইরে রাখা। হামাসকে গাজায় রেখে কি সেটা সম্ভব? কী মনে হয় আপনার?

এবার দেখা যাক, ৩০ অক্টোবর গ্যাসক্ষেত্রগুলো কাকে দিল ইসরায়েল। এই তালিকায় আছে ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম (বিপি-যুক্তরাজ্য), ইএনআই (ইতালি), ডানা পেট্রোলিয়াম (কোরিয়া), রেসিও এনার্জিস (ইসরায়েল), সকার (আজারবাইজান) ও নিউমেড (ইসরায়েল)। ইসরায়েলের উল্লেখিত দুটি প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে দুটি গ্রুপ থাকবে। এরা প্রথমে তিন বছর কাজের সুযোগ পাবে। কাজে সন্তুষ্ট হলে আরও দুই বছর। সর্বোচ্চ ৭ বছর পর্যন্ত যুক্ত থাকতে পারবে এসব প্রতিষ্ঠান। তামার গ্যাসক্ষেত্রে ইতিমধ্যে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে মার্কিন জ্বালানি প্রতিষ্ঠান শেভরন। লেভিয়াথানেও তারা আছে রেসিও এনার্জিসের সহযোগী হিসেবে। বুঝতেই পারছেন, কারা কেন আগ বাড়িয়ে ভূমধ্যসাগরে বিমানবাহী রণতরী থেকে পারমাণবিক যুদ্ধজাহাজ নিয়ে হাজির হলো।

সুয়েজ খালের সহোদর চাই

আদার ব্যাপারী হয়েও যারা জাহাজ চলাচলের খোঁজ রাখেন, তাঁদের কাছে সুয়েজ খাল এক অতি পরিচিত নাম। এশিয়া আর ইউরোপের মধ্যে জাহাজ চলাচলকে সহজতর করেছে এই খাল। ১৮৬৯ সাল থেকে গত ১৫৪ বছর ধরে এই সেবা দিয়ে চলেছে সুয়েজ। এতে কতটা সুবিধা হয়েছে, তার একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ব্রিটিশরা ভারতে আসার পর আফ্রিকা উপকূলের দীর্ঘ পথ ঘুরে ভারতের মুম্বাই বন্দরে আসতে হতো তাদের। সুয়েজ খাল হওয়ার পর লন্ডন থেকে মুম্বাই বন্দরের দূরত্ব কমে যায় ৪১ শতাংশ।

১৯৩ কিলোমিটার লম্বা, ২০৫ মিটার চওড়া ও ২৪ মিটার গভীর এই খাল লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগরকে যুক্ত করেছে। বলা যায়, বিশ্বের জাহাজ চলাচলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পথ এটি। অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহের পরও এর বিকল্প আর তৈরি হয়নি বা তৈরি করা সম্ভব হয়নি। চেষ্টা হয়নি তা নয়। এখনো হচ্ছে না, তা জোর দিয়ে বলা কঠিন।

আগে একটু ইতিহাসটা দেখে নেওয়া যাক। শুরু থেকে সুয়েজ খালের মালিক ছিল মিশর ও ফ্রান্স। মিশরের শাসক ইসমাইল পাশা এক পর্যায়ে তাঁর শেয়ার ব্রিটেনের কাছে বেচে দেন। তারপর থেকে সুয়েজ খালের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় ফ্রান্স ও ব্রিটেনের হাতে। ১৯৫৬ সালে মিশরের প্রেসিডেন্ট গামাল আবদেল নাসের সুয়েজ খালের ওপর ফ্রান্স ও বিট্রেনের অধিকার অস্বীকার করেন এবং একে একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে আনেন। এই সিদ্ধান্ত সহজে মেনে নেওয়ার বান্দা নয় ব্রিটেন ও ফ্রান্স। তারা ইসরায়েলকে সাথে নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে মিশরের বিরুদ্ধে। এই অসম লড়াইয়ে মিশর রক্ষা পায় তৎকালিন সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য। সেই থেকে সুয়েজ খাল মিশরের অধিকারে। গত বছরও এই পথে জাহাজ চলাচল থেকে মিশরের আয় হয়েছে ৯৪০ কোটি মার্কিন ডলার, যা বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুয়ায়ী, দেশটির জিডিপির ২ শতাংশের বেশি।

সুয়েজ খালের এই গুরুত্বের কথা ইসরায়েল রাষ্ট্রের জনকেরা প্রথম থেকে বুঝতে পেরেছিলেন। আর দু-তিন দফায় আরবদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে নিজেদের জাহাজ চলাচল বন্ধ হওয়ার পর আরও ভালোভাবে অনুধাবন করেন তাঁরা। সে কারণে ১৯৬০ সালে তাঁরা সুয়েজ খালের বিকল্প হিসেবে বেন গুরিয়ান ক্যানাল প্রজেক্টের পরিকল্পনা করেছিলেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ইসরায়েলের নেগেভ মরুভূমির বুক চিরে একটি খাল কাটা হবে, যা লোহিত সাগরের পূর্বাংশ আকাবা উপসাগরকে ভূমধ্যসাগরের সাথে যুক্ত করবে। আর এই পথের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হলো গাজা স্ট্রিপ। বেন গুরিয়ান ক্যানাল হলে গাজা বলে আর কোনো এলাকার অস্তিত্ব থাকবে না। ভূমধ্যসাগরের তীরে গাজাতেই আসলে তৈরি হবে বেন গুরিয়ান পোর্ট। এবার কি কিছুটা পরিষ্কার হলো কেন ইসরায়েল গাজাকে ফিলিস্তিনি-মুক্ত করতে চায়?

এই খাল কাটা হবে কি, হবে না সেটা পরের কথা। কিন্তু পরিকল্পনা যদি করতেই হয়, তাহলে গাজাকে জনশূন্য করার কোনো বিকল্প নেই। এবার দেখা যাক, সুয়েজের এই বিকল্প আসলে কতটা বাস্তবসম্মত?

ইসরায়েলকে যদি সুয়েজের বিকল্প খাল খনন করতেই হয়, তাহলে তা করতে হবে নিজেদের নেগেভ মরুভূমি এলাকার ওপর দিয়ে। এই প্রস্তরময় মরুপ্রান্তরে এত দীর্ঘ, চওড়া ও গভীর খাল খনন চাট্টিখানি কথা নয়। এর জন্য বিপুল মাটি সরাতে প্রয়োজন হতে পারে পারমাণবিক বিস্ফোরণ, যা অনেক আগেই আমেরিকানরা পরিকল্পনা করে রেখেছে। এই মুহূর্তে একটা জনবহুল এলাকার পাশে পাঁচ শতাধিক পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো কতটা বাস্তবসম্মত? বলা কঠিন! কারণ এরা চাইলে সব পারে। যারা একটি জাতিকে ৭৫ বছরের মধ্যে নির্মূল করতে পারে, তাদের কাছে এটাও হয়তো জলভাত। এর সবচেয়ে বড় দিক হলো খরচ। বেন গুরিয়ান ক্যানাল তৈরিতে খরচ হতে পারে এক শ বিলিয়ন বা ১০ হাজার কোটি মার্কিন ডলারেরও বেশি। এই অর্থ কোথা থেকে আসবে? আসার সুযোগ আছে। ইসরায়েল একে কোম্পানি করে তার বন্ধুদের কাছে শেয়ার বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলো দীর্ঘ দিন ধরে সুয়েজ খালের একটা বিকল্প খুঁজছে। তারা যদি এগিয়ে আসে, তবে মুশকিল আসান হতেই পারে। সেজন্য ইসরায়েলের প্রথম দরকার গাজা ফাঁকা করা।

তবে বেন গুরিয়ান ক্যানাল তৈরির পরিকল্পনা কল্পনায় যতটা মধুর, বাস্তবে তারচেয়েও অনেক অনেক কঠিন। গাজা খালি করার বিষয় তো আছেই। পাশাপাশি এখান দিয়ে যে পণ্যবাহী জাহাজ যাবে, তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করাটা সবচেয়ে জটিল। কারণ হামাস, ইসলামি জিহাদ, হিজবুল্লাহসহ এতগুলো প্রতিপক্ষকে চটিয়ে শুধু গায়ের জোরে কোথাও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। সোমালীয় জলদস্যুদের অব্যাহত তৎপরতা তারই প্রমাণ।

বেন গুরিয়ান ক্যানালের আরেকটি নেতিবাচক দিক হলো—এটি সুয়েজ খালের চেয়ে প্রায় এক শ কিলোমিটার বেশি দীর্ঘ (২৯২.৯ কিমি) হবে। ফলে এই খাল অতিক্রমে জাহাজগুলোর সময়, অর্থ—দুইই বেশি যাবে। সে কারণে এটা কতটা লাভজনক হবে, তা বলা কঠিন। তবে এই খাল ইসরায়েল, আমেরিকা ও ইউরোপের জন্য যে একটা বিকল্প পথ খুলে দেবে, তাতে সন্দেহ নেই। যারা রাশি রাশি ডলার ঢেলে এতদিন ইসরায়েল নামের রাষ্ট্রটিকে টিকিয়ে রেখেছে, তারা না হয় আর কিছু বাড়তি পয়সা দিয়ে এই বেন গুরিয়ান ক্যানালকে রক্ষা করবে। আর ফিলিস্তিন ভূখন্ডে কোনো ভূমিপুত্র না থাকার মৌতাতে মেতে উঠবে তারা। এটাই বা কম কী!

এত কিছুর পরও কী বলবেন, 'হামাস জঙ্গী' নিকেশ করাই ইসরায়েল ও তার মিত্রদের একমাত্র লক্ষ্য।

লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, ডিজিটাল বিভাগ, ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন

গাজা পরিস্থিতি নিয়ে ৫ প্রশ্ন

নাথান জে ব্রাউন

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলি বাহিনীর নৃশংস হামলা দেখে আমি শুধু হতবাকই ছিলাম না, পরবর্তী দিনগুলোতে কী ঘটবে, তা নিয়েও ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিলাম। তবে কিছু বিষয় যে ঘটবে, তা আগে থেকেই জানতাম। যেমন- রাজনীতির মঞ্চে যাঁরা ভাঁড়ের ভূমিকায় ছিলেন তাঁরা পিছু হটবে এবং তাঁদের ভেতর থেকে সাধারণ মানবতাবোধও গায়েব হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, তারা সামগ্রিক বিষয়টাকে এমন অবহেলার সঙ্গে মোকাবিলা করবে যে গাজা পরিস্থিতি দীর্ঘমেয়াদে খাদের কিনারে গিয়ে পড়বে। ফলে ইসরায়েল–ফিলিস্তিনের সাধারণ মানুষ আরও বেশি বিরক্ত হয়ে পরস্পরের মুখোমুখি হবে এবং অবধারিতভাবে এই অঞ্চলের ভবিষ্যৎ হবে আরও সহিংসতাপূর্ণ।

গাজায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার এক মাস পর এই বিষয়গুলো আরও পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমার অনুমানগুলো বেশিরভাগই ফলে গেছে দেখে আমি এখন আরও বেশি হতাশ হয়ে পড়েছি।

যাইহোক, চলমান এই যুদ্ধ আর কতদিন চলবে, ইসরায়েল আসলে কী অর্জন করতে চায়, আর কত মানুষ মারা যাবে এই যুদ্ধে, ইসরায়েল–আমেরিকার সম্পর্কে কি ফাটল ধরবে ইত্যাদিসহ আরও নানা প্রশ্ন এখন মানুষের মনে। আমি এখানে গুরুতর পাঁচটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

প্রথমত: ইসরায়েল কি পরিকল্পিতভাবে গাজাকে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় পরিণত করছে?

গাজায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই উত্তর গাজার বসতবাড়িগুলো গুড়িয়ে দিচ্ছে ইসরায়েরি বাহিনী এবং গত ৭ অক্টোবরের পর থেকে গাজার উত্তরাঞ্চলের বাসিন্দাদের দক্ষিণের দিকে সরে যাওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে ইসরায়েল। ইসরায়েল এক প্রকার বাধ্যই করছে ফিলিস্তিনিদের দক্ষিণের দিকে সরে যেতে। এর মধ্য দিয়ে ইসরায়েলের উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে ফুঁটে উঠেছে। তারা চায়, উত্তর গাজার সব বাসিন্দা দক্ষিণে গিয়ে জড়ো হোক এবং দক্ষিণ গাজা ঘনবসতিপূর্ণ হয়ে উঠুক।

দ্বিতীয়ত: ইসরায়েলি বাহিনীর স্থল আক্রমণ কি আরও নৃশংস হবে?

গত মাসে ইসরায়েল–হামাস যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইসরায়েলি নেতারা বিভিন্ন জায়গায় যেসব বক্তব্য দিচ্ছেন, তা রীতিমতো ভয় জাগানিয়া। ইসরায়েলের এক মন্ত্রী বলেছেন, গাজায় পারমাণবিক বোমা ফেলে সবকিছু ধ্বংস করা হবে। একইভাবে আমেরিকান নেতাদের বক্তব্যও ভীতিকর। তারা বলছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বার্লিন ও টোকিওর অবস্থা যেমন হয়েছিল, গাজার অবস্থা তেমন করা হবে। হামাসের প্রত্যেক যোদ্ধাকে হত্যা করা হবে, ইত্যাদি। এমনকি কোনো নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করেই তারা সৈন্য পাঠানোরও হুমকি দিচ্ছে।

এসব বক্তব্য থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, গাজায় ইসরায়েলি সৈন্যরা আরও নৃশংস হবে। তবে বিশ্লেষকেরা মনে করেন, নেতাদের সব বক্তব্যকেই অকাট্য হিসেবে ধরে নেওয়ার কারণ নেই। বেশিরভাগ সময়ই তাঁরা রাজনৈতিক মেঠো বক্তব্য দিয়ে থাকেন।

তৃতীয়ত: হামাসের উত্থান কেমন হবে?

হামাস একটি 'ধারণা'। একটি 'আদর্শ'। হামাস সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেছেন, হামাস একটি বিকৃত ধারণার নাম। এ ধারণাকে পরাজিত করতে হবে।

তবে এমন বক্তব্য বিভ্রান্তিকর। কারণ হামাসের কিছু আদর্শ আছে বটে, তবে তা সুস্পষ্ট নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে, হামাস একটি আন্দোলনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল। হামাসের পেছনে যদি কোনো ধারণা থেকে থাকে, সেটি হচ্ছে- ফিলিস্তিনের সাধারণ মানুষের মুক্তির আশাকে বাঁচিয়ে রাখা।

হামাস সদস্যদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলাপের মাধ্যমে আমি জানতে পেরেছি, অন্যান্য দলের সঙ্গে তাদের সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। তারা ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে সামগ্রিক স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। অন্যদিকে ফাতাহ সদস্যদের মধ্যে ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা বেশি।

হামাস একটি বড় সংগঠন এবং তাদের গঠনতন্ত্র বেশ জটিল। তাদের অনেক শাখা রয়েছে। যেমন সামরিক, কূটনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ এবং যোগাযোগ শাখা। হামাস এখন ইসরায়েলের সঙ্গে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে লড়ছে। এভাবে যুদ্ধ যদি চলতেই থাকে, তবে অসংখ্য হামাস যোদ্ধা প্রাণ হারাবে, গাজার ঊর্ধ্বতন প্রশাসকেরা বরখাস্ত হবেন এবং শেষ পর্যন্ত কূটনৈতিকভাবে সমস্যাটির সমাধান হওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা থাকবে না।

হামাস তাহলে কী করবে? যুদ্ধ শেষে নিজেদের পরিবর্তন করে ফেলবে? নাকি তাদের কৌশল পরিবর্তন করে ফেলবে? দিন যত যাচ্ছে, এসব প্রশ্ন ততই সামনে চলে আসছে।

চতুর্থত: ফাতাহ কীভাবে যুক্ত হবে এই যুদ্ধে?

ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরভিত্তিক সংগঠন ফাতাহ এখন নানা ভাগে বিভক্ত। সংগঠনটির বিভক্তি ছড়িয়ে পড়েছে কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত। এমন পরিস্থিতিতে অনেকেই ভাবছেন, ফাতাহর কিছু অংশ কি এই যুদ্ধে অংশ নেবে? হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজায় কি ফাতাহর পুনরুত্থান হবে? এখনই এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া কঠিন। কারণ ফাতাহর তরুণ যোদ্ধাদের হামাসের সঙ্গে যোগ দেওয়ার যেমন সম্ভাবনা রয়েছে, তেমনি ব্যক্তিগত রেষারেষির কারণে প্রবীণ যোদ্ধাদের বিরাগভাজনও হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।

পঞ্চমত: ইসরায়েলে সিদ্ধান্ত নেবে কে?

১৯৮২ সালের পর থেকে এবং সম্ভবত ১৯৭৩ সালের যুদ্ধের পর ইসরায়েল এখন গাজায় সবচেয়ে বড় ও ব্যাপক সামরিক অভিযান চালাচ্ছে। এর পেছনে আসলে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কে? প্রশ্নটি এ কারণেই উঠছে যে, ইসরায়েলের শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃত্ব এখন নানা ভাগে বিভক্ত। ক্ষমতার একটি অংশে রয়েছে সামরিক ও নিরাপত্তা বাহিনীর নেতারা। অন্য একটি অংশে রয়েছে জাতীয়তাবাদী ও ধর্মভিত্তিক নেতারা। ফলে, গাজায় অভিযান চালানোর ব্যাপারে ইসরায়েলের সিদ্ধান্তটি সমন্বিতভাবে আসছে কি না, সেই প্রশ্ন থেকেই যায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এসব প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয় পাওয়া যাবে। ততদিন পর্যন্ত ঘটনার ওপর নিবিড়ভাবে চোখ রাখতে হবে। কোথায় কী ঘটে, তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে গভীরভাবে। কারণ ঘটনাগুলোর ভেতর থেকেই পাওয়া যাবে উত্তরগুলো।

নাথান জে ব্রাউন, জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের অধ্যাপক।

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

বিজয় দিবস উদযাপনকল্পে সাউথ জার্সি মেট্রো আওয়ামী লীগের সভা

সুব্রত চৌধুরী

বাঙালী জাতির জীবনে ১৬ ডিসেম্বর এক গৌরবোজ্জ্বল দিন। ১৯৭১ সালের এদিন নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়।

গৌরবোজ্জ্বল এই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষে নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে সাউথ জার্সি মেট্রো আওয়ামী লীগের উদ্যোগে গত ২১ নভেম্বর, মংগলবার সন্ধ্যায় এক সভা বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী লীগ নেতা আবদুর রফিক।

মনিরুজজামান মনিরের সঞ্চালনায় সভায় বক্তৃতা করেন মাসুদ চৌধুরী, গৌতম নাগ, আবু নসর, বেলাল হোসেন,আব্দুর রহিম, বেলাল উদ্দীন, নূর মোহাম্মদ, জাকিরুল ইসলাম খোকা, মোক্তাদির রহমান,মোঃ বেলাল, রওশনউদদীন , সুব্রত চৌধুরী, আবদুল মান্নান,আহসানুল ইসলাম খান,মুহিবুর রহমান,সিরাজুল হক,আবুল কাসেম, আনিছুর রহমান,মিসেস কাশেম প্রমুখ ।

সভায় বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে বিজয় দিবস উপলক্ষে সুধী সমাবেশ, আলোচনা সভা, মুক্তিযোদ্ধা সন্মাননা, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে মোক্তাদির রহমানকে আহবায়ক, শেখ কামাল মনজুকে যুগ্ম আহবায়ক, নূর মোহাম্মদকে সদস্য সচিব, বেলাল উদ্দীনকে যুগ্ম সদস্য সচিব ও আব্দুর রহিমকে কোষাধ্যক্ষ করে "বিজয় দিবস উদযাপন কমিটি" গঠন করা হয়েছে।

নৈশভোজের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে।

রাশিয়ার অভিযোগ

বাংলাদেশে হস্তক্ষেপ করছে যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলেছে রাশিয়া। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা এক বিবৃতিতে এই অভিযোগ করেছেন। ঢাকায় রুশ দূতাবাসের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে গত বুধবার এক পোস্টে বিষয়টি জানানো হয়।

বিবৃতিতে মারিয়া জাখারোভা বলেন, 'আমরা বারবার বলে আসছি যে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। বাংলাদেশের আসন্ন সংসদ নির্বাচন স্বচ্ছ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করার বুলি আওড়ে তারা (যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা) এই হস্তক্ষেপ করছে।'

মারিয়া জাখারোভার বরাত দিয়ে ঢাকায় রুশ দূতাবাসের পোস্টে আরও বলা হয়, গত অক্টোবরের শেষ দিকে বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বিরোধীদলীয় এক নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ওই বৈঠকে তাঁরা সরকারবিরোধী আন্দোলনের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন।

রুশ দূতাবাস ওই পোস্টে বলেছে, এ ধরনের পদক্ষেপকে একটি দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ব্যাপক হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

নিউইয়র্কে গ্রন্থ আলোচনায় অধ্যাপক ড. আহমদ মোশতাক রাজা চৌধুরী

রুদ্র মাসুদ

নানান প্রতিকূলতা ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের অনেক ক্ষেত্রে শাক্তিশালী প্রতিবেশীকেও ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ। বিশ্বের মানুষ বাংলাদেশকে যে হানাহানির দেশ হিসাবে চিনে, সেটি প্রকৃত চিত্র নয়। মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে বিশেষ করে নারীদের, অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা বেড়েছে প্রান্তিক মানুষের, দারিদ্রের হার কমেছে। এরকম অসংখ্য উদারহরণ দেয়া যাবে। এটি সম্ভব হয়েছে দেশের জনগণ, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যৌথ প্রচেষ্টায়। দেশকে এগিয়ে নিতে কাজ করেছে ব্র্যাকসহ বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনগুলো (এনজিও)।

কথাগুলো বলছিলেন নিউইয়র্কের কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির পাবলিক হেলথ্ বিভাগের অধ্যাপক ড. আহমদ মোশতাক রাজা চৌধুরী। তাঁর লেখা একজন উন্নয়ন কর্মীর বেড়ে ওঠা "আমার ব্র্যাক-জীবন" শীর্ষক গ্রন্থের আলোচনায় স্বাগত বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ১৮ নভেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের মুনলাইট রেস্টুরেন্টে লেখকের উপস্থিতিতে গ্রন্থের আলোচনা অনুষ্ঠানটি স্বঞ্চালনা করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা সুধীজন অধ্যাপক ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ।

প্রথমআলো উত্তর আমেরিকার আয়োজন-ব্যাবস্থাপনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফার্মাসিস্ট লিয়াকত হোসেন। এতে সাংবাদিক, লেখক, শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবি, কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠনের মুখপত্র, সাংস্কৃতিজনসহ বিভিন্ন শ্রেণীপেশার প্রতিনিধি অংশ নেন। নিউইয়র্ক ছাড়াও বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত অতিথিরা অংশ নেন আলোচনা পর্বে। সবাইকে স্বাগত জানান প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা'র সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন।

বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এনজিও ব্র্যাকের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান, পরিসংখ্যানবিদ-গবেষক ডা. রাজা বলেন, ব্র্যাক বাংলাদেশের স্বাধীনতার একটি ফসল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দেশ গঠনে তথা দারিদ্র দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক মুক্তি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যখাতের অগ্রগতিতে তথা প্রান্তিক মানুষের জীবন মানউন্নয়নে কাজ শুরু করে ব্র্যাক। আজ ব্র্যাক বাংলাদেশসহ পৃথিবীর ১১টি দেশে কাজ করে। ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদের সান্নিধ্যে সুদীর্ঘ ৪২ বছর ব্র্যাকে কাজ করতে গিয়ে কাছ থেকে দেখেছি বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়া। সেটি যেমন আলোকপাত করা হয়েছে তেমনি দীর্ঘ কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা, অর্জন, গবেষণা, প্রাপ্তিসহ নানান দিক তুলে ধরার চেষ্টা করেছি বইয়ে।

তিনি বলেন, ২০১৪ সালে রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে বর্হিবিশ্বের গণমাধ্যমে বাংলাদেশের নেতিবাচক প্রচার পায়। তখন আমরা এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলোর রাজধানীতে গিয়ে বাংলাদেশের সেই এগিয়ে যাওয়ার চিত্র তুলে ধরি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিই অগ্রগতির বিষয়টি। যারাই সেই অগ্রগতির কথা শুনেছে বিস্মিত হয়েছে, পুলকিত হয়েছে।

আলোচনা অনুষ্ঠানে বারবার উঠে আসে ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদের প্রসঙ্গ। শ্রদ্ধা-ভালোবাসা জ্ঞাপন করেন বক্তারা। একইসাথে আলোচনা ও মুক্ত প্রশ্নপর্বে সমালোচনা উঠে আসে এনিজওদের কর্মকান্ড নিয়ে। কেউ কেউ ক্ষোভের সাথে বলেন এনজিওরা ডোনার এবং সরকারের বিরুদ্ধে উচ্চকিত হননা কখনো, দালালী করেন।

ডা. রাজা সেই প্রসঙ্গে বলেন, ব্র্যাকের উদ্ভাবন বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়েছে। ব্র্যাক বাংলাদেশের মানুষকে জাগানোর কাজ করেছে। ডায়রিয়া প্রতিরোধে মুখে খাবার স্যালাইনের ব্যাবহার, জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির মতো বিষয়গুলোর সুফল পাচ্ছে বাংলাদেশ। ব্র্যাক বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে দালালী করেছে।

অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করেন- কবির কিরন, বেনজির শিকদার এবং গান পরিবেশন করেন জাকির হোসেন। আলোচনা পর্বে অংশ নেন হাসান ফেরদৌস, শেখ আখতারুল ইসলাম, রহমান মাহবুব, সেকিল চৌধুরী, ডা. এহসান হক, মনোয়ারুল ইসলাম, এইচ বি রিতা, রওশন হক, শাহীন দিলওয়ার, মনিজা রহমান, রোকেয়া দিপা, আখতারুল আলম, ওয়াজেদ আহেম্মদ, নাসির শিকদার, ইসমত হানিফা, সুমাইয়া চৌধুরী, রাজীয়া নাজমী, আনিসুল কবির, আব্দুল কাইয়ুম, ফয়সাল ইয়াকুব, সামছুল ইসলাম, জাকির হোসেন, শাহজাদা চৌধুরী, সৈয়দ ফজলুর রহমান, রাণা ফেরদৌস, মনজুরুল হক, আব্দুল কাইয়ুম পারভেজ প্রমুখ।

সভাপতির বক্তৃতায় এডভান্স ফার্মাসিউটিক্যালসের ভাইস প্রেসিডেন্ট, রিভিভিফাই নামের বিস্ময়কর সাপ্লিমেন্টের আবিষ্কারক, বিজ্ঞানী লিয়াকত হোসেন বলেন, জীবনের এ সময়ে নিজের জন্য তাঁর কিছুই চাওয়ার নেই। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে তিনি আনন্দিত। তাঁর সমস্ত প্রয়াস এখন মানুষের কল্যাণে উৎসর্গ করা বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অধ্যাপক ডা: জিয়াউদ্দীন আহমেদ নিউইয়র্কের বাইরে থেকে এসেও যারা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন, তাদের সহ সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, ড.মোশতাক রাজা চৌধুরীর মতো ব্যক্তির কাছ থেকে দেশ ও সমাজ অনেক পেয়েছে। তাঁদের কর্মপ্রয়াস নিয়ে নতুন প্রজন্ম চর্চা করার মধ্য দিয়ে লাভবান হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

কবিতায়, গানে উপছে পড়া দর্শক শ্রোতা শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে ড.রাজা, বিজ্ঞানী লিয়াকত হোসেন এবং ডা: জিয়াউদ্দিনের আলোচনায় মগ্ন হয়ে থাকেন।

আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে নৈশভোজে অংশ নেন অংশগ্রহণকারীরা।

নিউইয়র্ক পুলিশের দুই বাংলাদেশী অ্যামেরিকান কর্মকর্তার পদোন্নতি

অফিস ডেস্ক

নিউইয়র্ক সিটির পুলিশ প্লাজায় ২১ শে নভেম্বর দুপুরে এক জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পুলিশ কমিশনার এডওয়ার্ড এ ক্যাবানের কাছ থেকে সার্টিফিকেট গ্রহন করেন সার্জেন্ট রুবেল নাথ ও সার্জেন্ট মোহাম্মদ আব্দুর রহিম। পদোন্নতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তারা এই এই পদে পদায়ন পেয়েছেন। উল্লেখ্য বিশ্বের অন্যতম চৌকষ ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে এনওয়াইপিডি।

নিউইয়র্ক পুলিশে সার্জেন্ট রুবেল নাথ। তিনি চট্রগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড থানার স্বনামধন্য শিক্ষক দম্পতি কানাই বন্ধু নাথ ও রূপসী দেবীর সন্তান ।২০০০ সালে আমেরিকায় জমান এরপর স্ট্যটান আইল্যান কলেজ থেকে হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ের উপরে ডিগ্রী অর্জন করেন। উল্লেখ্য রুবেল নাথের বাবা নিউ ইয়র্ক সিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ট্রাফিক এজেন্ট হিসেবে কর্মরত রয়েছেন

নিউইয়র্ক পুলিশে সার্জেন্ট মোহাম্মদ আব্দুর রহিম জন্ম নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক কোম্পানীগঞ্জ থেকে পরে অনার্স এবং মাস্টার্স ডিগ্রী চট্রগ্রাম কলেজ থেকে রসায়ন বিভাগে। ২০১১ সালের জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রে আগমন ইমিগ্রেন্ট হয়ে। ২০১৩ সালের ডিসেম্বর নিউইয়র্ক পুলিশের ট্রাফিক এজেন্ট হিসাবে ২০১৫ সালের জুলাই মাসে হিসাবে যোগদান করেন।

অনুষ্ঠানে কর্মকর্তাদের পরিবার, প্রিয়জন ও স্বজনরা উপস্থিত থেকে পদোন্নতিপ্রাপ্তদের উৎসাহ দিয়েছেন। প্রিয়জনদের উপস্থিতে পুরো হলজুড়ে উৎসবের আমেজের আবহ তৈরী হয়েছে। এই দুই জনের পদোন্নতিতে বাংলাদেশী কমিউনিটির মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে উচ্ছ্বাস। অন্যদিকে, সার্জেন্ট রুবেল নাথ ও সার্জেন্ট মোহাম্মদ আব্দুর রহিমের পদোন্নতিতে বাংলাদেশী অ্যামেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ক্যাপ্টেন কারাম চৌধুরী, ভাইস প্রেসিডেন্ট সার্জেন্ট এরশাদুর সিদ্দিক এবং সেক্রেটারী ক্যাপ্টেন একেএম আলম অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এক দিনে বিএনপির ১৩৭ নেতা-কর্মীর সাজা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

এক দিনে তিনটি নাশকতার মামলায় বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের ১৩৭ নেতা-কর্মীকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকার পৃথক তিনটি আদালত এই রায় দেন।

বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের মামলায় যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক ইসহাক সরকারসহ ১২ জনকে সাত বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন ঢাকা মহানগর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল-১০-এর বিচারক মো. মামুনুর রহমান সিদ্দিকী।

দণ্ডপ্রাপ্ত অন্য আসামিদের মধ্যে রয়েছেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সাখাওয়াত হোসেন, আনোয়ার, হায়দার আলী, বাবলা, ইমরান, সেন্টু ও নাসুম। কারাদণ্ডের পাশাপাশি তাঁদের প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা জরিমানা; অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তবে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় এই মামলায় আট আসামিকে খালাস দেওয়া হয়েছে। আদালতের এপিপি আতাউর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

২০১৫ সালের ৮ মার্চ কোতোয়ালি থানার বাবুবাজার ব্রিজ এলাকায় হরতাল সফল করতে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় রিকশাচালক কামাল হোসেন গুরুতর আহত হন। এ ঘটনায় ওই মামলা হয়েছিল।

লালবাগের মামলায় ৫০ জনের কারাদণ্ড

রাজধানীর লালবাগ থানার মামলায় পৃথক দুই ধারায় বিএনপির ৫০ নেতা-কর্মীর তিন বছর তিন মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড; অনাদায়ে আরও তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

বগুড়া লেখকচক্র পুরস্কারে ভূষিত কবি সুমন বনিক

সিলেট প্রতিনিধি

সিলেট থেকে প্রকাশিত সাহিত্যের ছোটোকাগজ অগ্নিশিখা সম্পাদক সুমন বনিক এবারে বগুড়া লেখক চক্র পুরস্কার-২০২৩ লাভ করেছেন। অগ্নিশিখার প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালে। অগ্নিশিখার বিষয়ভিত্তিক সংখ্যাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতিকালের তাঁদের কয়েকটি সংখ্যা উল্লেখ করার মতো। অগ্নিশিখার কবিতা ও কবিতাবিষয়ক ভাবনা সংখ্যা, করোনাকালের শোকগাথা, লোকমহাজন সংখ্যা ইত্যাদি সংখ্যাগুলো গুরুত্বপূর্ণ এবং গবেষকদের গবেষণা কর্মের রসদ। অগ্নিশিখার প্রতিটি সংখ্যায় প্রতিষ্ঠিত লেখকদের পাশাপাশি নবীন লেখকদের লেখাও ছাপা হচ্ছে। লিটলম্যাগের মূল কাজটিই হচ্ছে, নতুন লেখক সৃষ্টি করা। অগ্নিশিখা পরম যত্নে এবং দায়িত্ব নিয়ে সেই কাজটি করে যাচ্ছে। অগ্নিশিখার সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ বগুড়া লেখক চক্র পুরস্কার-২০২৩ পেতে যাচ্ছেন সিলেটের কবি সুমন বনিক।

বগুড়া লেখক চক্র পুরস্কার-২০২৩ পাচ্ছেন ৫ জন লেখক, প্রকাশক, সম্পাদক ও সাংবাদিক। তাঁরা হলেন

কথাশিল্পে আকিমুন রহমান, কবিতায় তুষার কবির, ছোটকাগজ সম্পাদনায় সুমন বনিক, প্রকাশক আবু এম ইউসুফ ও সাংবাদিকতায় মিলন রহমান।

১৮ নভেম্বর শনিবার বগুড়া প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দেন সংগঠনের সভাপতি ইসলাম রফিক।

আগামী ১-২ ডিসেম্বর দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠিতব্য কবি সম্মেলনে এই ৫ জনের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, বগুড়া লেখক চক্র ১৯৮৮ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৮৯ সাল থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে পুরস্কার প্রদান করে আসছে।

পোশাকশ্রমিকদের বিরুদ্ধে সহিংসতার নিন্দা যুক্তরাষ্ট্রের

ঢাকা ডেস্ক

২০ নভেম্বর সোমবার যুক্তরাষ্ট্র নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশে ন্যূনতম মজুরি নিয়ে আন্দোলনকারী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক সহিংসতার । সোমবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের জবাবে মুখপাত্র ম্যাথু মিলার এসব কথা বলেন।

ব্রিফিংয়ে এক সাংবাদিক যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শ্রম অধিকার নীতি ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট নিয়ে প্রশ্ন করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে মজুরি বৃদ্ধি আন্দোলনে সাম্প্রতিক দিনগুলোতে পাঁচজন গার্মেন্টস শ্রমিক নিহত হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র কি কোনও ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে?

জবাবে ম্যাথু মিলার বলেন, গত সপ্তাহে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বর্ণনা করেছেন, যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শ্রম অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা ও সুরক্ষায় সারা বিশ্বের সরকার, শ্রমিক, শ্রমিক সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, সুশীল সমাজ ও বেসরকারি খাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যত্র যুক্তরাষ্ট্র তার এ তৎপরতা অব্যাহত রাখবে।

ম্যাথু মিলার আরও বলেন, বাংলাদেশে ন্যূনতম মজুরি নিয়ে আন্দোলনে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক সহিংসতার নিন্দা জানায় যুক্তরাষ্ট্র। শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়নের বৈধ কার্যক্রমকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করারও নিন্দা জানায় যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশে শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়নের ওপর চলমান দমন–পীড়ন নিয়েও যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন। যুক্তরাষ্ট্রের মূলনীতি হলো, শ্রমিকেরা যাতে সহিংসতার ভয়, প্রতিশোধ বা ভীতি ছাড়াই সংগঠনের স্বাধীনতা ও সমষ্টিগত দর-কষাকষির অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, তা সরকারকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র তার কাজের মাধ্যমে বাংলাদেশসহ বিশ্বে এই মৌলিক মানবাধিকারের উন্নতিতে দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল প্রত্যাখ্যান করেছে বিএনপি। দলটির নির্বাচন বয়কটের সিদ্ধান্ত বাংলাদেশে নির্বাচন প্রক্রিয়া ও এর বৈধতা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ বাড়াবে কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার বলেছেন, ‘আমি আগেও বলেছি, বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণভাবে অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন হোক, সবসময় এটাই আমাদের (যুক্তরাষ্ট্রের) চাওয়া।’

সন্দ্বীপের মানুষই বাংলাদেশ

সংবর্ধনায় আবু জাফর

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বাংলাদেশের দ্বীপ জনপদ সন্দ্বীপের মানুষের প্রবাসী কমিউনিটি সংগঠন সন্দ্বীপ সোসাইটি ইউএসএ ইনক্ বিশ্বে বাংলাদেশিদের আঞ্চলিক কমিউনিটি সংগঠনের মধ্যে সর্ববৃহৎ। যার সদস্য সংখ্যা পাঁচ হাজারেরও বেশি। সম্প্রতি উৎসবমুখর পরিবেশে এই সংগনের নির্বাচনে ফিরোজ আলমগীর পরিষদ পূর্ন প্যানেলে জয়লাভ করেছে। নির্বাচন পরবর্তী সংবর্ধনা ও নৈশভোজ অনুষ্ঠানে সন্দ্বীপের সূর্যসন্তান গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেছেন, বাংলাদেশিদের বহু সংগঠনের শহর নিউইয়র্কে গত ত্রিশ বছরে অনেক নির্বাচন দেখেছি, বাংলাদেশ জন্মের থেকে এ পযর্ন্ত সবকটি নির্বাচন দেখেছি ও অংশগ্রহণ করেছি। কিন্তু সন্দ্বীপ সোসাইটির এবারের নির্বাচন সকল বিবেচনায় সব নির্বাচনের চেয়ে আলাদা। সবচেয়ে সুশৃঙ্খল, উৎসবমুখর ও সমন্বিত। গণতন্ত্র অনুশীলনের প্রশ্নে এই নির্বাচন এক দৃষ্টান্ত। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে মনে হয়েছে আমার প্রিয় ভাই-বোন বংশধরেরা একটি শুধু সন্দ্বীপের মানুষ নন, তারাই বাংলাদেশ। এই নির্বাচনে বিজয়ী ও বিজিত সবার মধ্যে যে আন্তরিকতা, ভাতৃত্ব ও একতাবদ্ধ থাকার প্রত্যয় দেখেছি, তা সত্যিই বিরল। এই নির্বাচন সবার জন্যই অনুসরনীয়।

তিনি বলেন, এই বছরে জয় বাংলাদেশ' শ্লোগান সৃষ্টি করেছি। গোটা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার চেতনার ভিত্তি হবে এই 'জয় বাংলাদেশ'। এখানে আজ যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা বাল্যবেলা থেকে আমার অনুসারি। তাদের আমি শিখিয়েছি আদব কায়দা অনুশীলন। নিবিড়ভাবে তাদের গড়ে ওঠার পথে ভূমিকা রাখতে পেরে আমারও ভালো লাগছে। তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই অসাধারণ নেতৃত্বের উজ্জলতা রয়েছে। আগামীর পথচলায় প্রত্যেককেই দরকার হবে। আপনারা তৈরি থাকুন, একতাবদ্ধ থাকুন।

সন্দ্বীপ সোসাইটির নব নির্বাচিত সভাপতি ফিরোজ আহমেদের সভাপতিত্বে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সন্দ্বীপ প্রবাসী গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ বিভিন্ন বয়সী নারী পুরুষ। উপস্থিতি ছিল আড়াই হাজার মানুষের। অনুষ্ঠানে সন্দ্বীপ সোসাইটির নব নির্বাচিত সকল কর্মকর্তা সদস্যকে ফুল দিয়ে অভিনন্দিত করা হয়। অনুষ্ঠানে ছিল এক প্রীতি নৈশভোজের আয়োজন। উপস্থিত সকল ব্যক্তিবর্গ প্রীতিভোজে অংশ নেন।

এই অনুষ্ঠানের পরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক প্রতিক্রিয়া লিখেছেন স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। তিনি লিখেছেন, "কনি আইল্যান্ড এভিনিউ সন্দ্বীপ সোসাইটির অনুষ্ঠানে প্রায় ৬শত মহিলার উপস্থিতি। গত সপ্তাহে ওজন পার্কে এরকম সংখ্যক আরেকটি আয়োজনের পর সবাই একত্রিত হয়েছেন এই পারিবারিক দাওয়াতে। এতো গভীর আন্তরিক বন্ধন বাংলাদেশের একটা দ্বীপের মানুষের।

REAL ESTATE, DIVORCE,
IMMIGRATION & SMALL BUSINESS

বাড়ি ঘর বা ব্যবসা কেনা/বেচা, তালাকের মামলা,
ইমিগ্রেশন, দুর্ঘটনা বা পিছলে পড়া, এবং যাবতীয়
অন্যান্য আইনগত সহায়তার জন্য, অভিজ্ঞ কার্যোপযোগী
বাংলাদেশী এটর্নির সাথে যগাযগ করুন
নিউ ইয়র্কের লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ এটর্নি
Hasan Malik, Esq.
718-433-9243
37-13 74TH ST. FLOOR 2
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়
বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

■ প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
■ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
■ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং
আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।
আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Classs

Experienced Tax Professional
IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance

TDS Insurance Brokerage Corp.

BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে
সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

TAX FILING 2023
WE DO ALL TYPES OF TAXES

CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে দেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্টাটি গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভেলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

বাড়ি ক্রয়ে
২৫% ডাউন
পেমেন্ট দিলে
নো ব্যাকগ্রাউন্ড
চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার
পেতে পারেন

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটুর ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, মাংসের ব্যাথা, অবশ হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ঘুরা এবং সাইয়াটিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে সাহায্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ
B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B | L1A VISA
EB5 | E2 VISA
POLITICAL ASYLUM

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন: +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

ইউএসবিসিসিআই উইমেন্স এন্টারপ্রেনিউর সামিট এবং অ্যাওয়ার্ডস-২০২৩ অনুষ্ঠিত

যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর আমেরিকা অফিস

বিশ্ব নারী উদ্যোক্তা দিবস ২০২৩ উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী প্রবাসী নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ সম্মাননা দিয়েছে ইউএস-বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ড্রাষ্ট্রি (ইউএসবিসিসিআই)।

নারীদের অগ্রগতি ও উন্নতিতে কাজ করে যাচ্ছে ইউএসবিসিসিআই। তারই ধারাবাহিকতায় এ বছরও নারী উদ্যোক্তা দিবস বা উইম্যান এন্টারপ্রেনিউরশিপ ডে উপলক্ষে নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি সমর্থন জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসী নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে ১৯ নভেম্বর রোববার নিউইয়র্ক সিটির স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক লাগার্ডিয়া বিমানবন্দর ম্যারিয়টে নারী উদ্যোক্তা সামিট এবং নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন আয়োজক সংস্থাটির পরিচালক শেখ ফরহাদ। সহযোগীতা করেন, রুমা আহমেদ, চেয়ারপারসন ইউএসবিসিসিআই উমেন স্ট্যান্ডিং কমিটি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, নিউইয়র্ক স্টেটের অ্যাসেম্বলি সদস্য মিসেস জেনিফার রাজকুমার, স্টেট এ্যাসেম্বলীম্যান স্টিভেন রাগা, মোহাম্মাদ মেহেদি হাসান, ইকোনোমিক মিনিষ্টার, বাংলাদেশ দূতাবাস ওয়াশিংটন ডিসি। এস এম নাজমুল হাসান, ডেপুটি কনসাল জেনারেল, নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনস্যুলেট প্রমূখ অতিথিবৃন্দরা।

ইউএসবিসিসিআই-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ লিটন আহমেদের স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। লিটন আহমেদ বলেন, বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সেতু বন্ধন রচনা করা ও পিছিয়ে পরা বাংলাদেশী নারী সমাজকে ব্যবসায়িক নেতৃত্বে এগিয়ে নিতে ইউএসবিসিসিআই নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে প্রতি বছর এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

তিনি বলেন, এই শীর্ষ সম্মেলনটি একটি গতিশীল প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করে যা, নতুন প্রতিভা, সফল উদ্যোক্তা এবং শিল্পের অভিজ্ঞদের একত্রিত করে। এর লক্ষ্য ইন্টারেক্টিভ প্রশিক্ষণ এবং মূল্যবান তথ্য প্রদান করা, ব্যক্তিদের তাদের কর্মজীবন এবং ব্যক্তিগত লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করা। অংশগ্রহণকারীদের সহকর্মী পেশাদারদের সাথে সংযোগ করার অনন্য সুযোগ রয়েছে, তাদের পেশাদার বৃদ্ধির সাথে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় জড়িত। এই অর্ধ-দিনের শীর্ষ সম্মেলনটি ব্যক্তিদের পরামর্শদাতা, বন্ধু, ক্লায়েন্ট বা কর্মচারীদের খুঁজে পেতে একটি সম্পর্ক হিসাবে কাজ করে।

তিনি নারী উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্যে আরও বলেন, 'নারী উদ্যোক্তাদের জন্য, আমার বার্তাটি সহজ: তুমি এটা করতে পারবে। নিজের ওপর এবং আপনার ব্যবসার ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে। মহিলাদের উত্সাহিত করার জন্য আত্মবিশ্বাস তৈরি করা এবং ব্যবসায়িক দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন। এখানে উল্লেখ্য, এসএমই খাতের একটা বড় অংশ নারী উদ্যোক্তা। নারী উদ্যোক্তা তৈরি ও তাদের সহায়তায় কার্যকর ভূমিকা রাখছে ইউএসবিসিসিআই। নারী উদ্যোক্তাদের কেন্দ্র করে আমরা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করি।

নানা প্রতিকূলতা সত্বেও বহুজাতিক এ সমাজে উদ্যোক্তা-ব্যবসায়ী হিসেবে খ্যাতি অর্জনকারিগণের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন এস জে ইনোভেশনের কো-ফাউন্ডার সাহেরা চৌধুরী, তানজিয়া চৌধুরী, সহকারি প্রধান, ব্রঙ্কস ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি একাডেমি, মিসেস জুন্নাতুল রুমা, অ্যাটর্নি অ্যাট ল, রুমা জুন্নাতুল পিএলএলসি, ডাঃ সায়েরা হক, এমডি (ইন্টারনিষ্ট, হক মেডিকেল অফিস, পিসি), রিতা চৌধুরী, সিনিয়র ফ্যাডারেল ম্যানেজার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগ, মিলি ভূঁইয়া, প্রেসিডেন্ট, ফ্রেন্সচাইস ডমিনোস পিৎজা, প্রিসিলা নিউইয়র্ক ইনক'র প্রতিষ্ঠাতা ফাতেমা নাজনীন প্রিসিলা প্রমুখ।

বক্তারা আশা প্রকাশ করেন বলেন, আগামীতে বাংলাদেশী আমেরিকান নারী উদ্যোক্তাগণ আরো বেশী পরিমানে অর্থনৈতিক নেতৃত্বে আসবে এবং বাংলাদেশ ও আমেরিকা উভয় অর্থনীতিতে অবদান রাখবে।

নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার ২০২৩, যারা ব্যবসায়িক ল্যান্ডস্কেপে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন এমন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী উদ্যোক্তাকে চলতি বছর পুরস্কার প্রদান করা হয়।

পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন : মিসেস ইভানা আক্তার (বিউটি বাই ইভানা), মিসেস রোজা আহমেদ, প্রতিষ্ঠাতা, রোজার ব্রাইডাল মেকওভারের, মিসেস ডাঃ ফাতেমা রহমান, চেয়ারম্যান, বেঙ্গা ফ্যাশন লিমিটেড, মিসেস তাসনিমা মান্নান সুনিয়া, পরিচালক, সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস কর্পোরেশন, মিসেস নাজমুন নুর এশা, সিইও, জাট ইউনাইটেড কর্পোরেশন, মিসেস ত্রিনিয়া হাসান (ব্যক্তিগত সঙ্গীত শিল্পী), মিসেস শামীমা হক সিইও, ফয়রোজ ক্যাফে অ্যান্ড লাউঞ্জ, মিসেস তাসমিয়া এ. চৌধুরী (লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, মেগা হোমস রিয়েলটি ইনকর্পোরেটেড), মিসেস সানজানা আহমেদ, প্রেসিডেন্ট, বাফেলো টি চ্যাট ইনক, ডাঃ সায়েরা হক, এমডি (ইন্টারনিষ্ট, হক মেডিকেল অফিস, পিসি), মিসেস জুন্নাতুল রুমা, এসক (জুরিস ডক্টর অ্যান্ড অ্যাটর্নি অ্যাট ল, রুমা জুন্নাতুল পিএলএলসির আইন অফিস), মিসেস সাদিয়া আফরিন (প্রেসিডেন্ট এবং সিইও, ইরা কনসালটিং সার্ভিসেস ইউএসএ এলএলসি), মিসেস সুলতানা রহমান (এনওয়াইএস লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিয়েলটর, প্রস্থান রিয়েলটি প্রাইম), নূরা মেহেদী, চীফ এডিটর, দ্যা চার্জ।

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র সাউথ এশিয়ান কমিউনিটি লিয়াজোন ফর কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের পরিচালক বক্তব্য রাখেন, প্যাট্রিসিয়া রঘুনন্দন। তিনি বলেন, মাইনোরিটি এবং উইমেন উদ্যোক্তাগণের জন্যে সিটি অফিসে অনেক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। বিপুল বরাদ্দও রয়েছে।

নিউইয়র্কের পাঁচ নেতা আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পত্র কিনলেন

শেখ শফিকুর রহমান

বাংলাদেশে এখন চলছে ভোটের হাওয়া সেই ভোটের হাওয়া লেগেছে নিউইয়র্কেও। আসন্ন জাতীয় সংসদের দ্বাদশ নির্বাচনের আওয়ামীলীগ দলীয় মনোনয়ন পত্র ক্রয় করলেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী নিউইয়র্কের পাঁচ আওয়ামীলীগ নেতা। তাদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের উপদেষ্টা বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ মাসুদুল হাসান সিরাজগঞ্জ-২ আসন থেকে নির্বাচনে আগ্রহী প্রার্থী হিসেবে দলের মনোনয়ন চেয়েছেন। এর জন্য তিনি দীর্ঘদিন ধরে প্রবাস থেকে প্রচার প্রচারনা চালিয়ে আসছেন। আসন্ন নির্বাচনে তিনি দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে খুবই আশাবাদী।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ জামালপুর-৪ আসন থেকে লড়তে চান সেই জন্য দলের মনোনয়ন চেয়েছেন। বেশ দিন থেকে প্রায়ইশ দেশে গিয়ে প্রচার প্রচারনা করে আসছেন নিয়মিত ভাবে। আওয়ামীলীগের মনোনয়ন পেলে জয়ের ব্যাপারে শতভাগ প্রত্যাশা করছেন। যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের আহ্বায়ক কমিটির সাবেক সদস্য ও সভাপতি প্রার্থী শেখ জামাল হোসেন হঠাৎ করেই দলের মনোনয়ন চেয়েছেন হবিগঞ্জ-১ আসন থেকে। ইতিপুর্বে তিনি নবীগঞ্জ উপজেলার একটি ইউনিয়ন থেকে নৌকা প্রতিকে চেয়ারম্যান নির্বাচন করেছিলেন। নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ মাহফুজুল হক হায়দার কিশোরগঞ্জ-২ আসন থেকে মনোনয়ন চেয়েছেন। তিনি দীর্ঘদিন থেকে তার নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে আসছেন দলের মনোনয়ন পাওয়ার লক্ষে। সেই জন্য এলাকার যুবকদের জন্য খেলাধূলার আয়োজন সহ দরিদ্র মানুষের মাঝে ত্রান সামগ্রী বিতরন করে আসছেন ব্যক্তিগতভাবে।দলের মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী তিনি।

যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ নেতা ও চিলমারি উপজেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এইচ এম রহিমুজ্জামান সুমন কুড়িগ্রাম-৪ আসন থেকে মনোনয়ন চেয়েছেন। যদি দলের মনোনয়ন পান তবে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী। নির্বাচনের জন্য দীর্ঘদিন থেকে এলাকায় প্রচার প্রচারনা চালিয়ে আসছেন।

খুব শ্রীঘ্রই বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের নির্বাচনী বোর্ড ৩০০আসনে তাদের দলীয় প্রার্থী চুড়ান্ত করবে।

ঢাকায় বঙ্গবন্ধু পরিষদের কার্যালয়ে হামলায় যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের নিন্দা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বিএনপি জামাতের বাংলাদেশ বিরোধী কার্যকলাপের অংশ হিসেবে, বিদেশী প্রভুদের নীলনকশা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে চলমান জনবিরোধী জ্বালাও পোড়াও আন্দোলনের সময় বঙ্গবন্ধু পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ১৬ নভেম্বর ২০২৩-এ ককটেল হামলার তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানিয়ে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটি এবং এর দশটি অঙ্গরাজ্যের সকল সদস্যদের পক্ষ থেকে।

বিজ্ঞপ্তিতে এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যাক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে।

মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করে এবং দেশের সম্পদ ধ্বংস করে স্বাধীনতা বিরোধী এই চক্রের কোনো আন্দোলন অতীতের মতো এবারও সফল হবে না এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাও তারা ব্যাহত করতে পারবে না বলে বিজ্ঞপ্তিতে স্বাক্ষরিত সকলের আশাবাদ। যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি ডঃ নুরুন নবী ও সাধারণ সম্পাদক রানা হাসান মাহমুদ স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি ১৭ নভেম্বর শুক্রবার প্রকাশিত হয়।

নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে জাতিসংঘে বিএনপির বিক্ষোভ

উত্তর আমেরিকা অফিস

১৬ নভেম্বর বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিনও উত্তর, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির যৌথ উদ্যোগে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ ভবনের সামনে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত একতরফা তফসিল বাতিল, নিরপেক্ষ নির্বাচন, মহাসিচব মির্জা ফকরুল ইসলাম আলমগীরসহ সকল নেতা কর্মিদের মুক্তি ও শেখ হাসিনার পদত্যাগের এক দফার দাবীতে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় ।

নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিন বিএনপির আহবায়ক হাবিবুর রহমান সেলিম রেজার সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব বদিউল আলমের পরিচলানায় এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিক্ষোভ পরবর্তীতে নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির আহবায়ক অলিউল্লাহ আতিকুর রহমান, নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিনের আহবায়ক হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা ও মহানগর উত্তরের আহবায়ক আহবাব চোধুরী খোকনের নেত্রীত্বে জাতিসংঘ মহাসচিব বরাবর একটি স্বারক লিপি প্রধান করা হয়। এতে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় বিএনপি নেতা বেবি নাজনীন, আব্দুল লতিফ সম্রাট, গিয়াস আহমেদ, জিল্লুর রহমান জিল্লু ও জসিম ভূঁইয়া।

'যুদ্ধবিরতি সন্নিকটে' জানাল হামাস

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড গাজায় এখনো চলছে ইসরায়েলের নির্বিচার বিমান হামলা। পাশাপাশি চলছে স্থল অভিযানও। এরই মধ্যে ইসরায়েলি হামলায় গাজায় প্রাণ হারিয়েছে অন্তত ১৩ হাজার ৩ শতাধিক মানুষ। এই অবস্থায় হামাস জানিয়েছে, ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি সন্নিকটে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স ও কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার পৃথক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। গাজা নিয়ন্ত্রণকারী সশস্ত্র সংগঠন হামাসের প্রধান ইসমাইল হানিয়া রয়টার্সকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আজ মঙ্গলবার। পরে তিনি তাঁর টেলিগ্রাম চ্যানেলে লিখেছেন, 'আমরা একটি যুদ্ধবিরতির খুব সন্নিকটে।'

মিশিগানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালন

পার্থ সারথী দেব

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস (জন্ম দিন, ৫৮তম প্রতিষ্টা বার্ষিকী) পালন করা হয়েছে। ১৯ নভেম্বর রোববার বিকেলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশান মিশিগানের উদ্যোগে সংগঠনের মেডিসন হাইটস শহরের ডিকুইনডার রোডের কার্যালয়ে দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বের শুরু হয়। সংগঠনের সকল সদস্য/সদস্যাসহ আমন্ত্রিত অতিথিদের নিয়ে কেক কাটার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন অনুষ্ঠান পরিচালনা উপকমিটির আহবায়ক লুৎফুল বারি নিয়ন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি সৈয়দ মঈন দীপু। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমানের বক্তব্যের পর শুরু হয় স্মৃতিচারণ মূলক আলোচনা। এতে অংশ গ্রহণ করেন ডক্টর রবীন্দ্রনাথ শীল, শাহ খালিশ মিনার, তাহলিল আজিম চৌধুরী, সংগঠনের ট্রেজারার মোহাম্মদ আফতাব। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা প্রেস ক্লাব অব মিশিগান ইউএসএ'র সভাপতি হেলাল উদ্দিন রানা, সৈয়দ শাহেদুল হক প্রমূখ। এছাড়াও অনুষ্টানে উপস্থিত ছিলেন বাংলা প্রেস ক্লাব অব মিশিগান ইউএসএ'র সাধারণ

যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সহিংস ঘটনায় বিশেষজ্ঞ টিম পাঠাচ্ছে

ঢাকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্র ৫ সদস্যের বিশেষজ্ঞ টিম পাঠাচ্ছে নির্বাচনসংশ্লিষ্ট সহিংস ঘটনা মূল্যায়নে। তারা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পুরোটা সময় ঢাকায় থাকবেন।

কমপক্ষে ছয় থেকে সর্বোচ্চ আট সপ্তাহ ওই মার্কিন মিশন বাংলাদেশে থাকবে জানিয়ে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের দুই গবেষণা প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট (এনডিআই) এবং ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট (আইআরআই)। ২০ নভেম্বর সোমবার নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিবালয়ে চিঠিটি পাঠানো হয়। ইসিতে পাঠানো চিঠিতে এনডিআই ও আইআরআই জানিয়েছে, বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদে চারজন বিশেষজ্ঞ এবং একজন সমন্বয়কারী পাঠানো হবে। তারা বাংলাদেশে ছয় থেকে আট সপ্তাহ কাজ করবেন। তারা নির্বাচনের সপ্তাহ দুয়েক আগে ঢাকা পৌঁছাবেন। বিশেষজ্ঞ মিশনের কাজ হবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সহিংসতার জন্য কারা দায়ী এবং এর প্রভাব মূল্যায়ন করা। এই বিশেষজ্ঞরা নির্বাচনসংশ্লিষ্ট সহিংসতার ঘটনা মূল্যায়ন করবেন।

বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সহিংসতা, কোনো রাজনৈতিক দলের অন্তর্দলীয় কোন্দলের কারণে সহিংসতা, নারী ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে সহিংসতা, অনলাইনে হয়রানি ও হুমকি ইত্যাদি বিষয় তারা খতিয়ে

> ইসিতে পাঠানো চিঠিতে এনডিআই ও আইআরআই জানিয়েছে, বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদে চারজন বিশেষজ্ঞ এবং একজন সমন্বয়কারী পাঠানো হবে। তারা বাংলাদেশে ছয় থেকে আট সপ্তাহ কাজ করবেন। তারা নির্বাচনের সপ্তাহ দুয়েক আগে ঢাকা পৌঁছাবেন।

দেখবেন। এসব পরিস্থিতিতে সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকাও মূল্যায়ন করবেন তারা।

এনডিআইয়ের এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় কর্মসূচির পরিচালক জেমি স্পাইকারম্যান এবং আইআরআইয়ের দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক আঞ্চলিক পরিচালক স্টিফেন চিমারের যৌথ স্বাক্ষরে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়, বিশেষজ্ঞ মিশনের কাজ হবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সহিংসতার জন্য কারা দায়ী এবং এর প্রভাব মূল্যায়ন করা।

ভবিষ্যতে নির্বাচন ঘিরে সহিংসতা কমাতে ওই মিশন প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবে। এনডিআই ও আইআরআইয়ের বিশেষজ্ঞরা তাদের মূল্যায়ন জনসমক্ষে প্রকাশের পাশাপাশি ইসিতে প্রতিবেদন জমা দেবেন।

নিউইয়র্কে মজুমদার ফাউন্ডেশন, বিএসিসি এবং রোটারি ক্লাব অব প্রমিজ’র উদ্যোগে ফ্রি শীত বস্ত্র, খাবার এবং টার্কি বিতরণ

উত্তর আমেরিকা অফিস

১৯ নভেম্বর রোববার ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার এলাকায় ১২২২ হোয়াইট প্লেইনস রোডে নিউইয়র্কে মজুমদার ফাউন্ডেশন, বিএসিসি এবং রোটারি ক্লাব অব প্রমিজ’র উদ্যোগে ফ্রি শীত বস্ত্র, খাবার এবং টার্কি বিতরণ করা হয়েছে।

মজুমদার ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও বিএসিসি‘র সভাপতি ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ড ৯ এর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এন মজুমদার আয়োজক সংগঠনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে বিতরণ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এ সময় অন্যদের মধ্যে ছিলেন খলিল ফুডের চেয়ারম্যান শেফ খলিলুর রহমান, বিএসিসি‘র সাধারণ সম্পাদক নজরুল হক, ডাইরেক্টর অব অপারেশন আবদুল গাফফার চৌধুরী খসরু, ডাইরেক্টর অব ফাইনান্স মঞ্জুর চৌধুরী জগলুল, মজুমদার ফাউন্ডেশনের ডাইরেক্টর রেক্সোনা মজুমদার, ব্রঙ্কসের এসিসটেন্ট ডিষ্ট্রিক্ট এটর্নী রাশেদ মজুমদার, ব্রঙ্কস বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সভাপতি কামাল উদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক এ ইসলাম মামুন, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট নূরে আলম জিকু, নজরুল ভূইয়া, ফাহমিদা চৌধুরী প্রমুখ।

এ সময় ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ড ৯ এর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এন মজুমদার জানান, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহমর্মিতার মানবিকতায় উজ্জ্বীবিত হয়ে বিভিন্ন কমিউনিটির মাঝে বিতরণ করেছে বিপুল পরিমান শীত বস্ত্র, খাবার ও টার্কি। ওইদিন দুপুর ২:৪৫ টা থেকে ৪ টা পর্যন্ত এসব সামগ্রী মানুষের হাতে হাতে তুলে দেন সংগঠনগুলোর কর্মকর্তারা।

মনোয়ারুল ইসলাম

মমিনুল ইসলাম

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মনোয়ার, সম্পাদক মমিন

ইমা এলিস

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে মনোয়ারুল ইসলাম সভাপতি ও মমিনুল ইসলাম মজুমদার সাধারন সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। স্থানীয় সময় ১৯ নভেম্বর রোববার দুপুরে বার্ষিক সাধারন সভা শেষে ভোট গ্রহন অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৭৬ জন ভোটারের মধ্যে ৭০ জন তাদের ভোট প্রদান করেন।

নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের এবারের ৯টি পদে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে। দু'টি পদে কোন প্রতিদ্বন্দ্বি না থাকায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন দুই প্রার্থী। সভাপতি পদে মনোয়ারুল ইসলাম ৪০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী এবিএম সালাউদ্দিন আহমেদ পেয়েছেন ৩০ ভোট, সহ-সভাপতি পদে শেখ সিরাজুল ইসলাম পেয়েছেন ৫২ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী রিমন ইসলাম পেয়েছেন ১৭ ভোট, সাধারন সম্পাদক পদে মমিনুল ইসলাম মজুমদার পেয়েছেন ৪৩ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী ফরিদ আলম পেয়েছেন ২৭ ভোট, যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক পদে আলমগীর হোসেন সরকার পেয়েছেন ৩৮ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী শেখ খোরশান পেয়েছেন ১৫ ভোট, অপর প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী এসএম সোলায়মান পেয়েছেন ১৩ ভোট, কোষাধ্যক্ষ পদে রশিদ আহমেদ ও দপ্তর সম্পাদক পদে মাহাথির খান ফারুক বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে সৈয়দ ইলিয়াস খসরু পেয়েছেন ৫৪ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী আমীর পারভেজ পেয়েছেন ১৭ ভোট, নির্বাচিত নির্বাহী সদস্যরা হলেন রওশন হক (৫৭ ভোট), এসএম জাহিদুর রহমান (৫৫ ভোট), আবিদুর রহিম (৫৪ ভোট) ও মুস্তাফিজুর রহমান (৪২ ভোট)। নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে-আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, হাবিব রহমান ও এবিএম সালেহ উদ্দিন। তাদেরকে সহযোগিতা করেন চৌধুরী মোহাম্মদ কাজল।

TUITION FREE TAX SCHOOL *

লিবার্টি ট্যাক্স স্কুল

BECOME A TAX PROFESSIONAL

Complete our Income Tax Course

And Join America's Fastest Growing Tax Preparation
Company for the Upcoming Tax Season.

Day, Evening & Weekend Classes are available for your convenience.

Please Contact : **718-297-3500**

LIBERTY TAX SERVICE

147-20 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica NY 11435
Email: libertytaxschool101@gmail.com
(তাজমহল রেস্টুরেন্টের উল্টো দিকে)

(One Block East From Sutphin Blvd on the corner of Hillside Ave.
Train Station, Close by F & E Train)

* The Tuition Fee is Free. The cost for books and materials varies per location.

দূতাবাসের মাধ্যমে সংশোধন ও নতুন এনআইডি চান প্রবাসীরা

স্পেন

জিয়াউল হক জুমন

স্পেনে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ইমরান আহমেদ এর স্পেন আগমন উপলক্ষে সংবর্ধনা ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয় । ১৬ নভেম্বর বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানী মাদ্রিদের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্পেন আওয়ামী লীগের সভাপতি এস.আর. আই. এস. রবিনের সভাপতিত্বে এবং যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আখতারুজ্জামান আক্তার ও এফ এম ফারুক পাবেল এর যৌথ সঞ্চালনায়

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ইমরান আহমেদ।

এতে আরো বক্তব্য রাখেন , বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রম সচিব মোঃমোতাসিমুল ইসলাম, স্পেন আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম সেলিম, সহ-সভাপতি একরামুজ্জামান কিরণ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জহিরুল ইসলাম নয়ন, ইফতেখার আলম, সহ আরো অনেকে। এ সময় উপস্থিত প্রবাসীরা বাংলাদেশ এয়ারপোর্টে হয়রানি সহ প্রবাসীদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন মন্ত্রী ইমরান আহমেদের কাছে, তারা বলেন বর্তমানে বাংলাদেশে জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য সংশোধনের সুযোগ থাকলেও প্রবাসে সে সুযোগটি নেই। তাই প্রবাসীদের দাবি পাসপোর্টের তথ্য অনুযায়ী জাতীয় পরিচয় পত্র সংশোধন এবং স্পেন দূতাবাসের মাধ্যমে জাতীয় পরিচয় পত্র প্রদানের দাবি জানান ।

সময় প্রবাসীরা আরো বলেন আমরা রেমিটেন্স যোদ্ধা কিন্তু আমাদের দেশ থেকে একটি পুলিশ ক্লিয়ারেন্স আনতে আমাদের অনেক হয়রানির শিকার হতে হয় এবং অধিক টাকার বিনিময়ে একটি পুলিশ ক্লিয়ারেন্স আনতে হয় , সেই বিষয়ে তারা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ সময় স্পেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম- সাধারণ সম্পাদক আখতারুজ্জামান দুঃখের সাথে বলেন আমি আওয়ামী রাজনৈতিক পরিবারের একজন সদস্য হয়েও বাংলাদেশ থেকে একটি পুলিশ ক্লিয়ারেন্স আনতে আমার খরচ হয়েছে ৩০,০০/- টাকা ।যেখানে ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা খরচ হওয়ার কথা।

বৃহত্তর ঢাকা সমিতির নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী সাহাদাত হোসেন

রোম

লাবন্য চৌধুরী, ইতালি

ইতালির অন্যতম ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীন সংগঠন বৃহত্তর ঢাকা সমিতির আসন্ন নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে প্রার্থিতা ঘোষণা করেছে মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাহাদাত হোসেন রনি।

এই উপলক্ষে রাজধানী রোমের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টের হল রুমে অনুষ্ঠিত হয় বিক্রমপুর মুন্সীগঞ্জ সমিমি আয়োজিত একটি মত বিনিময় সভা। সভায় বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশিরা উপস্থিত ছিলেন। প্রার্থী ঘোষণা ও মত বিনিময় সভার সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সমিতি ইতালির সাবেক সভাপতি ও মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুরের কৃতি সন্তান নুরে আলম সিদ্দিকী বাচ্চু, পরিচালনা করেন যৌথভাবে এলিন আহমেদ মিঠু ও আমিনুল ইসলাম।

এই সময় কমিউনিটির সামাজিক ব্যক্তিত্বরা তাদের বক্তব্যে বলেন প্রায় ৩০ বছরের অধিক সময় ধরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সামাজিক বন্ধন সৃষ্টি, সকল আঞ্চলিক সংগঠনের মাঝে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা এবং সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া নিয়ে কাজ করছে মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর সমিতি। আসন্ন ঢাকা সমিতির নির্বাচনে সাহাদত হোসেন রনি এমন ই একজন ব্যক্তি। যিনি প্রবাসীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রমে কাজ করে যাবেন। বক্তারা এই নির্বাচনে রনি কে বিজয়ী করতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

মত বিনিময়ে বক্তব্য রাখেন হাবীব চৌধুরী জামাল মুক্তার, জহিরুল ইসলাম, আনোয়ার হোসেন বাদল, জোবায়ের আহমেদ রিপন, দেলোয়ার হোসেন, মাহে আলম শ্যামল, উম্মে হানি চৌধুরী, জামিল আহমেদ সহ সামাজিক ও আঞ্চলিক ও সাংবাদিক গণ।

উল্লেখ্য সাহাদাত হোসেন রনি কর্ম জীবনে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ক্রীড়ানুরাগী, সেই সঙে বৃহত্তর ঢাকা সমিতির সাবেক সহ সভাপতি। কমিউনিটিতে তার সততা ও স্বচ্ছতা সর্বজনবিদিত।

ফিনল্যান্ড আওয়ামী লীগের সম্মেলন সম্পন্ন

বিশেষ প্রতিনিধি

দেশজুড়ে নৌকা'কে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানিয়ে সম্পন্ন হলো ফিনল্যান্ড আওয়ামী লীগের সম্মেলন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের প্রায় অর্ধশত নেতৃবৃন্দর উপস্থিতিতে ফিনল্যান্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে সালেহ আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক মাইনুল ইসলাম নির্বাচিত হোন।

ফিনল্যান্ড আওয়ামী লীগের সম্মেলনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসেডিয়াম সদস্য এড. জাহাঙ্গীর কবির নানক টেলিকনফারেন্সে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, দন্ড প্রাপ্ত আসামী তারেক রহমান লন্ডনে বসে ষড়যন্ত্র করছে আর দেশে স্বাধীনতা ও দেশ বিরোধী শক্তি বাস্তবায়ন করছে। নৌকা জয়ের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন অব্যাহত রাখার আহ্বান করেন।

সম্মেলনের প্রথম পর্বে সর্ব ইউরোপিয়ান আওয়ামী লীগের সভাপতি এম নজরুল ইসলাম প্রধান অতিথির বক্তব্যে সকল অপশক্তি উপেক্ষা করে জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে স্মার্ট বাংলাদেশ বির্নিমানে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকাকে জয়যুক্ত করতে হবে। প্রধান বক্তা সর্ব ইউরোপিয়ান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমান বলেন, বঙ্গবন্ধুর ডাকে ৭১ এ আমরা যেমন হারিনি, তেমনি ২০২৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও নৌকা জয়ে আরেকবার বাংলাদেশ জয়ী হবে।

ফিনল্যান্ড আওয়ামী লীগের সম্মেলনে ইউরোপের নেতৃবৃন্দ, নৌকাকে জয়যুক্ত করার মধ্য দিয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে আবারো প্রধানমন্ত্রী করার অঙ্গিকারাবদ্ধ হোন। বক্তারা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ বুকে ধারণ করে, জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতির ভাগ্য উন্নয়নে সারা বাংলা জুড়ে নৌকা বিজয়ের আহ্বান। জার্মান, পর্তুগাল, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক, স্পেন, সুইডেন, নরওয়ে, গ্রিস, ইতালি, সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক, ফ্রান্স ও পোল্যান্ড আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় পর্বে সকলের সর্বসম্মতিতে ফিনল্যান্ড আওয়ামী লীগের সম্মেলনে সালেহ আহমেদ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মাইনুল ইসলাম নির্বাচিত হোন। এসময় নেতৃবৃন্দ ফিনল্যান্ড আওয়ামী লীগের নব নির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

শামীম মিয়ার বঙ্গবন্ধুকে ধরে রাখার ইতিকথা

যুক্তরাজ্য

লাবন্য চৌধুরী, ইতালি

তিনি একজন যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাংলাদেশি, একদিকে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, পাশাপাশি একজন দক্ষ রাজনীতিবিদ, কিন্তু তার আগে তিনি একজন শিক্ষক।

বাংলাদেশের সিলেট জেলার মৌলভিবাজার এর কৃতি সন্তান এই মোহাম্মদ শামীম মিয়া। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে টেমস নদীর দেশে বাস করছেন। সাফল্যের উচ্চ শিখরে যতোটাই উঠেছেন ততোটাই ধারণ করে রেখেছেন বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা ও বঙ্গবন্ধু আর তার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কে।

মোহাম্মদ শামীম মিয়া মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের ও বঙ্গবন্ধুর সংগগঠন আওয়ামী লীগের একজন সৈনিক। যুক্তরাজ্যের হ্যাম্পশায়ার আওয়ামী লীগের সভাপতি। সংগঠনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রেখেছেন স্বচ্ছতা আর দক্ষতার ছোঁয়া। রাজনৈতিক আবহের বাহিরে নিজের দেশ, দেশের ইতিহাস, দেশের উন্নয়ন ও গর্ব, গুলো তার

সাউদাম্পটন এর জাহাঙ্গীর রেস্টুরেন্টের ধরে রেখেছেন ছবির ফ্রেমে। যেন মননকে ফ্লাস ব্যাকে মুহুর্তে ই নিয়ে যায় প্রানপাখি বাংলায়।

শুধু তাই নয় সকল প্রতিকূলতা কে জয় করে মোহাম্মদ শামীম প্রায় পনের বছর আগে ২০০৮ সালে নির্মাণ করেছিলেন

ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার লক্ষে শহীদ মিনার। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ২১ শে ফেব্রুয়ারি তে সেদিন প্রবাসী বাংলাদেশিরা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। সঙে থাকে প্রজন্ম রা তারা বহন করে সেই ইতিহাস ও গৌরব কে, বহন করে ত্যাগ আর দেশ প্রেম কে আর একজন মোহাম্মদ শামীম মিয়া কে। যিনি সভ্যতার উচ্চ শিখরে বিলাস বহুল জীবনে গাঁ ভাসিয়ে না দিয়ে যুগের পর যুগ লালন করে চলেছেন মা, মাটি, দেশ, আর বাংলাদেশ কে।

একটি মোমবাতি দিয়ে যেমন অসংখ্য মোমবাতি জ্বালানো যায় তেমনি একটি আলোকিত অন্তরাত্মা পারে অসংখ্য ঘুমন্ত অন্তরাত্মা কে জাগাতে। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথেই হাঁটছেন মোহাম্মদ শামীম মিয়া। প্রজন্মদের নিয়ে কাজ করতে চান, বাংলাদেশের জাতীয় উৎসব, সংস্কৃতি আর কৃষ্টি কে বিশ্ব ব্যাপী ছড়িয়ে দিতে চান। দেশের উন্নয়নে একজন মুজিব আদর্শের কর্মী হয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে তুলতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত কে শক্তিশালী করতে চান।

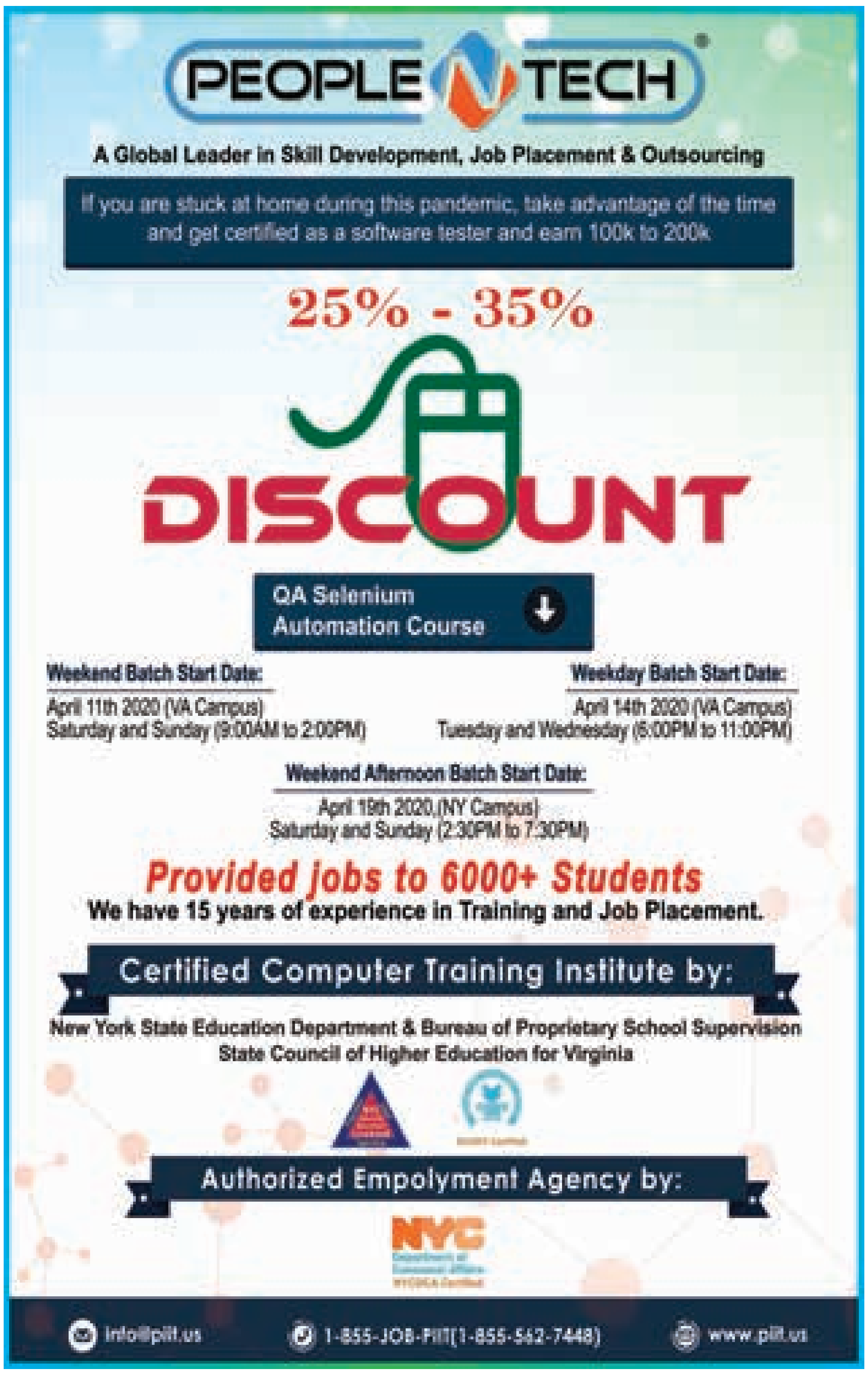
PEOPLE N TECH
A Global Leader in Skill Development, Job Placement & Outsourcing
If you are stuck at home during this pandemic, take advantage of the time and get certified as a software tester and earn 100k to 200k
25% - 35%
DISCOUNT
QA Selenium Automation Course
Weekend Batch Start Date:
April 11th 2020 (VA Campus)
Saturday and Sunday (9:00AM to 2:00PM)
Weekday Batch Start Date:
April 14th 2020 (VA Campus)
Tuesday and Wednesday (6:00PM to 11:00PM)
Weekend Afternoon Batch Start Date:
April 19th 2020,(NY Campus)
Saturday and Sunday (2:30PM to 7:30PM)
Provided jobs to 6000+ Students
We have 15 years of experience in Training and Job Placement.
Certified Computer Training Institute by:
New York State Education Department & Bureau of Proprietary School Supervision
State Council of Higher Education for Virginia
Authorized Empolyment Agency by:
NYC
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free
Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

যুক্তরাষ্ট্রে আইন সেবায় আস্থার নাম অ্যাটর্নি নরেশ গেহি

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয় দেশটিতে স্থায়ী বসবাসের অনুমতি পেতে। অনেকে অনেক পন্থা অবলম্বন করেও সফল হন না। বরং বার বার চেষ্টা করে নিজের সময় ও অর্থের অপচয় হয়। দেশটির আইন কানুন নিয়ে অভিবাসন প্রত্যাশীদের ধারণা কম থাকায় পড়তে হয় এই সমস্যায়। তবে এসব সমস্যা সমাধান করে সহজেই দেশটিতে স্থায়ী বসবাসের অনুমতি অথবা গ্রিন কার্ড পাওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে স্বনামধন্য আইনি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান গেহি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েট।

গেহি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্বস্ত ও স্বনামধন্য আইনি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান। গত দুই দশক ধরে প্রতিষ্ঠানটি ইমিগ্রেশন, ব্যাংক্র্যাপ্টসি, ক্রেডিট কার্ড মেটার,

অ্যাটর্নি নরেশ গেহি

ডিভোর্স, সিটিজেনশিপ, চাইল্ড কাস্টডি, চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন ও ফিয়ানসিসহ সব ধরনের ভিসা প্রসেসিং সেবা তুলনামূলক কম ফি'তে দিয়ে থাকে। নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস, ওজোন পার্কের লিবারটি অ্যাভিনিউ ও জামাইকা অ্যাভিনিউতে প্রতিষ্ঠানটির অফিস রয়েছে। বাংলাদেশি কমিউনিটির পাশাপাশি দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, আর্জেন্টিনা; ভারতীয় উপমহাদেশের ভারত, পাকিস্তান, তিব্বত, নেপালের কমিউনিটির কাছে প্রতিষ্ঠানটি ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। গেহি অ্যান্ড এসোসিয়েটসের কর্ণধার ভারতীয় বংশোদ্ভুত আমেরিকান আইনজীবী অ্যাটর্নি নরেশ গেহি। যার সুনাম পুরো যুক্তরাষ্ট্রে। বিশেষ করে নিউইয়র্কে তার জনপ্রিয়তা অনন্য।

অ্যাটর্নি নরেশ গেহি প্রতির্ষ্ঠিত 'গেহি অ্যান্ড এসোসিয়েটস' নিউইয়র্কে তিনটি অফিস থেকে ছয় জন এটর্নীসহ প্যারালিগ্যাল ও অন্যান্য ৩৫ জন স্টাফ মেম্বার নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনটি অফিসের অবস্থান হচ্ছে: ১৭৩-২৯ জ্যামাইকা এভিনিউ, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২ (ফোন: ৭১৮-৭৬৪-৬৯১১), ১০৪-০৫ লিবার্টি এভিনিউ, ওজোন পার্ক, নিউইয়র্ক ১১৪১৭ (ফোন: ৭১৮-৫৭৭-০৭১১)।

যুক্তরাষ্ট্রে বছরে প্রাণ হারায় লাখো হরিণ!

এমারান হোসেইন

ভোরের আলো ঠেলে হঠাৎ সামনে এসে পড়ে ইয়া বড় টগবগে এক হরিণ। পড়ন্ত বিকেলের আলো-আধাঁরী মহাসড়কে মটর গাড়ির ঝলমলে অলোয় আচড়ে পড়ে এক মায়াবী হরিণ। মুহুর্তে সড়কে প্রাণসংহার । কি এক রুঢ় বাস্তবতায় সড়কে পড়ে রইলো নিথর হরিণটি। রাতের কোন এক সময়ে পুলিশ এসে মায়াভরা হারণটিকে সড়কের পাশে সড়িয়ে দেন। এভাবে প্রতি বছর যুক্তরাষ্ট্রের সড়ক-মহাসড়কে দূঘটনায় প্রাণ হারায় প্রায় ১০লাখ হরিণ। পাশাপাশি বছরে দূর্ঘটনার শিকার হয়ে ১শ২০জন মানুষ মারা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের বন্যপ্রাণী তথ্যদাতা (ওয়াইল লাইফ ইনফরমার) থেকে পাওয়া পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়- যুক্তরাষ্ট্রের পাহাড়,বন জঙ্গলে ৩৬ মিলিয়ন হরিণ রয়েছে।

টেক্সাস এএন্ডএম বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ স্টিফেন ওয়েব বলেছিলেন- হরিণ ক্রেপাসকুলার-যার অর্থ ভোর এবং সন্ধ্যায় সবচেয়ে সক্রিয়। হরিণ

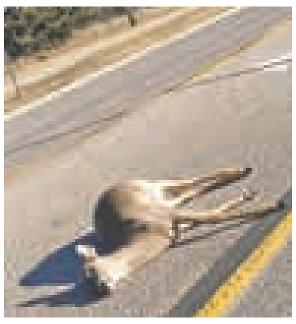

মানুষের বিপরীতে,রাতে আট ঘন্টা ঘুমাইনা,সারাদিন চলাফেরা করে থাকে। হরিণের আচরণ ঘনিষ্টভাবে পরীক্ষা করে তিনি বলেন- তারা মূলত: একটি চক্রের মধ্যে দিয়ে চলফেরা করে। তারা গ্রীষ্মকালে দিনে প্রায় ৭-৮পাউন্ড খাবার খেতে পারে। এটি শুধুমাত্র তরুণ বন ও গাছপালা। তাই দ্রুত হরিণের প্রজনন বৃদ্ধি পায়। । হরিণের প্রজনন খুব দ্রুত বাড়ে। শীত আসার সাথে সাথে হরিণের জনসংখ্যা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে শংকা বাড়ে। যুক্তরাষ্ট্রে তৃণভোজি হরিণের ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে পাহাড়-বন-সমতল ও উদ্যানগুলোতে ক্ষতিকর প্রবাব ফেলছে। গভীর বনের কঁচি পাতা খেয়ে ফেলার কারণে উদ্ভিত এবং নাইট্রোজেন চক্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত প্রক্রিয়াকে দারুণভাবে প্রবাভিত করে চলেছে।

সম্প্রতি একটি গবেষণাপত্রে উঠে আসা তথ্য " কারেন্ট বায়োলজি" তে দেখানো হয়েছে-যুক্তরাষ্ট্রে (১৯৯৪-২০২১ সালে ২৩টি -রাজ্যে) এক মিলিয়নেরও বেশী প্রাণী ও বাহন সংর্ঘষ হয়েছে। এর ৯০শতাংশ হরিণের সাথে সংর্ঘষ হয়েছে। বীমা কোম্পানী স্টেট র্ফাম জানায়-পশুজাত দূর্ঘটনায় অন্তত:৬৯শতাংশ হরিণ দায়ী। দেখা গেছে- বছরের নভেম্বর মাসে হরিণ সবচেয়ে বিপদজনক হয়ে ওঠে। কারণ এসময়ে হরিণ প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকে। তাই বছরের অন্যসময়ের তূলনায় এসময়ে হরিণ সড়কে-মহাসড়কে বেশ ছোটছুটি করে বেশী। এতে অধিকহারে দূর্ঘটনা বাড়ে। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রে ১৫ নভেম্বর থেকে জানুয়ারী শেষ পর্যন্ত বন্যপ্রাণী শিকার চলে।

Happy Thanksgiving

PREMIUM SUPERMARKET

HALAL

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (Nov 24 - 30, 2023) | Promo Code : PSP47

- SALE $15.99/EA — SIZE 8/10 — HILSHA SHAHJALAL BRAND
- SALE $20.99/EA — SIZE 10/12 — HILSHA CROWN BRAND
- SALE 2/$28.99 — SIZE 3 KG — ROHU
- SALE $2.99/LB — PANGASH WHOLE
- SALE $3.49/LB — GOLDEN POMPANO FROZEN
- SALE $3.29/LB — TILAPIA FILLET
- SALE $9.99/EA — 31/40 2LB BAG — SHELL-ON EZ-PEEL HEADLESS SHRIMP
- SALE 3/$5.00 — EACH $1.99 — 250 GM — CROWN FARMS GURA BAILA
- SALE 3/$5.00 — EACH $1.99 — 250 GM — CROWN FARMS KOI BLOCK
- SALE 2/$5.00 — EACH $2.99 — 250 GM — CROWN FARMS DESHI PUTI BLOCK
- SALE 3/$5.00 — EACH $1.99 — KESKI TRAY (HAOR)
- SALE $18.99/EA — 20 LB — KRISHOK BASMATI RICE
- SALE $13.99/EA — 1 GALLON — OLIO VILLA POMACE OIL
- SALE $15.99/EA — 5 LTR — KIRLANGIC SUNFLOWER OIL
- SALE 2/$6.99 — 1 LITR — RAJDHANI MUSTARD OIL
- SALE 2/$5.00 — 560 GM — MAGGI MASALA NOODLES
- SALE $11.99/EA — 56.5 OZ — NESTLE COFFEE MATE
- SALE 2/$7.00 — 4 LB — DOMINO SUGAR
- SALE $18.99/EA — 22 LB — FIVE ROSES ALL PURPOSE FLOUR
- SALE $3.79/EA — WITH $75 PURCHASE — CREAM-O-LAND MILK GALLON

PREMIUM SUPERMARKET — CONTACT — WhatsApp Number

168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432	347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004	347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208	347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372	347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462	347-658-0134

FREE PARKING IN BELLEROSE STORE

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

WE ACCEPT EBT

ADI'S SUPERMARKET

1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135

FOOD CERTIFIED 100% HALAL

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (November 17 - 30, 2023) | Promo Code : PSP07

WE ACCEPT EBT CARDS — WE ACCEPT OTC CARDS

FREE ONION 10 LB WITH PURCHASE OF $50.00 UP

- SALE $2.99/LB — ZABIHA HALAL — BEEF WITH BONE SINA MIX
- SALE $2.99/LB — CUBE CUT — ZABIHA HALAL — FROZEN GOAT
- NO CUT NO CLEAN — SALE 79¢/LB — ZABIHA HALAL — CHICKEN QUARTER LEG
- SALE $1.99/LB — ZABIHA HALAL — CHICKEN BREAST
- SALE $31.99/EA — 50 LB — DELTA PARBOILED RICE
- 1 KG — SALE $17.99/EA — HILSHA
- 3 KG — SALE $11.99/EA — ROHU
- 3 KG — SALE $2.49/LB — MRIGEL
- SALE $3.29/LB — GOLDEN POMPANO FROZEN
- SALE $12.99/EA — 10 LB — FRESH FOOD KALIJEERA
- SALE $5.99/EA — PER PACK — LOOSE BAILA CROWN BRAND
- SALE 3/$5.00 — 200 GM — SHAHAJALAL TRAY KESKI
- SALE $8.99/EA — 31/40 2LB BAG — SHELL-ON EZ-PEEL, BLUE SEA HEADLESS RAW SHRIMP
- SALE 2/$6.99 — 2 KG — TEER ATTA / MAIDA
- SALE $18.99/EA — 20 LB — KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
- SALE $7.99/EA — 25 PCS — KAWAN PARATHA
- 300 G — SALE 3/$5.00 — OWNER DRY CAKE
- SALE 2/$6.99 — 100 TEA BAG — LIPTON TEA SACHET
- SALE 3/$3.00 — 26 OZ — RED CROSS SALT
- SALE 2/$6.99 — 4 LB — DOMINO SUGAR

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

SHOP & WIN $250 RAFFLE DRAW — Premium Supermarket

11TH WEEK LUCKY WINNERS NOV 11TH TO NOV 17TH 2023

BELLEROSE	BRONX	JACKSON HEIGHTS	JAMAICA	OZONE PARK
THARU, TAZ	TANEEZA RAZO, BIBI MOURIFF, MD S ALI	ALAMGIR, SHARIF KHAN	JAMAL ISLAM, MOHAMMED KHAN, MD HASSAN	PRIYA MALEK, MOHAMMAD ROSUL, EMRAN HUSSAIN
TEL: 347-657-8911	TEL: 347-658-0134	TEL: 347-658-4362	TEL: 347-626-8798	TEL: 347-658-0972

10TH WEEK LUCKY WINNERS PICTURE

BELLEROSE — THARU, TAZ
BRONX — RAMEL HUSSAIN, SUMAIYA SWEETY, MAIDUL ISLAM
JACKSON HEIGHTS — MD. TARIF KHAN, MD. LUTFOR RAHMAN MIZANUR RAHMAN
JAMAICA — ANTHONY JOHNSON, SHAHANA PARVIN, AFIA BEGUM
OZONE PARK — ISHTIAQUE ALI, MUHAMMAD A. NUSRAT TANZIA

SHOP TODAY.... YOU CAN WIN $250 STORE VOUCHERS WEEKLY

SHOP TODAY AND BE A WINNER

ADI'S SHOP & WIN $250 RAFFLE DRAW — ADI'S BRONX

9TH WEEK LUCKY WINNERS 17 NOVEMBER, 2023

SHARUACTHU BACHU | RUMEL | SHUKUR ALI

8TH WEEK WINNERS PICTURES

10TH WEEK LUCKY WINNERS 18 NOVEMBER, 2023

ABU | SHANKAR KARMAKAR | RAYHAN

7TH WEEK WINNERS PICTURES

আমরা ইবিটি ও ওটিসি কার্ড গ্রহণ করি

WE ACCEPT OTC Network EBT CARDS

ADI'S SUPERMARKET
1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135

SHOP EVERYDAY AND BECOME A WINNER OF $250 WEEKLY

উদীচীর আড়ম্বরপূর্ণ ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

উত্তর আমেরিকা অফিস

১৯ নভেম্বর রোববার যুক্তরাষ্ট্রে উদীচীর ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী গভীর শ্রদ্ধা ও আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে পালিত হয়। স্থানীয় কুইন্স প্যালেসে কমিউনিটির বিশিষ্টজন ও সাধারণের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল স্থানীয় বাফা, শিল্পকলা একাডেমী, বহ্নিশিখা, রবীন্দ্র একাডেমী সহ স্থানীয় শিল্পী সংস্থা সমূহকে। এছাড়া অংশগ্রহণ করে উদীচীর ব্রঙ্কস ও জ্যামাইকা শাখা। উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী ছাড়াও ছিলেন বিশিষ্ট একক শিল্পী ও আবৃত্তিকারগণ। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কনসাল অফিসের প্রধান কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা।

অনুষ্ঠানের সুচনা হয় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং বেলুন উড়িয়ে। সন্ধ্যা সাড়ে ঠিক সাড়ে চারটায় বিশিষ্ট লোকগীতি শিল্পী ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিক রথীন্দ্রনাথ রায় ও কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন এবং সংগঠনের সভাপতি বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা সুব্রত বিশ্বাস বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন। মুহুর্মুহু শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে, তার সাথে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর উদ্বোধনী সংগীত এক আনন্দপূর্ণ আবেগের পরিবেশ তৈরি করে। উদ্বোধনের প্রাক্কালে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন শিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায় এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা। তিনি বলেন, প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতির বিকাশ আমাদেরকে সম্মানিত ও গর্বিত করে। সংস্কৃতির বিকাশ যাতে বাঙালি কমিউনিটিতে প্রসার লাভ করে তিনি সর্বতোভাবে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তিনি উদীচীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আলীম উদ্দীন।

উদ্বোধনী পর্বের পর শোক প্রস্তাব ও নিন্দা প্রস্তাব পাঠ করেন সংগঠনের প্রচার সম্পাদক জাকির হোসেন। শোক প্রস্তাবে সম্প্রতি বিশিষ্ট কবি আসাদ চৌধুরী ও জামালপুর উদীচীর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদকের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। এছাড়া সংগঠন করতে গিয়ে বিভিন্ন সময় প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর আক্রমণে আত্মাহুতি দেওয়া সংগঠনের নেতাকর্মী, শিল্পী ও মুক্তিযুদ্ধে এবং যুদ্ধ পরবর্তীতে সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

গাজায় প্যালেস্তাইন জনগণের ওপর জায়নবাদী ইজরায়েলের গণহত্যার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন এবং যুদ্ধ বন্ধে বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক সরকার ও জনগণকে এগিয়ে আসার আহবান জানানো হয়। এছাড়া ভারতের 'পিপ্পা' ছবিতে এ আর রহমান জাতীয় কবি নজরুলের কালজয়ী গান 'কারার ঐ লৌহ কপাট' গানের সুরারোপ বিকৃত করার নিন্দা এবং ক্ষমা প্রার্থনার জন্য প্রযোজক ও গায়কের প্রতি আহবান জানানো হয়।

শোক প্রস্তাবের পর সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। তারপর সংগঠনের সহসভাপতি শরাফ সরকার শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। তিনি আমন্ত্রিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এরপরে আসে নির্ধারিত আলোচকবৃন্দের আলোচনা পর্ব। আলোচক ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায়, লেখক ও সাহিত্যিক কুলদা রায়, লেখক ও প্রকাশক সাগর লোহানী এবং উদীচীর সভাপতি সুব্রত বিশ্বাস। সম্পাদক একে একে আলোচকদের মঞ্চে আহবান জানান। এবং তাদেরকে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উত্তরীয় পরিয়ে দেওয়া হয়।

সাধারণ সম্পাদকের নাতিদীর্ঘ সূচনা বক্তব্যের পর আলোচনাপর্ব শুরু হয়। প্রথমে সাগর লোহানী তার বক্তব্যে বলেন, উদীচী দীর্ঘদিন থেকে এই প্রবাসে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। তিনি বলেন, উদীচীকে দেশের মতো করে এখানে সংস্কৃতি চর্চা করলে হবে না। এখানকার পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলা সংস্কৃতি পৌছে দিতে হবে।

লেখক সাহিত্যিক কুলদা রায় বলেন, দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল। শাসকগোষ্ঠী বাংলাকে হিন্দুর সংস্কৃতি ও ভাষা অভিহিত করে সাম্প্রদায়িক প্রলেপ দেওয়ার অপচেষ্টা করা হয়েছে। ধর্মের নামে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বাংলা সংস্কৃতির ওপর আঘাত এসেছে।

হিট-এন্ড-রান ক্র্যাশে আরো এক বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত শিক্ষার্থী নিহত

মোহাম্মদ ইসলাম

আরিফ মোহাম্মদ নাদিম(১৮) নামের বাংলাদেশী একজন শিক্ষার্থী গত ১৯ নভেম্বর রোববার রাত ১০ঃ৩০ মিনিটের সময় তার কলেজ ক্যাম্পাস ওকল্যান্ড ক্যালিফোর্নিয়ার কাছে হিট-এন্ড-রান ক্র্যাশে নিহত হয়েছেন ("ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহে রাজেউন")।

হাইওয়ে ১৩তে সড়ক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এ বিষয়ে আলামেডা কাউন্টি করোনার অফিস দুর্ঘটনার শিকার নিউইয়র্ক সিটির ১৮ বছর বয়সী আরিফ মোহাম্মদ হিসাবে শনাক্ত করেছে। তারা জানায় যে, আরিফ মোহাম্মাদ ছিলেন একটি জিপকার ভাড়ার যাত্রী যেটি গত রোববার রাত সাড়ে ১০ টার দিকে লিংকন অ্যাভিনিউ এর দক্ষিণে অন্য একটি গাড়ির সাথে বিধ্বস্ত হয়। দুর্ঘটনার পর জিপকারটি অক্ষম হয়ে পড়ে, কিন্তু অন্য গাড়িটি চলে যায়।

আরিফ মোহাম্মদের পিতা হলেন মাইনুদ্দিন মোহাম্মদ (খোকন), পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়ে নিউ ইয়র্কে বসবাস করেন। আরিফের পরিবারের অন্য সদস্যরা হলেন তার মা এবং ছোট ৩ ভাই। আরিফ হলেন মরহুম নূর মোহাম্মদ নিউ ইয়র্কের রেষ্টুরেন্ট ব্যবসায়ীর নাতি। উনাদের বাড়ী হলো নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ী উপজেলার শরকামতা গ্রামে। আরিফদের পরিবার ৩ জেনারেশন ধরে আমেরিকায় বসবাস করছে এবং তার জন্মও আমেরিকায়।

সৈয়দ ইবরাহিমকে হাটহাজারীতে অবাঞ্ছিত ঘোষণা বিএনপির

ঢাকা অফিস

বিএনপির সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনের জোট ছেড়ে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়ায় বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ ইবরাহিমকে তাঁর নির্বাচনী এলাকা হাটহাজারীতে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়েছে। বুধবার বিকেলে হাটহাজারী উপজেলা ও পৌরসভা বিএনপি এবং অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেন।

হাটহাজারী উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক নূর মোহাম্মদ ও সদস্য সচিব গিয়াসউদ্দিন এক বিবৃতিতে বলেন, সৈয়দ ইবরাহিম শেষ বয়সে এসে স্বেচ্ছাচারিতা, লোভ লালসায় হয়ে অনৈতিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে এমন ঘৃণিত কাজ করেন।

৩৩ তম নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা ২৪-২৭ মে

উত্তর আমেরিকা অফিস

'যত বই তত প্রাণ' এই শ্লোগানে আগামী বছরের 'নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা' ২৪ -২৭ মে অনুষ্ঠিত হবে জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্ট সেন্টারে। মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের সভাপতি ড. নূরুন নবীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নির্বাহী কমিটির এক সাম্প্রতিক সভায় চারদিন ব্যাপী এই বইমেলার তারিখ নির্ধারণ করা হয়। ইতিপূর্বে বইমেলার আহ্বায়ক হিসাবে লেখক ও সাংবাদিক হাসান ফেরদৌসকে সর্বসম্মতভাবে মনোনীত করা হয়।

প্রবাসের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন মুক্তধারার আয়োজনে গত তিন দশকের বেশি ধরে অনুষ্ঠিত নিউ ইয়র্ক বাংলা বইমেলা বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বাইরে সর্ববৃহৎ বাংলা বইমেলা ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্মেলন হিসাবে ইতোমধ্যেই সর্বত্র আদৃত হয়েছে। বিগত ঐতিহ্য অনুসরণ করে ৩৩তম আসরেও বাংলা ভাষার সেরা লেখক এবং উভয় বাংলার জনপ্রিয় প্রকাশকবৃন্দ অংশগ্রহণ করবেন। নিউ ইয়র্ক ও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরের সাহিত্য সংগঠনকেও তাদের প্রকাশিত নতুন গ্রন্থ প্রদর্শনীর জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। উল্লেখযোগ্য, ২০২৩ সালে ৩২তম বইমেলায় প্রায় ৩০টির মত প্রকাশক ও সংগঠন অংশগ্রহণ করে।

কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে, ৩৩তম মেলাতেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে 'জি এফ বি/মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার' দেওয়া হবে। এই পুরস্কারের মূল্যমান ৩,০০০ মার্কিন ডলার। ইতিপূর্বে যারা এই পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন নির্মলেন্দু গুণ, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, দিলারা হাশেম, শামসুজ্জামান খান ও আসাদ চৌধুরী। মেলায় অংশগ্রহণকারী সেরা প্রকাশককে 'চিত্তরঞ্জন সাহা প্রকাশক পুরস্কার' প্রদানের ব্যাপারেও সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই পুরস্কারের মূল্যমান ৫০০ মার্কিন ডলার।

চ্যাটজিপিটির মালিক OpenAI নাটক!

বিশেষ প্রতিনিধি

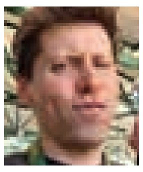
স্যাম অল্টম্যান

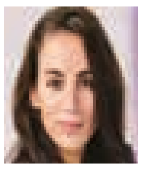
মিরা মুরাতি

ওপেনএআই টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে। ১৮ নভেম্বর রোববার জল্পনা ছিল ফের একবার ওপেনএআই-তে ফিরতে পারেন সদ্য বহিষ্কৃত সিইও স্যাম অল্টম্যান। কিন্তু নতুন আপডেটে জানা যাচ্ছে, সেই পরিকল্পনা ভেস্তে গিয়েছে। কোম্পানি ইতিমধ্যেই নতুন সিইও হিসেবে বেছে নিয়েছেন টুইচ-এর প্রাক্তন সিইও এমেত শিয়ারকে। ফলে স্পষ্ট যে, মাত্র একদিন আগে অন্তর্বর্তীকালীন সিইও হিসেবে যোগ দেওয়া মিরা মুরাতিও নিজের পদ হারাচ্ছেন। এই নিয়ে শেষ ৩ দিনে মোট ৩ জন, সিইও বদল হল ওপেনএআই-তে। ওপেনএআই বোর্ডের ডিরেক্টর ইলিয়া সুটস্কেভার এই আপডেটের বিষয়ে কর্মীদের তথ্য জানিয়েছেন। যদিও কোম্পানির তরফে এখনও অফিসিয়ালি কোনও তথ্য জানানো হয়নি।

এই পুরো বিষয়টি শুরু হয় ১৮ নভেম্বর থেকে। ওপেনএআই হঠাৎ করেই সিইও স্যাম অল্টম্যানকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করে যা নিয়ে শুরু হয় জোর আলোচনা। বলা হয় তাঁর উপর আর ভরসা রাখতে পারছে না কোম্পানি। এরপরই তাঁর জায়গায় এনে বসানো হয় কোম্পানির সিটিও মিরা মুরাতিকে। যদিও তাঁকেও মাত্র এক দিনের মধ্যে সেই পদ থেকে সরিয়ে ফেলা হয়।

মনে করা হচ্ছে, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে অল্টম্যানের পাশে দাঁড়াতেই চাকরি গিয়েছে মিরার। অল্টম্যান সম্প্রতি টুইটারে ওপেনএআই টিমের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে একটি পোস্ট করে। সেই পোস্টে গিয়ে মিরা মুরাতি একটি নীল হার্ট পোস্ট করে কমেন্ট করেন, "আমি ওপেনএআই টিমকে খুব ভালোবাসি।" এরপরেই তাঁরও চাকরি যায়।

একটি রিপোর্টে জানা গিয়েছে, অল্টম্যানকে কোম্পানি থেকে ছাঁটাই করার পর থেকেই ওপেনএআই ছাড়ার ঢল পড়েছে কর্মীদের মধ্যে। তিনি ফিরে আসতে পারেন, এই জল্পনায় শুরু হয়েছিল, কিন্তু সাম্প্রতিক আপডেটে সেই সম্ভাবনা খারিজ হয়ে যাওয়ায় কোম্পানি ছাড়ার ঢল নেমেছে। রিপোর্টে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকজন কর্মী ইতিমধ্যেই তাঁদের পদত্যাগপত্র জমা দিতে শুরু করেছেন। সঠিক সংখ্যা রিপোর্টে উল্লেখ না করা হলেও, বলা হচ্ছে তা ৫০০ এর বেশি।

ওপেনএআই তাদের নতুন অন্তর্বর্তী সিইও এমেত শিয়ারের ভূয়সী প্রশংসা করেছে। বোর্ডের তরফে বলা হয়েছে, 'শিয়ারের অনন্য দক্ষতার সংমিশ্রণ, বিশেষ জ্ঞান ওপেনএআই কে এগিয়ে নিয়ে যাবে।'অ্যাডাম ডি'অ্যাঞ্জেলো, হেলেন টোনার, ইলিয়া সুটস্কেভার এবং তাশা ম্যাককলি- বোর্ডের চার সদস্যই এমেত শিয়ারের নতুন সিইও হওয়ার প্রস্তাবে সায় দিয়েছেন।

sunman express
global money transfer
টাকা পাঠানো
এখন আরো
সহজ
DOWNLOAD
MOBILE APP
SUNMAN EXPRESS MOBILE APP
sunmanexpress.com
718-505-2224
JAMUNA BANK
DHAKA BANK LIMITED
EXCELLENCE IN BANKING
aibl
UCB
bKash

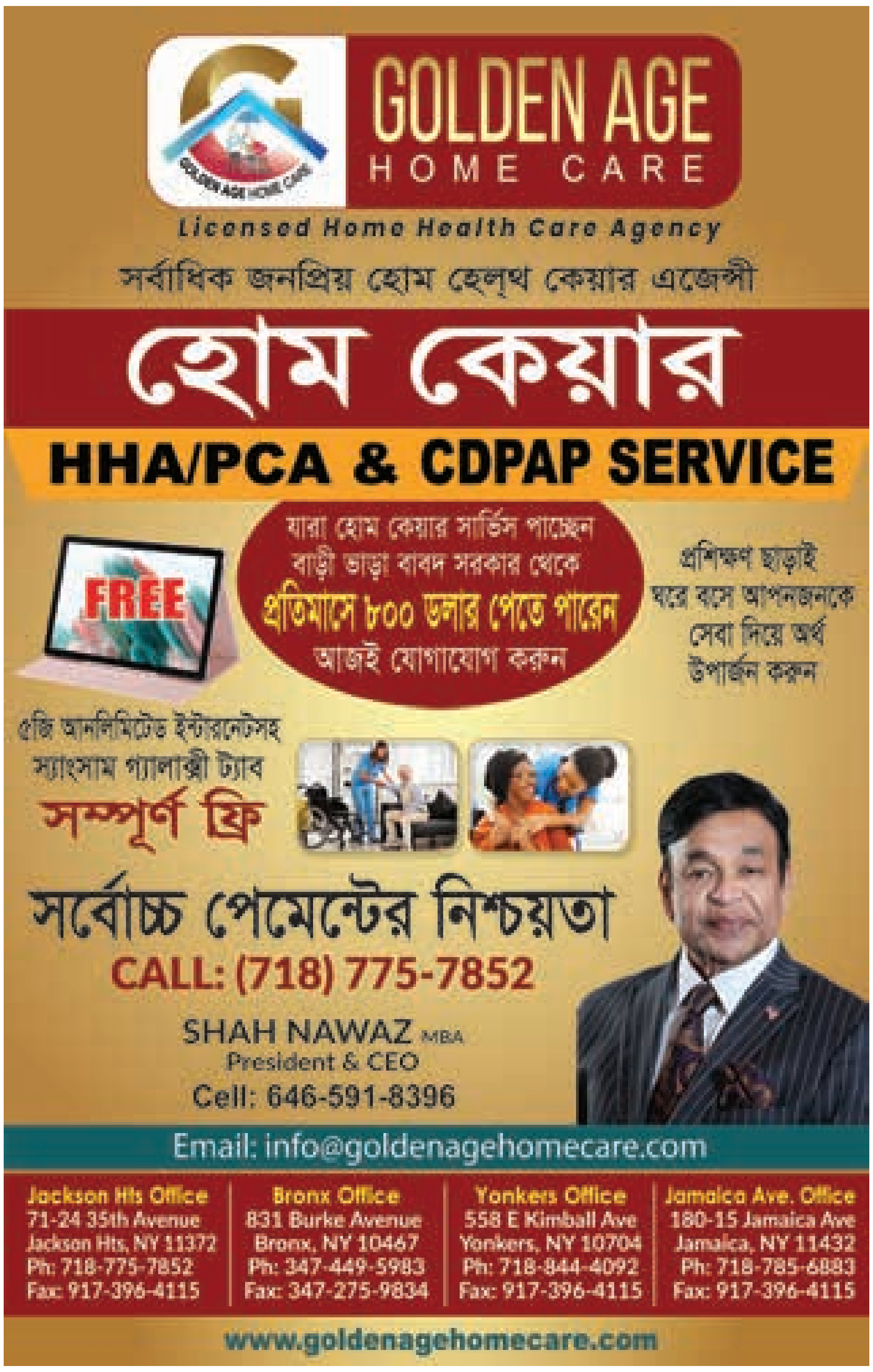
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন
প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন
FREE
৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যামসাং গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com
Jackson Hts Office
71-24 35th Avenue
Jackson Hts, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115
Bronx Office
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
Yonkers Office
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115
Jamaica Ave. Office
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115
www.goldenagehomecare.com

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
IRS e-file PROVIDER
tax refund
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Save Yourself
This Tax Season
Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)
ENROLLED AGENT
Authorized e-file Provider
Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com
প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে
আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।
Tax Immigration Real Estate
Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
Sales and Payroll Tax
Business Licenses and Setup
FBAR and FATCA Filing
Notary Public
Immigration Form Fill-Up Services
Credit Repair, Real State and much more...
Member of
NYSSEA
naea
National Association of Enrolled Agents
184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

মিশিগানের প্রবাসী বাঙালিদের জন্য সুখবর নিয়ে এসেছে টার্কিস এয়ার লাইনস

পার্থ সারথী দেব

মিশিগানে বসবাসরত প্রবাসী বাঙালিদের জন্য সুখবর নিয়ে এসেছে টার্কিস এয়ার লাইনস। এখন থেকে আর ঘন্টার পর ঘন্টা অন্য বিমান বন্দরে অপেক্ষা করতে হবে না পরবর্তী ফ্লাইট ধরার জন্য। এখন ডেট্রয়েট থেকে সরাসরি ইস্তাম্বুল এবং ইস্তাম্বুল থেকে ঢাকা। ১৫ নভেম্বর বুধবার থেকে টার্কিস এয়ার লাইনসের একটি বিমান মিশিগানের ডেট্রয়েট থেকে ইস্তাম্বুল যাত্রা শুরু করেছে। টার্কিস এয়ার লাইনসের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায়, টার্কিস এয়ার লাইনস ডেট্রয়েট থেকে ইস্তাম্বুল ফ্লাইট শুরুর মাধ্যমে আমেরিকায় তাদের ১৩তম গেটওয়ে চালু করেছে। বিশ্বব্যাপী ৩৪০টিরও বেশী গন্তব্যের সাথে তাদের সংযোগ রয়েছে। এয়ার লাইনসের বোর্ড চেয়ারম্যান আহমেত বোলাত জানান, মধ্যপশ্চিম অঞ্চলে আরেকটি গেটওয়ে চালু করায় ডেট্রয়েটসহ বিভিন্ন এলাকার ভ্রমণকারীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করবে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে টার্কিস এয়ার লাইনস ডালাস, সিয়াটল, ডেট্রয়েটে রুট খোলার মাধ্যমে আমেরিকায় তাদের উপস্থিতি প্রসার করেছে। প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার ডেট্রয়েট থেকে ইস্তাম্বুল ও ইস্তাম্বুল থেকে ডেট্রয়েট তিনটি ফ্লাইট যাওয়া আসা করবে বলে প্রেস রিলিজ থেকে জানা গেছে। ডেট্রয়েট থেকে ফ্লাইটগুলো ছেড়ে যাবে রাত ৯টা ৩৫মিনিটে এবং ইস্তাম্বুল পৌঁছাবে বেলা ৩টা ৩৫মিনিটে। অন্যদিকে ইস্তাম্বুল থেকে ফ্লাইট ছাড়বে বিকেল ৩টা ৪৫মিনিটে এবং ডেট্রয়েট পৌঁছাবে সন্ধ্যা ৬টা ৫০মিনিটে। ডিসেম্বরের ২৫ তারিখ থেকে শনিবারেও আরেকটি ফ্লাইট যুক্ত হবে বলে জানা গেছে। ওয়েন কাউন্টি এয়ারপোর্ট অথরিটি'র সিইও চ্যাড নিউটন জানান, টার্কি এয়ার লাইনসের ফ্লাইট সংযোজনের ফলে যাত্রীরা উপকৃত হবেন। এ ফ্লাইট চালু হওয়ায় মিশিগান প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে আনন্দ দেখা দিয়েছে। কারণ এ ফ্লাইট চালু হওয়ার আগে মিশিগান প্রবাসীরা ৬/৭ ঘন্টা বিভিন্ন এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করতে হতো তাদের পরবর্তী কানেকটিং ফ্লাইট ধরার জন্য, এতে শিশু নারীসহ বয়স্ক মানুষদের দুর্ভোগ পোহাতে হতো। ডেট্রয়েট থেকে গতকাল রাতে ছেড়ে যাওয়া ফ্লাইটে বেশ কজন বাঙালি ছিলেন বলে জানা গেছে।

বিবিসির ১০০ প্রভাবশালী নারীর তালিকায় বাংলাদেশের আইভি

ঢাকা অফিস

বিশ্বের প্রভাবশালী ১০০ নারীর তালিকা প্রকাশ করেছে বিবিসি। চলতি বছরের এই তালিকায় স্থান পেয়েছেন বাংলাদেশের জান্নাতুল ফেরদৌস আইভি।

বাংলাদেশের জান্নাতুল ফেরদৌস আইভি সম্পর্কে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এক অগ্নি দুর্ঘটনায় তার শরীরের ৬০ শতাংশ পুড়ে যায়। এই মর্মান্তিক ঘটনা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনি একজন চিত্রনির্মাতা, লেখক ও অধিকারকর্মীর ভূমিকায় অবতীর্ন হন।

রাজনীতি ও শিক্ষা, সংস্কৃতি ও খেলাধুলা, অধিপরামর্শ ও সক্রিয়তা এবং স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান- এই চার ক্যাটেগরিতে প্রভাবশালী নারীর তালিকা প্রকাশ করে বিবিসি। ২১ নভেম্বর মঙ্গলবার ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিবিসি বিশ্বের ১০০ অনুপ্রেরণাদায়ী ও প্রভাবশালী নারীর এ তালিকা প্রকাশ করে।

তালিকায় অন্যান্যদের মধ্যে আছেন- সাবেক মার্কিন ফার্স্ট লেডি মিশেল ওবামা, মানবাধিকার বিষয়ক আইনজীবী আমাল ক্লুনি, এআই বিশেষজ্ঞ তিমনিত গেবরু, নারীবাদের আইকন গ্লোরিয়া স্টেইনেম, হলিউড তারকা আমেরিকা ফেরেরা, ভারতীয় নারী ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হারমানপ্রীত কৌর ও বলিউড অভিনেত্রী দিয়া মির্জা।

জান্নাতুল ফেরদৌস প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষা আন্দোলনের একজন কর্মী। তিনি ভয়েস অ্যান্ড ভিউজের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৯৭ সালের স্নাতক (সম্মান) শেষ করেন তিনি। ওই বছর একদিন রান্না করতে গিয়ে ওড়নায় আগুন লেগে যায় তার। দগ্ধ হয়েছিল শরীরের ৬০ ভাগ। মুখ, শরীরের ওপরের অংশ পুড়ে কুঁচকে বিকৃত হয়ে যায়। তারপরও বেঁচে যান আইভি। গলা লেগে গিয়েছিল ঘাড়ের সঙ্গে। এ পর্যন্ত চামড়া প্রতিস্থাপনসহ অস্ত্রোপচার লেগেছে প্রায় ৫০টি।

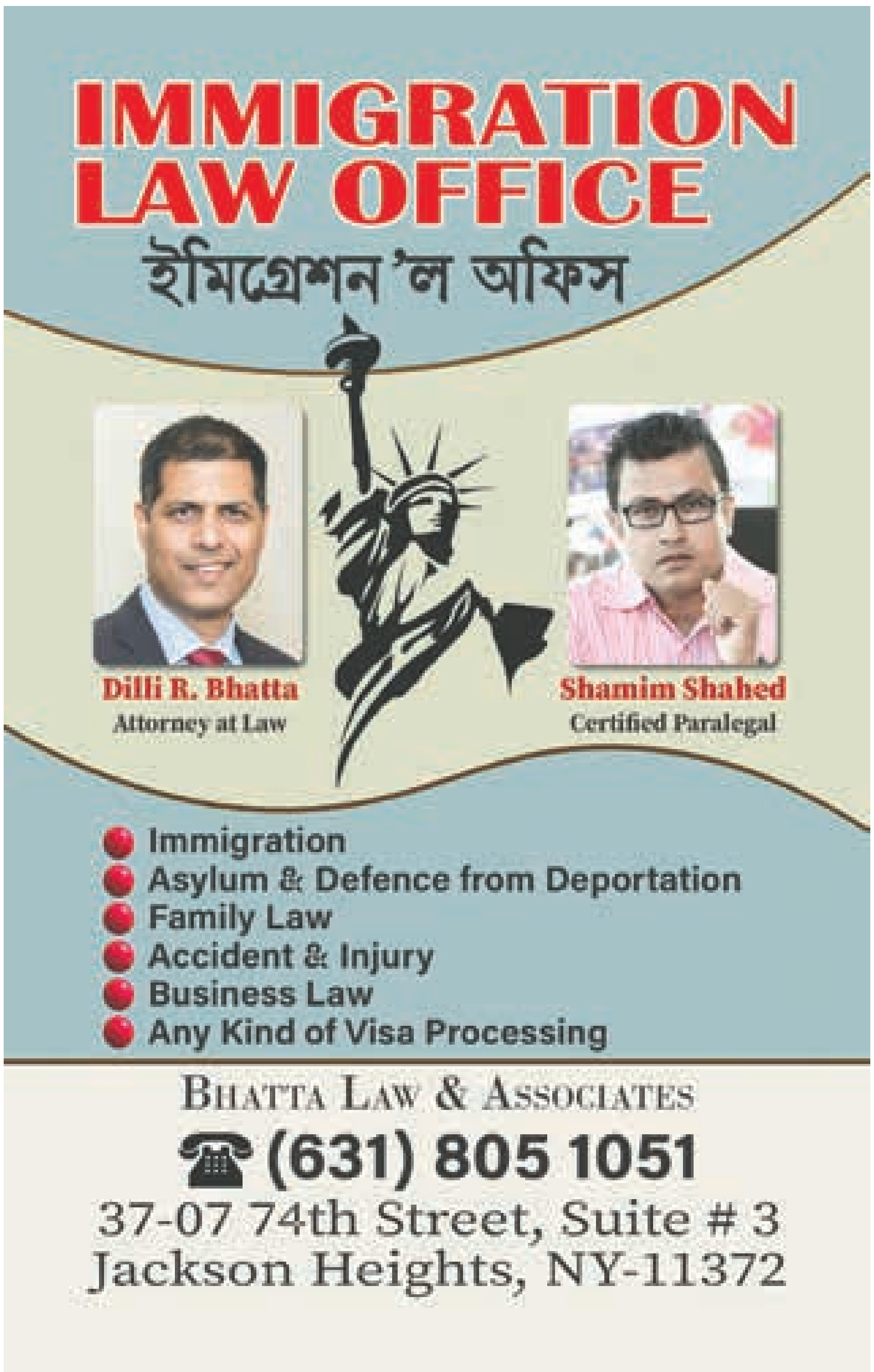

শেখ মেডিকেল কেয়ারের ২য় শাখার উদ্বোধন

ব্রুকলীন

উত্তর আমেরিকা অফিস

ব্রুকলীনে যাত্রা শুরু হয়েছে নিউইয়র্কে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান শেখ মেডিকেল কেয়ার পিএলএলসি'র এবার ২য় শাখার । উন্নতমানের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ১৯ নভেম্বর রোববার বিকেল ৩টায় বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্রুকলীনের ১৯০ ফরবেল স্ট্রিট (মসজিদ আল আমানের পার্শ্বে) শেখ মেডিকেল কেয়ারের এ শাখাটির যাত্রা শুরু হয়।

শেখ মেডিকেল কেয়ারের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ব্রঙ্কসের আলবার্ট আইনস্টাইন কলেজ অব মেডিসিন মন্টিফিউর মেডিকেল সেন্টারের মেডিসিন বিভাগের এটেনডিং ফিজিশিয়ান এবং নর্থওয়েল লং আইল্যান্ড জুইশ মেডিকেল সেন্টারের এ্যাফিলিয়েটেড ডা. তানিয়া মুকিত শেখ, এম.ডি এবং তার স্বামী নিউইয়র্ক সিটির সাবেক পাবলিক এডভোকেট পদ প্রার্থী হেলাল আবু শেখ। তারা জানান, ওজন পার্কের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ব্রুকলীনের বাঙালীসহ অন্যান্য কমিউনিটিকে উন্নতমানের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাঙালী অধ্যুষিত এই এলাকাটিকে এবার বেছে নেয়া হয়েছে।

হেলাল আবু শেখের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে ডা. তানিয়া মুকিত শেখ, এম.ডি শেখ মেডিকেল কেয়ার প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন।

অন্যদের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলীন ডিস্ট্রিক্ট ১৯ এর সিনেটর রেক্সোনা প্রাসাদ, ডা. মুজিবুর রহমান, ডা. আসলাম আহমেদ, ডা. হাসান, ডা. রুকাইয়া হোসাইন, ডা. কাওসার, ডা. সাদিয়া বারী, ডা. প্রকাশ, ডা. সানবিয়া, পুলিশ অফিসার শামির আলবুরাই, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট শামসুল আবেদীন, রাজ্জাক, বেলাল এ শেখ, ফাতেমা ইয়াসমিন, আক্তার হুসাইন, সিদ্দিকা নাজমা, জবাসহ কমিউনিটির নের্তৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে নব প্রতিষ্ঠিত শেখ মেডিকেল কেয়ার ব্রুকলীন শাখাসহ কমিউনিটি, দেশ ও বিশ্ব মানবতার কল্যাণ কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়। এর পর ডা. তানিয়া মুকিত শেখ, এম.ডি এবং হেলাল আবু শেখ অতিথিদের সাথে নিয়ে ফিতা কেটে শেখ মেডিকেল কেয়ার ব্রুকলীন শাখার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন শেখ মেডিকেল কেয়ারের সত্ত্বাধিকারী ডা. তানিয়া মুকিত শেখ, এম.ডি এবং নিউইয়র্ক সিটির সাবেক পাবলিক এডভোকেট প্রার্থী হেলাল আবু শেখ। এসময় তারা আন্তরিক ও বিশ্বমানের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

শেখ মেডিকেল কেয়ারের সত্ত্বাধিকারী ডা. তানিয়া মুকিত শেখ, এম.ডি এবং হেলাল আবু শেখ বলেন, বাঙালী অধ্যুষিত এ এলাকায় স্বাস্থ্য সেবাদানকারী এধরণের একটি প্রতিষ্ঠান গড়তে পেরে আমরা নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। তারা বলেন, উন্নত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে শেখ মেডিকেল কেয়ার সবসময় কমিউনিটির পাশে থাকব। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নয়, একটি সত্যিকার স্বাস্থ্য সেবা সহায়ক কেন্দ্র হিসেবে ভূমিকা রাখবে শেখ মেডিকেল কেয়ার। আর সে লক্ষ্যকে সামনে নিয়েই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এর মাধ্যমে সমাজ, রাষ্ট্রের কাছে আমাদের যে ঋন, দায়বদ্ধতা তার কিছুটা হলেও পরিশোধ করতে পারবো বলে আমরা বিশ্বাস করি।

বাংলাদেশী-আমেরিকান ডা. তানিয়া মুকিত শেখ, এম.ডি জানান, তাদের সেবাসমূহের মধ্যে রয়েছে প্রাইমারী কেয়ার/ইন্টারনেল মেডিসিন, এমপ্লয়মেন্ট ফিজিক্যাল, অ্যানুয়াল ফিজিক্যাল (১৮+), কলেজ এবং স্কুল ফিজিক্যাল, আর্থাইট্রিস ট্রিটমেন্ট, অন সাইট ব্লাড ওয়ার্ক, ক্রনিক কন্ডিশন ম্যানেজমেন্ট, এলার্জি টেস্টিং, এসটিডি টেস্টিং, ইকেজি, টিবি ক্লনিং, স্পাইকোমিট্রি, প্যাপ টেস্ট, হাই ব্লাড প্রেসার ম্যানেজমেন্ট, অন সাইট সনোগ্রাম এবং ইকো, ইমুইনাইজেশন/ভ্যাকসিন, প্রিভেন্টিভ কেয়ার, ধূমপান প্রতিরোধ এবং কাউন্সিং সহ আরো অনেক সেবা।

তিনি বলেন, আমরা উন্নতমানের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে রোগীদের কথা শুনবো এবং তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদামত তাৎক্ষনিক সেবা প্রদানে সচেষ্ট থাকবো।

নর্থ ক্যারোলিনায় কয়েন টসে মেয়র নির্বাচন!

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনা শহরের কয়েন টসের মাধ্যমে মেয়র নির্বাচন হয়েছে। যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে।

কয়েন টসের মাধ্যমে মনরোর নতুন মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন রবার্ট বার্নস এবং রানার আপ হয়েছেন বব ইয়ানাসেক।

৭ নভেম্বরের একটি নির্বাচনে অন্য তিন প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তবে ভোটারদের উপস্থিতি ছিল খুবই কম। ভোট গণনা শেষে দেখা যায়, বার্নস এবং ইয়ানাসেক প্রত্যেকেই একই সংখ্যক (৯৭০ টি) ভোট পেয়েছেন।

উভয় ব্যক্তি ১৭ নভেম্বর শুক্রবার স্থানীয় নির্বাচন বোর্ডের একটি সভায় যান এবং ভোট পুনঃগণনা বাতিল করেন। এরপর মেয়র নির্বাচনে আইনানুযায়ী টাই-ব্রেকার ডাকা হয়। এই টাই-ব্রেকার ছিল কয়েন টস। এতে বার্নস এবং ইয়ানাসেকের মধ্যে যিনি জিতবেন তিনি নর্থ ক্যারোলিনার বৃহত্তম শার্লটের প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বের ৩৫ হাজার বসতির শহরের মেয়র হবেন।

বার্নস কয়েন টসের আগে একটি সোশ্যাল মিডিয়া ভিডিওতে বলেছিলেন, 'এখন সবকিছু ঈশ্বরের হাতে। প্রত্যেকের যা করার কথা ছিল তা করেছে, এবং এখন আমরা একটি কয়েন টস করতে যাচ্ছি। এটি ব্যতিক্রমী বলে মনে হচ্ছে এবং সম্ভবত একটু প্রাচীন। আমি জানি, লোকেরা কীভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে...এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে...সম্ভবত এটি কখনই ঘটবে না। কিন্তু এটা এখানে ঘটছে।'

কয়েক মিনিট পরে ইয়ানাসেক টসের জন্য প্রধানদের ডাকেন, যা একজন নির্বাচনী কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে ছিল। কয়েনে টেল ওঠে। এ সময় বার্নস উল্লাসে পেছনের দিকে চলে যান। বার্নসের সমর্থকেরাও উল্লাস করে। বার্নস দুই হাত উপরের দিতে তুলে ধরেন এবং স্ত্রীকে চুম্বন করেন এ সময় তিনি ইয়ানাসেকের সঙ্গেও আলিঙ্গন করেন।

বাংলাদেশের সাফল্য মার্কিন কংগ্রেস সদস্যদের জানালেন রাষ্ট্রদূত ইমরান

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান সম্প্রতি ওয়াশিংটন ডিসিতে মার্কিন কংগ্রেসের দুই সদস্যের সাথে সাক্ষাত করেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে অর্জিত বাংলাদেশের অসাধারণ আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি এবং সাফল্য গাঁথা সম্পর্কে তাদের অবহিত করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার লক্ষ্যে দূতাবাসের আউটরিচ প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে রাষ্ট্রদূত ইমরান গত ১৩ নভেম্বর ওয়াশিংটন ডিসিতে রিপাবলিকান কংগ্রেসওম্যান ইয়াং কিম (Young Kim)-এর সাথে এক বৈঠক করেন।

ক্যালিফোর্নিয়া থেকে নির্বাচিত কংগ্রেসওম্যান ইয়াং কিম হাউস ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটি এবং ইন্দো-প্যাসিফিক বিষয়ক সাব-কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও তিনি আফ্রিকা সংক্রান্ত সাব-কমিটি এবং হাউস ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস কমিটির সদস্য।

কংগ্রেসওম্যান কিমের সাথে সাক্ষাতের সময় রাষ্ট্রদূত তাকে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি, উন্নত ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প, বৈচিত্র্যময় চামড়াজাত পণ্য ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প এবং রেমিট্যান্স প্রবাহ সম্পর্কে অবহিত করেন।

তারা বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সহযোগিতাসহ সামাজিক অগ্রগতি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের অংশীদারিত্বের বিষয়েও আলোচনা করেন।

মিজ ইয়াং কিম সকল ক্ষেত্রে নারীদের সমান সুযোগ সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন এবং যে কোন গঠনমূলক কাজে বাংলাদেশের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

এর আগে রাষ্ট্রদূত ইমরান রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান এবং হাউস ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটি ও হাউস জুডিশিয়ারি কমিটির সদস্য কেন বাক (Ken Buck)-এর সাথে তার ক্যাপিটল হিলের কার্যালয়ে সাক্ষাত করেন।

কলোরাডোর ৪র্থ কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট থেকে নির্বাচিত কংগ্রেসম্যান কেন বাক ইন্দো-প্যাসিফিক সংক্রান্ত হাউস ফরেন অ্যাফেয়ার্স সাব-কমিটির সদস্য হিসেবেও কাজ করছেন।

বৈঠককালে তারা বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিষয় এবং তাদের নিজ দেশে প্রত্যাবাসনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন। বৈঠকে কংগ্রেসম্যান কেন বাক কংগ্রেসনাল বাংলাদেশ ককাসে যোগদানের ব্যাপারে তার আগ্রহ ব্যক্ত করেন।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি সংহতি প্রকাশ করলো বাংলাদেশে সরকার বিরোধী আন্দোলনে

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি সংহতি প্রকাশ করলো বাংলাদেশে সরকার বিরোধী আন্দোলনের সাথে। প্রবাসেও তারা লাগাতার কর্মসূচির ঘোষণার পরিকল্পনা করছেন সরকারের পদত্যাগের দাবিতে। ২০ নভেম্বর সোমবার নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি নেতৃবৃন্দ এ কথা বলেন। বিএনপির সাবেক সহসভাপতি এডভোকেট জামাল আহমেদ জনির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির জাতীয় কমিটির সদস্য মিজানুর রহমান ভূঁইয়া মিল্টন। লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন আনোয়ার হোসেন। সংবাদ সম্মেলন পরিচালনায় ছিলেন আনোয়ারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় মোনাজাত করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গিয়াস উদ্দীন, আব্দুস সবুর, মোশাররফ হোসেন সবুজ,শরীফ লস্কর,শফিকুর রহমান, শাহাদত হোসেন

নিউজার্সির গভর্নর ফিল মারফির উদ্যোগে দিওয়ালি উৎসব

বিশেষ প্রতিনিধি

১৬ নভেম্বর বৃহস্পতিবার নিউজার্সি রাজ্যের গভর্নর ফিল মারফি ও ফাস্ট লেডি টামি মারফির উদ্যোগে 'দিওয়ালি উৎসব' উদযাপন উপলক্ষে এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ওইদিন বিকেলে প্রিন্সটনের ৩৫৪, স্টকটন স্ট্রীটে অবস্হিত গভর্নরের সরকারী বাসভবন 'ড্রামথওয়াকেট' এ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে ছিল কথামালা, প্রদীপ প্রজ্জলন, নৃত্য পরিবেশনা ও নৈশভোজ।

গভর্নর ফিল মারফি ও ফাস্ট লেডি টামি মারফির প্রদীপ প্রজ্জলনের মাধ্যমে দিওয়ালি অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়।অনুষ্ঠানে সংগীত ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। গভর্নর ফিল মারফি ও ফার্ষ্ট লেডি টামি মারফি তাঁদের শুভেচছা বক্তব্যে "দিওয়ালি" উৎসবে অংশগ্রহনকারী অভ্যাগতদের সুস্বাগত জানান এবং তাঁদের সাথে দিওযালীর শুভেচছা বিনিময় করেন।

দিওয়ালি উৎসবে নিউজার্সি রাজ্যে বসবাসরত প্রবাসী হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃস্হানীয় ব্যক্তিবর্গ আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে অংশগ্রহন করেন। এই দিওয়ালি উৎসবে অতিথি হিসাবে অন্যান্যদের সাথে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সি সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল ও আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড সদস্য সুব্রত চৌধুরী অংশগ্রহন করেন।

ফোবানার সঙ্গে ভার্জিনিয়ার ক্রিস্টাল ম্যারিয়টের চুক্তি

ইমা এলিস

আগামী ২০২৪ সালে ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিতব্য ফোবানা সম্মেলনের জন্য ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যের আর্লিংটনের ক্রিস্টাল গেটওয়ে ম্যারিয়ট হোটেলকে নির্ধারণ করেছেন স্বাগতিক সংগঠন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব গ্রেটার ওয়াশিংটন ডিসি (বাগডিসি)। এ উপলক্ষ্যে ১৭ নভেম্বর শুক্রবার ফোবানার স্বাগতিক সংগঠন বাগডিসি'র সাথে ক্রিস্টাল গেটওয়ে ম্যারিয়ট হোটেল কর্তৃপক্ষের এক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব গ্রেটার ওয়াশিংটন ডিসি'র কর্মকর্তারা জানান, আগামী ২০২৪ সালে ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিতব্য ফোবানা সম্মেলনের জন্য যে ভেন্যু আমরা নির্ধারন করেছি তা বিশাল আয়তনের অসাধারণ একটি হলরুম। উক্ত হোটেলটির বিশেষত্ব হলো চমৎকার অবস্থান, মনোরম পরিবেশ, ওয়াশিংটন ডিসি সংলগ্ন এবং যে কোন জায়গা থেকে যোগাযোগ ও যাতায়াতের জন্য অত্যন্ত সহজ। এছাড়া রয়েছে হোটেল রুমের জানালা দিয়ে ডিসি এলাকার চমৎকার দৃশ্য অবলোকনের আয়োজন এবং সুবিধা।

ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যের আর্লিংটনের ক্রিস্টাল গেটওয়ে ম্যারিয়ট হোটেল ১৭০০ রিচমন্ হাইওয়ে, আর্লিংটন, ভার্জিনিয়া-২২২০২-এ ঠিকানায় ফোবানা সম্মেলনে অংশগ্রহনেচ্ছুক যে কেউ আগাম হোটেল বুকিং দিতে পারবেন বলে জানিয়েছেন ফোবানা কর্তৃপক্ষ।

শুক্রবার ক্রিস্টাল ম্যারিয়াট হোটেল কর্তৃপক্ষের সাথে ফোবানার স্বাগতিক সংগঠনের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ফোবানা কেন্দ্রীয় কমিটি ও স্বাগতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দদের মধ্যে ফোবানা নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলমগীর, নির্বাহী কমিটির কোষাধ্যক্ষ প্রিয়লাল কর্মকার, হোস্ট কমিটির সভাপতি নুরুল আমিন নুরু, কনভেনার রোকসানা পারভীন, মেম্বার সেক্রেটারী মোহাম্মদ কাজল, সাংস্কৃতিক কমিটির চেয়ারম্যান আবু রুমি, কোষাধক্ষ্য ফখরুল ইসলাম স্বপন, উপদেষ্টা গোলাম মোস্তফা, স্বাগতিক সংগঠনের সদস্য আলতাফ হোসেন ও হোটেল ম্যানেজমেন্ট এর পক্ষে মইন কাজী উপস্থিত ছিলেন।

স্বাগতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে কনভেনশন ভেন্যু চূড়ান্তের পর হোটেল কর্তৃপক্ষের হাতে অগ্রিম হিসেবে একটি চেক হস্তান্তর করা হয়। স্বাগতিক সংগঠনের কর্মকর্তারা অত্যন্ত আনন্দিত এবং আশাবাদী যে এমনি একটি চমৎকার ভেন্যুতে আগামী ফোবানা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, যেখানে প্রাণের আনন্দে সবাই মেতে উঠবে চিরকালীন বাঙালিয়ানায় এবং আগামী ফোবানা হবে মনে রাখার মতো একটি ব্যতিক্রমধর্মী অনন্য ফোবানা সম্মেলন। সবাইকে সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য অগ্রিম আমন্ত্রণ জানিয়েছে স্বাগতিক সংগঠন বাগডিসি।

রোমে কুমিল্লা জেলা সমিতির আহ্বায়ক কমিটির মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

লাবন্য চৌধুরী, ইতালি

ইতালিস্থ কুমিল্লা জেলা সমিতির আহ্বায়ক কমিটি একটি মত বিনিময় সভার আয়োজন করে। রাজধানী রোমের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টের হল রুমে অনুষ্ঠিত এই মত বিনিময় সভার সভাপতিত্ব করেন আহ্বায়ক দীন মুহম্মদ দিনু এবং পরিচালনা করেন সদস্য কাজী আবুল বাশার। বক্তব্য রাখেন সদস্য সচিব ইব্রাহিম খলিল, যুগ্ম আহ্বায়ক ইউসুফ ভূঁইয়া, মইনুল আলম খোকন, গাজী সালাউদ্দিন সুইট, সদস্য শাহ আলম, কামরুজ্জামান রতন, হেদায়েতুল ইসলাম, ফারিয়া আঁখি, কুমিল্লা জেলা যুব পরিষদের সভাপতি তারেক হোসেন।

মত বিনিময় এই সভার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল কিভাবে এই সমিতি গঠন করা যায়। সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী একটি কার্যকরী পরিষদ গঠন, সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ পাশাপাশি প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া। সভায় সকলে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত হয়ে একটি কুমিল্লা জেলা সমিতি গঠনের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

বক্তারা আরো বলেন পূর্বের ন্যায় এই সমিতি ইতালির বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক আয়োজন এবং প্রবাসীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করে যাবে।

এই সময় আরো উপস্থিত ছিলেন মহিলাঙ্গন সমিতির সভাপতি মনোয়ারা বেগম বেবী, এ আর আহমেদ তপু, আবুল বাশার খান, মাহবুব চৌধুরী বাবু, দেলোয়ার হোসেন, ফরহাদ হোসেন রাসেল। কুমিল্লা জেলা যুব পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সোহেল মিয়াজী, সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক, মোঃ হাসান, চৌদ্দগ্রাম উপজেলা সমিতির সভাপতি নূর মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান সুমন, নাঙ্গলকোট উপজেলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোঃ মাসুম প্রমুখ।

পোর্টল্যান্ড বাংলা নাট্যদলের যাত্রা শুরু ২ ডিসেম্বর

সুবির পেরেরা

আমেরিকার অঙ্গরাজ্য ওরিগনের পোর্টল্যান্ডে দর্শক সমাদৃত "পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়" নাটকটির মঞ্চায়ন দিয়ে পথচালা শুরু করবে পোর্টল্যান্ডের প্রথম বাংলা নাটকের দল, "পোর্টল্যান্ড বাংলা নাট্যদল"। মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ডিসেম্বরের ২ তারিখে মঞ্চায়ন হবে এই নাটকটির, যার নির্দেশনার দায়িত্বে আছেন তৌফিক হাসান।

নাটকের মঞ্চায়ন হবে: ডিসেম্বর ২, ২০২৩ সময়: বিকেল ৫ টা থেকে সন্ধ্যা ৬:৩০ ঠিকানা: HECSA Portland Balaji Temple Auditorium, 6100 SW Raab Rd, Portland, OR 97221

এরিক অ্যাডামসের বিরুদ্ধে

শেষ পৃষ্ঠার পর

হওয়ার কোনো স্মৃতি মেয়র মনে করতে পারছেন না। তাই বিষয়টিকে তিনি জোরালোভাবে অস্বীকার করেছেন।

নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের 'অ্যাডাল্ট সারভাইভারস অ্যাক্ট'-এর অধীনে অভিযোগটি দায়ের করা হয়েছে। বাদীর একজন আইনজীবী আইনটির গুরুত্বকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং বলেছেন, এটি অভিযোগকারী নারীকে ন্যায়বিচার পাওয়ার সুযোগ দিয়েছে। তিন পৃষ্ঠার বিবরণীতে অভিযোগকারী জানিয়েছেন, যৌন নিপীড়নের সময় অ্যারিক অ্যাডামস নিউ ইয়র্ক সিটিতে একজন পুলিশ অফিসার হিসেবে কাজ করছিলেন। নিগৃহীত হওয়ার জন্য বিবরণীতে ৫০ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণও দাবি করেছেন ওই নারী।

যৌন নিপীড়নের অভিযোগ ডেমোক্র্যাট

> যৌন নিপীড়নের অভিযোগ অ্যাডামসের জন্য সর্বশেষ ধাক্কা। এর আগে ২০২১ সালের মেয়র নির্বাচনের প্রচারণায় অর্থায়নের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে।

দলের নেতা অ্যাডামসের জন্য সর্বশেষ আইনি ধাক্কা। এর আগে ২০২১ সালের মেয়র নির্বাচনের প্রচারণায় অর্থায়নের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। চলতি মাসের শুরুর দিকেই এফবিআই এজেন্টরা তার অ্যাপার্টমেন্টে অভিযান চালিয়ে তিনটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস জব্দ করে। এর মধ্যে দুটি আইফোন ও একটি আইপ্যাড বলে গুঞ্জন রয়েছে।

বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের যুক্তরাষ্ট্রগামী স্রোত

শেষ পৃষ্ঠার পর

বেশীরভাগ পড়তে আসলেও এখন পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ছাত্রীর সংখ্যাও। এদিকে শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করতে না পারায় ছিটকে পড়ছেন অনেকেই। যাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। আবার অনেকে ভাষাগত জটিলতার কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছুটি নিয়ে কিংবা স্থানান্তরিত হয়ে মূল বিষয়ের বাইরে গিয়ে ভাষা শিক্ষা কোর্সে ভর্তি হতে দেখা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যায়নরত আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের নিয়ে ২০২৩ সালের ওপেন ডোরস রিপোর্ট অন ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন একচেঞ্জ এর বরাত দিয়ে ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস জানিয়েছে, ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশ থেকে ১৩ হাজার ৫৬৩জন বাংলাদেশী শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে বেছে নিয়েছেন। যা আগের বছরের তুলনায় শতকরা ২৮ ভাগ বেশী।

ওপেন ডোরস্ এর রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় চলতি শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী বৃদ্ধির এই হার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে তৃতীয় সর্বোচ্ছ এবং পড়তে আসা শিক্ষার্থীর সংখ্যা হিসাবে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩তম।

ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস থেকে প্রকাশিত তথ্য সূত্রে জানা যায়, গত চার বছরে যুক্তরাষ্টের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়তে যাওয়া বাংলাদেশী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪১ হাজার ৫৯৬জন। এরমধ্যে ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে ৮ হাজার ৮৩৮জন, ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে ৮ হাজার ৫৯৮জন, ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষে ১০ হাজার ৫৯৭ এবং ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ১৩ হাজার ৫৬৩জন। ২০১১-২০১২ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হয়েছিলেন ৩ হাজার ৩১৪ জন শিক্ষার্থী। যা গত একদশকে শতকারা হিসাবে ৩'শ ভাগ বেড়ে ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে এসে দাঁড়িয়েছে ১৩ হাজার, ৫৬৩ জন।

প্রসঙ্গতঃ স্বাধীনতা পরবর্তীকাল থেকেও বাংলাদেশ থেকে উচ্চ শিক্ষার্থে ছাত্রছাত্রীরা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজে বৃত্তি নিয়ে ও নিজ খরছে পড়তে আসতো। ১৯৭৪-১৯৭৫ শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে লেখাপড়া করতে আসা শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪৮০ জন।

যুক্তরাষ্ট্রে ভর্তি হতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের তথ্যসেবা দিতে বাংলাদেশস্থ দুতাবাসের পক্ষ থেকে ৬টি কেন্দ্র থেকে অনলাইনে এবং সরাসরি শিক্ষার্থী ও অভিবাবকদের জন্য একক এবং দলগত অধিবেশন পরিচালনা করে থাকে। যার মধ্যে ঢাকায় ২টি এবং চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও সিলেটে একটি করে কেন্দ্র রয়েছে।

প্রতি বছর হু হু করে বাড়ছে যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে আসা বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা। ভর্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজনী পরামর্শ এবং তথ্য দিয়ে সহায়তাকারী বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের (বাংলাদেশে) মাধ্যমেই মূলত শিক্ষার্থীরা আবেদন, ভর্তি, টিউশন ফি, সেমিস্টার ফি জমা দেয়ার কাজগুলো করে থাকেন। পাশাপাশি ভিসার জন্য আবেদন, স্বাক্ষাৎকারের প্রস্তুতি, প্রয়োনীয় কাগজপত্রসহ পূর্বশর্ত পূরণের ক্ষেত্রেও এসকল প্রতিষ্ঠান তথ্য দিয়ে সহায়তা করে থাকে।

এনিয়ে কথা হয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভর্ভিসহ উচ্চ শিক্ষায় সহায়তাকারী অন্যতম প্রতিষ্ঠান ঢাকার ইরিত্রা ইন্টারন্যাশনালের প্রধান নির্বাহী ফিরোজ ই এম ইকবালের সাথে। তিনি বলেন- ওপেন ডোরস্ এর প্রতিবেদনে ভিসা প্রদান তথা ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের তথ্য দেয়া হয়েছে আমরা শুধু সেটি দেখছি। বাস্তবতা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়ছে। শিক্ষার্থীদের বাড়তি চাপে হিমশিম খেতে হচ্ছে দূতাবাসকে, ভিসা প্রাপ্তি এখন অনেক দূরূহ হয়ে হঠছে। যারা ভিসা পেয়ে থাকেন তার চেয়ে কয়েকগুন শিক্ষার্থী ভিসার জন্য আবেদন করে থাকে। বেশীরভাগ শিক্ষার্থী সাধারণত তথ্য-প্রযুক্তি এবং ব্যাবসা সংক্রান্ত বিষয় পছন্দের শীর্ষে রাখেন।

তিনি বলেন. শিক্ষার্থীদের যারা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখার সুযোগ পাচ্ছেন তাঁদের উচিৎ যেনো পড়ালেখা সম্পন্ন করেন। এজন্য অভিবাবকদেরও প্রস্তুতি থাকা ভালো।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেছেন, আরো বেশি সংখ্যক বাংলাদেশী শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে বেছে নেওয়ায় আমরা উচ্ছ্বসিত। বাংলাদেশী শিক্ষার্থীরা যুগান্তকারী গবেষণায় জড়িত হওয়া থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ক্যাম্পাসের জীবনকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসগুলো জুড়ে দুর্দান্ত সাফল্য অর্জন করে চলেছে।

নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন করেছে আওয়ামী

শেষ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে বিদেশিদের নাক গলানোর বিষয়ে আওয়ামী লীগের সভাপতি বলেন, 'আজ আন্তর্জাতিকভাবে অনেক দেশ কথা বললেও যখন মিলিটারি ডিক্টেটররা মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ন করেছিল, তখন তাদের চেতনা কোথায় ছিল?' এ সময় তিনি আরও বলেন, 'ভোট চুরির অপরাধে খালেদা জিয়াকে ১৯৯৬ সালের ৩০ মার্চ পদত্যাগ করতে হয়েছে।'

আওয়ামী লীগই নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন করেছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, 'একসময় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে থাকা নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন করতে আওয়ামী লীগ সরকার আইন করে দিয়েছে, যার অধীনে এখন দেশে নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়।

৮২টি সংশোধনী এনে অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের উপযোগী আইন করে দিয়েছে সরকার।'

বিএনপি-জামায়াত নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করলেও আওয়ামী লীগের শক্তি ও দেশের জনগণের কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা আরও বলেন, 'আওয়ামী লীগের ঘোষিত ইশতেহার অনুযায়ী প্রতিবছর বাজেট প্রণয়ন ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের পর এখন আওয়ামী লীগের লক্ষ্য দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি করে স্মার্ট সরকার ও স্মার্ট সোসাইটি গঠন করা।'

বিগত দুই নির্বাচনে বিএনপি ও বিরোধীদের অবস্থান প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, '২০১৪ সালে আত্মবিশ্বাস ছিল না বলেই জ্বালাও-পোড়াও করে তারা নির্বাচনে আসেনি। ২০১৮ সালের নির্বাচন নিয়ে অপবাদ দিলেও কেউ এখন পর্যন্ত অনিয়মের একটি সুনির্দিষ্ট প্রমাণ দেখাতে পারেনি।'

দলটি নির্বাচনে আসুক, কার কত দৌড় তা দেখা যাক

বিএনপিকে উদ্দেশ্য করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দলটি নির্বাচনে আসুক। কার কত দৌড়, তা দেখা যাক। জনগণ কাকে চায়, তা যাচাই করা যাক। বৃহস্পতিবার আওয়ামী লীগের সংসদীয় মনোনয়ন বোর্ডের সভায় এসব কথা বলেন শেখ হাসিনা। রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী বিএনপিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তারা নির্বাচনে আসবে না। নির্বাচনে আসার মতো তাদের আস্থা-বিশ্বাস নেই। একটা দলের মাথা কোথায়? বিএনপি কি বাংলাদেশে একজন নেতাও পেলো না, যাকে তারা দলের চেয়ারম্যান করতে পারে?

তিনি বলেন, দল যখন আছে, আর কিছু না হোক, নির্বাচনের নমিনেশন বিক্রি করা, এটাও তো একটা ব্যবসা তাদের (বিএনপি)। এর আগে সে ব্যবসাই তারা করেছে। হয়তো সে ব্যবসা করতে পারে।

বিএনপির সাবেকরা আমাদের

শেষ পৃষ্ঠার পর

অভিযোগ রয়েছে- এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এখানে চাপের কোনো প্রশ্নই আসে না। এরা স্বপ্রণোদিত হয়ে আসছেন। এরা সবসময় আমাদের নেতাদের বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন। তারা ইলেকশন করবেন, করতে চান। আমাদের কথা একটাই নির্বাচন ডিক্লেয়ার হয়ে গেছে, আপনারা যেভাবে দল ভেঙে নতুন দল করেছেন, সেভাবেও আসুন বা আপনারা যেভাবে আসতে পারেন আসুন। আমাদের তরফ থেকে আপনাদের স্বাগত।

নির্বাচন না করার ঘোষণা দেয়ার দলগুলোকে নির্বাচনে আসতে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো আহ্বান জানাবেন কি না-এ বিষয়ে তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন তো আহ্বান জানিয়েই দিয়েছেন। নির্বাচন ঘোষণা করে দিয়েছেন। আমরা তো একটা দল, আমরা তো তাদের আহ্বান করতে পারি না।

তারা নিজেরা নির্বাচন কমিশনে যাবেন, তাদের যদি কিছু বলার থাকে বলবেন।

সরকারের প্রভাবে মির্জা ফখরুলসহ বিএনপি নেতাদের জামিন দেয়া হচ্ছে না বলে তাদের আইনজীবী অভিযোগ করেছেন-এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, দেখুন, সরকার প্রভাব বিস্তার করবে কেন? বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন। আমাদের সরকারের কোনো প্রভাব সেখানে নেই। কেইস টু কেইস দেখে তারা (বিচারক) জামিন দিচ্ছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এখানে কোনো কিছুতে প্রভাবিত হয়ে বিচারকরা সিদ্ধান্ত দেননি। আমাদের চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্ত নয় এটা।

বিএনপি অভিযোগ করেছে নির্বাচন থেকে তাদের দূরে রাখতে মামলা ও দণ্ড দেয়া হচ্ছে- এ বিষয়ে আসাদুজ্জামান খান বলেন, আমি যদি এভাবে বলি বিএনপির সিদ্ধান্তটাই তাদের নেতাকর্মীরা মেনে নিতে পারেনি। যার প্রমাণ আমি দেখালাম। তারা আরও দুটি দলে ভাগ হয়ে গেছে। বিএনপি নেতারাই ভাগ করেছেন। একটায় গেছেন তৈমূর আলম খন্দকার আর একটায় শমসের মবিন চৌধুরী।

এরা সবাই বিএনপির প্রমিনেন্ট নেতা, তারাই ভাগ হচ্ছেন। এখানে কাউকে জোর করতে হয়নি, তাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত দিচ্ছে তাদের মনঃপুত হচ্ছে না। তারা নির্বাচনমুখী সেজন্যই তারা নির্বাচনে চলে আসছেন। তারা তাদের সেন্ট্রাল কমিটির নির্দেশের বাইরে চলে আসছেন। আমাদের দল থেকে তাদের জোর করার কিংবা আহ্বান জানানোর কোনো প্রশ্নই আসে না।

এভাবে নির্বাচন হলে কি তা অবাধ সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক হবে, যেটা বিদেশিরা চাচ্ছে- জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, যদি কেউ ইচ্ছা করে না আসে, তাহলে কি কাউকে জোর করে আনা যাবে? যারা মনে করছেন বাংলাদেশ সঠিক পথে যাচ্ছে। বাংলাদেশ যেভাবে চলছে সেই অনুযায়ী একটা নির্বাচন অবশ্যম্ভাবী, নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা বদল হতে হবে, তারাই আসছেন। যারা মনে করছেন তারা জোর করে আসবেন, সন্ত্রাস দিয়ে আসবেন, গাড়ি ভাঙচুর করবেন, জ্বালাও-পোড়াও করবেন, মানুষ হত্যা করবেন, তাদের কথা আলাদা। তারা আলাদাই রয়ে গেছেন। যারা এগুলো চান না তারা কিন্তু এরই মধ্যে চলে এসেছেন। ছোট দল বড় দল সবই একাকার হচ্ছে।

বিএনপি নির্বাচনে

শেষ পৃষ্ঠার পর

করে দেখব।'

নির্বাচন না করলে দেশে সাংবিধানিক শূন্যতা সৃষ্টি হবে মন্তব্য করে এই নির্বাচন কমিশনার বলেন, 'নির্বাচন কারও জন্য অপেক্ষা করবে না। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার জন্য নির্বাচন করতে হবে, না হয় সাংবিধানিক শূন্যতা সৃষ্টি হবে। নিশ্চয়ই এটা আমাদের কাম্য হতে পারে না।'

নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে শতভাগ দল নিয়ে নির্বাচন করার পরিকল্পনা আছে কি না—এ প্রশ্নের জবাবে ইসি আনিছুর রহমান বলেন, 'শতভাগ কখনোই আসেনি, ইতিহাস বলে। অধিকাংশ দল নির্বাচন করে, সেটাই তখন নির্বাচনী আমেজ চলে আসে। আমরা দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে বরাবরই আহ্বান জানাচ্ছি, আমাদের নিবন্ধিত ৪৪টা দলের সবাই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুক।'

বিএনপি নির্বাচনে না আসলে প্রভাব পড়ার কোনো আশঙ্কা আছে কি না— এমন প্রশ্নে আনিছুর বলেন, 'গণমাধ্যমে আসা তথ্য অনুযায়ী ৭০ ভাগ দল নির্বাচনে অংশগ্রহণের কথা উঠছে। ৭০ ভাগ যদি হয়ে থাকে, যদিও কত ভাগ সেটি নির্বাচন কমিশন বিশ্লেষণ করেনি। যদি ৭০ ভাগই অংশ নিয়ে থাকে, তবে নির্বাচনে প্রভাব পড়ার কোনো কারণ নেই।'

নির্বাচনী পরিবেশ সম্পর্কে আনিছুর বলেন, 'এখন পর্যন্ত নির্বাচনী পরিবেশ বিঘ্ন হওয়ার মতো কিছু দেখছি না। যেহেতু একটা চলমান রাজনৈতিক কর্মসূচি আছে, সেটাকে কেন্দ্র করে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু ঘটনা হয়েছে। সেটার সঙ্গে নির্বাচনকে মেলানো ঠিক হবে না। এটা নির্বাচনকে উপলক্ষ করেই হচ্ছে, কিন্তু নির্বাচনী পরিবেশ বিঘ্ন করছে— এমন কিছু পরিলক্ষিত হয়নি।'

একতরফা নির্বাচনের চেনা পথেই নেমে

শেষ পৃষ্ঠার পর

তবে কূটনীতিকরা বলছেন, নির্বাচনের ট্রেন তার গতিতে চলবে। তার মানে হচ্ছে নির্বাচন হয়ে যাচ্ছে। এখন কিভাবে যতটুকু সম্ভব বিতর্কবিহীন করা যায় তার প্রস্তুতি চলছে। এরমধ্যে তৃণমূল বিএনপি, কল্যাণ পার্টি, জাতীয় পার্টিসহ বেশ কয়েকটি দল নির্বাচনের প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত হয়ে পড়েছে।

জানা গেছে, নির্বাচন কমিশনের রেজিস্ট্রেশনভুক্ত আছে ৪৪টি দল। এরমধে বেশিভাগ দল নির্বাচেনর জন্য মনোনয়ন নিয়ে ব্যস্ত। কয়েক দিনের মধ্যে নির্বাচনের পুরো পরিবেশ শুরু হয়ে যাবে। তবে যেহেতু বিএনপি নেই মাঠে, পুরো মাঠ দখলে থাকবে আওয়ামী লীগের । কিন্তু সবার প্রশ্ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ নির্বাচন নিয়ে কি করবে। ঢাকার অনেক পত্রিকা এ ব্যাপারে বিভিন্ন রিপোর্ট ছাড়িয়েছে, বাংলাদেশ ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অব্যাহতভাবে সব রকম উপায় (টুলস) অবলম্বন করবে এবং সব পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে তাদের উদ্বেগ তুলে ধরবে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেচার বিষয়ক ব্যুরোর ভারপ্রাপ্ত সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফিলিপ জি লেইডল এক চিঠির জবাবে একথা বলেছেন। ওদিকে এক্সে দেয়া এক পোস্টে সিনেট ফরেন রিলেশন্স কমিটি বলেছে, বাংলাদেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় ঘনিষ্ঠ দৃষ্টি রাখছে যুক্তরাষ্ট্র ও তার গণতান্ত্রিক অংশীদাররা। বাংলাদেশের জনগণ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিদার, যা হতে হবে স্বচ্ছ,শান্তিপূর্ণ,পক্ষপাতিত্বহীন এবং সব দলের জন্য উন্মুক্ত।

শ্রম নীতি ও কল্পনা আক্তার গত অক্টোবর এবং নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাতে ছিল অস্থিরতা। ন্যূনতম মজুরি বাড়ানোর দাবিতে গাজীপুর, আশুলিয়াসহ বিভিন্ন এলাকায় শ্রমিকরা মিছিল মিটিং করেছে। পুলিশের সাথে এ সময় সংঘর্ষে কমপক্ষে ৪ জন শ্রমিক পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে। এরমধ্যে মার্কিন শ্রম নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, শ্রমিকদের অধিকারে কেউ হাত দিলে তাকে ভিসা নীতিসহ বিভ্নি ব্যবস্থার মধ্যে ফেলা হবে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন সম্প্রতি উল্লেখ করেছেন যে, যারা শ্রমিক অধিকার লঙ্ঘন করবেন, হুমকি দেয়ায় জড়িত থাকবেন অথবা শ্রমিকদের ভীতি প্রদর্শন করবেন, প্রয়োজন হলে তাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হতে পারে। বাংলাদেশের গার্মেন্ট শ্রমিক কল্পনা আক্তারের সংগ্রামের কথা উল্লেখ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। সম্প্রতি বেতন বৃদ্ধির আন্দোলনে ৫ জন শ্রমিককে হত্যা করা হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র কি কোনো ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে? তাছাড়া শ্রমিক নেতা কল্পনা আক্তারের ওপর সরকারের হুমকি ধমকি নিয় ও কথা বলেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

চলতি সপ্তাহে হোউট হাইজ মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোরালোভাবে বলেছেন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শ্রম অধিকার বিশ্বজুড়ে সুরক্ষিত ও অনুমোদনে আমরা কিভাবে সরকারসমূহ, শ্রমিক, শ্রম অধিকার বিষয়ক সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, নাগরিক সমাজ এবং বেসরকারি খাতের সঙ্গে যুক্ত থাকি। বাংলাদেশ এবং বিশ্বের অন্য যেকোনো স্থানে আমরা সেটাই অব্যাহতভাবে করে যাবো।

মনোনয়ন শনিবারের মধ্যে চূড়ান্ত

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের ৩০০ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হতে মনোনয়নপত্র কিনেছেন ৩ হাজার ৩৬২ জন। প্রতি আসনে গড়ে ১১ জনের বেশি। নৌকা পেতে ইচ্ছুকদের মধ্যে বর্তমান সংসদ সদস্য, পরিবারের একাধিক সদস্য, সাবেক সরকারি কর্মকর্তা, ক্রীড়াবিদ, অভিনেতা-অভিনেত্রী, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, আইনজীবীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ রয়েছেন। নৌকার মাঝি হতে আগ্রহী ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান, সাবেক মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ, সাংবাদিক নঈম নিজাম, সাবেক আইজিপি শহিদুল হক ও অনেকে।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মনোনয়ন বোর্ডের সভা শুরু হওয়ার কথা। শেষ হবে শনিবার। রোববারের মধ্যে মনোনয়ন বোর্ড ৩০০ জনের নাম প্রকাশ করতে পারে । কারণ ৩০ নভেম্বরের মধ্যে নির্বাচন কমিশনে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে হবে। তবে এবারও নৌকার প্রার্থী হবে আওয়ামী লীগ দলীয় নয় দলীয় জোট। তাদের কয়টি সিট ছাড়া হবে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন শেখ হাসিনা।

অবরোধ এবং দেশের ঋণ

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সবাই রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু কেমন আছে দেশের অর্থনীতি । এখনো ডলারের দাম অনেক। খোলা বাজারে বিক্রি হচ্ছে ১২৪ টাকা। এদিকে দেশে ঋণের বোঝা বাড়ছে। এক হিসেবে দেখা গেছে ২০১৫-২০১৬ সালে দেশে বিদেশি ঋণ ছিল ৪১ বিলিয়ন ডলার সেখানে এখন সেই ঋণ দাড়িয়েছে ১০০ বিলিয়ন ডলার। তবে অর্থনীতিবিদরা বলছেন, ২০২৪ সাল থেকে এ ঋণের বড় বড় কিস্তি দিতে হবে বাংলাদেশকে। তখন কি করবে তা দেখার বিষয়। ইতোমধ্যে চাইনিজ ঋণে নির্মিত পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কিস্তি ঠিক সময়ে দিতে পারছেনা বলে অভিযোগ আছে।

এদিকে এক হিসেবে দেখা গেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সবচেয়ে বড় ব্যবসা হচ্ছে বাংলাদেশে। বিদেশ করে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানির ক্ষেত্রে বড় বাজার ইউএস।

বাংলাদেশ এখন ইউএস পোশাকের বাজারে তৃতীয় বড় সরবরাহকারী দেশ। গত বছরের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, দুই দেশের বাণিজ্যের পরিমাণ এখন প্রায় ১ হাজার ৩০০ কোটি ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ১ লাখ ৪৩ হাজার কোটি টাকা (প্রতি ডলারের দাম ১১০ টাকা হিসাবে)। ২০২১ সালে বাংলাদেশ ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম বাণিজ্যিক অংশীদার। যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতা প্রতিষ্ঠান ও ব্র্যান্ডগুলো যদি পোশাক আমদানির পেছনে ১০০ ডলার ব্যয় করে, তবে তার ১০ ডলারের মতো খরচ করেছে বাংলাদেশ থেকে পোশাক আমদানিতে। বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের উত্থানের পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের কোটার বড় অবদান ছিল। এখন বাংলাদেশ ইউএসকে ক্ষেপিয়ে কতটুকু ঠিকে থাকতে পারে তা দেখার বিষয়।

RoomForRent

আগামি ডিসেম্বর ১তারিখ থেকে Jackson heights-এ 37ave-তে দুই বেডরুম এপার্টমেন্টের ফেমিলি বাসায় একটি বড় বেডরুম সাবলেট দেওয়া হবে। কিচেন & ওয়াশরুম ব্যবহার শেয়ার। রুমটি দুইজনের জন্য যথেষ্ঠ যায়গা। কর্মজিবী/ছাত্রছাত্রী, স্বামী-স্ত্রী,দুজন ব্যাচেলর(দু-ইজনই পুরুষ অথবা দুইজনই নারী), মা-ছেলে/মেয়ে ইত্যাদি সবাই ওয়েলকাম। ভাড়া ১২০০$+ইউটিলিটি। যোগাযোগ * +1 (929) 671-7168 /9294048146(সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা)

Office Space for Rent

$2500/Month. Great location. Utility is not included. Address : 198 street and Hillside ave hollis NY. Office building is in 1st Floor on Hillside Ave. Available From December 2023. Only Serious Inquiries. Cell : 9176674610.

বাসা ভাড়া

বাসা হবে। জ্যামাইকায় হলিস এভিনিউতে ৩ বেড, ২ বাথরুম বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ : 917- 724-3329.

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের 210 স্টিটে দুই রুম, ফুল বাথ, রান্নাঘর কমন স্পেস ভাড়া হবে। যোগাযোগ 917-293-6640

রুম ভাড়া

জ্যামাইকাতে (সুটফিন বুলেভার্ড, হিলসাইডের সাথে, ১৪৬ স্ট্রিট), একটা রুম, বাথরুম, কিচেন ভাড়া হবে। কিচেন শেয়ার করে নিতে হবে। রুমে নূন্যতম ফার্নিচার দিয়ে ঘোচানো আছে। একজন চাকুরীজীবি মেয়েকে বা ছেলেকে ভাড়া দেয়া হবে; ভাড়া $৯০০। ট্রেন একদম কাছাকাছি। যোগাযোগ: 470939-5383

বাসা ভাড়া

Two bedroom and a bathroom available for rent on upper Marlboro , Maryland.. $1800 all included, utilities, gas and internet. Please call 3526787526. thanks everyone for your support.

গ্যাস স্টেশন এবং কনভিয়েন্স স্টোর বিক্রয়

জরুরী ভিত্তিতে কানেকটিকাটে মনোরম এবং ব্যস্ত লোকেশনে দুইটি গ্যাস স্টেশন এবং কন-ভেনিয়েন্স স্টোর বিক্রয় হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন: 646-403-6818

শিশু পার্ক ও খামার বিক্রয় হবে

রাজবাড়ী পাংশা-নাঙ্গলবাধ নির্মাণাধীন ব্রীজের সন্নিকটে শৈলকুপা রোডে ৪৮০ শতাংশ জমিসহ শিশু পার্ক (সরকারী অনুমোদিত) ধানের চাতাল, মাছের চাষ, নয়টি পুকুর, গরুর খামার, ৭০০ ফলাদি ও বনজ গাছসহ বিক্রয় হবে।

যোগাযোগ: 516-814-1931 ঢাকা: +8801712371951

বাসা ভাড়া

সম্পূর্ণ রেনোভেটেড একটি এক বেডরুমের বেইসমেন্ট এপার্টমেন্ট (১ টা বেডরুম, ১ টা লিভিং রুম, ১টা কিচেন, ১ টা ফুল বাথরুম) জ্যামাইকার ৯১ এভিনিউ আর ১৮৭ স্ট্রিটের কোনায় প্রাইভেট বাসার বেইসমেন্টে এখন থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া মাসিক ১,২০০ ডলারস গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, হিট, ওয়াইফাই সহ। দয়া করে কল করুন সাঈদ: ৩৪৭-২৬১-৪০৬৭। ব্রোকার ফি নাই। মসজিদ, বাস, ট্রেন, সুপারমার্কেট, পাবলিক এবং ইসলামিক স্কুল বাসার নিকটে।

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

২১-২৩-৪৭ স্ট্রিট, ডিটমার্স এভিনিউ, এ্যাস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক এ দুইজন বাচেলারের জন্য ১ fi নভেম্বর থেকে ওয়াকিং লেভেল সেমি বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। N যোগাযোগ: 347-671-3578

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইড 184 এস্টেট, স্টুডিও এটাচ বাথরুম সহ একটি রুম ভাড়া হবে, একজন অথবা ২ জনের নিকট ভাড়া দেওয়া হবে যোগাযোগ: 718-880-1468

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটের 37 Ave আপনা বাজারের কাছাকাছি একজন ছাত্রী/কর্মজীবি মহিলার কাছে রুম ভাড়া দেওয়া হবে।রান্নাঘর ও বাথরুম শেয়ার করতে হবে। যোগাযোগ: 347-237-3171

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের 210 স্টিটে দুই রুম, ফুল বাথ, রান্নাঘর কমন স্পেস ভাড়া হবে। যোগাযোগ 917-293-6640

বাসা ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকায় ১৪০ স্ট্রীট, ১৩০ এভিনিউর কর্নারে মনোরম পরিবেশে ২য় তলায় ৩ বেডরুম, লিভিং/ ডাইনিং, কিচেন/ বাথরুমসহ পুরো ফ্লোর ভাড়া হবে অতিসত্বর। যোগাযোগ: 516-495-0341, 929-372- 0451.

বাসা ভাড়া

আপনি কি বাসা ভাড়া দিতে চাচ্ছেন? আমার সাথে যোগাযোগ করুন, আমি আপনার বাসা অতিদ্রুত ভাড়া দিতে সাহায্য করবো। যোগাযোগ: জান্নাত রহমান (Realtor) 917-582- 2582.

বাড়ি ভাড়া

Jamaica 168 Street Merrick Blvd BP গ্যাস স্টেশনের পিছনে দুই- বেডরুম, এক- বাথরুম, একটি ড্রয়িং রুম ভাড়া (1st Floor). বিদ্যুৎ এবং গ্যাস সহ ভাড়া আলোচনার সাপেক্ষে। Parking Not included. যোগাযোগ: 347-301-5185 to schedule a visit

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা পার্সন্স বুলেভার্ড এলাকায় এফ ট্রেনের কাছে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের বড় বেডরুম নভেম্বর মাস হতে ভাড়া হবে। একজন মহিলা অথবা স্বামী-স্ত্রী যোগাযোগ করতে পারেন। 347-656-0360

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

বাসা ভাড়াউডসাইডে সুন্দর ও মনোরম 1 পরিবেশে ৪৬ স্ট্রীট ৭ টেনের কাছে ১লা অক্টোবর হতে ২ বেডরুমের বাসা ভাড়া a দেয়া হবে। যোগাযোগঃ 718-808-2049, 718-808-3360.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ব্রায়ারউড ৮৭ এভিনিউ এবং ১৫০ স্ট্রিটের ইন্টার সেকশনে সুন্দর পরিবেশে সেমি বেজমেন্টে ২ বেডরুম, ওপেন স্পেস, কিচেন ও ফুল বাথরুম সহ পহেলা অক্টোবর থেকে ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশ পথ, E ও F ট্রেন ও মসজিদ সন্নিকটে। ছোট পরিবার অথবা স্টুডেন্ট অগ্রাধিকার যোগ্য। যোগাযোগ:929-321-3450

এক বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া

বাসা এভিনিউ/১৭০ স্ট্রীট এফ ট্রেনের কাছে ৩য় তলায় এক বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৬০০ ডলার । 646-256-1766, 718-844- 8731.

রুম ভাড়া

বড় দুটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।কিচেন শিয়ার।সার্টফিন ব্লোবার্ড এবং হিলসাইড এবিনিউতে।F,E,air train ,bus station, মসজিদ,মাদ্রাসা,বাঙ্গালী গ্রোসারী সব কিছু অতি নিকটে।বাসা এখন খালি আছে। ৯২৯৩২৮৫০৪২

বেসমেন্ট ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকায় নতুন বেসমেন্ট ভাড়া হবে (109-47156 st) নতুন বাসায় ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ছোট পরিবারের নিকট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 347-774- 6684 OR 570-8170-821

বেসমেন্ট ভাড়া

নিউহাইড পার্ক, হি- লসাইডের সাথে সম্পূর্ণ নতুন. রিনোভেটেড এবং ফুল ফার্নিশড করা ১ বেড রুম, কুইন সাইজ বেড এবং বড় সাইজের লিভিং রুম, সাথে সিঙ্গেল বেড ফুল কিচেন ও বাথরুম আলাদা এন্ট্রেন্স, ফুল এসি ও হিটিং, কার পার্কিংসহ অক্টোবর থেকে ভাড়া দেয়া হবে। স্বামী-স্ত্রী অথবা ২জন মেয়ের নিকট। যোগাযোগ: 929-474-4750

আইন প্রতিষ্ঠানের জন্য রিসিপশনিস্ট আবশ্যক

কুইন্সের একটি প্রতিষ্টিত ইমিগ্রেশন বিষয়ক আইন প্রতিষ্ঠানে রিসিপশনিস্ট নিয়োগ করা হবে। প্রার্থীকে খুবই অরগেনাইজড, কমিনিউকেশনে ও জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। ইংরেজির সাথে বাংলায় কথা বলা জানতে হবে। আইন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। আকর্ষনীয় বেতন ও সুবধাদি দেয়া হবে। রিজুমি ইমেইল করুনঃ ravi@gehilaw.com

রুম ভাড়া

জ্যামাইকার হলিসে ৯৯ এভিনিউ এবং ২০৫ প্লেসে প্রাইভেট হাউজে ১টি রুম ১জন অধুমপায়ী মুসলমান ব্যাচেলার ছেলের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। মসজিদ অতি কাছে। সাবওয়ে, বাস এবং গাড়ি পার্কিং এর আছে। 718-413-5088

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

২১০ স্ট্রিট এবং ১৩ এভিনিউ, কুইন ভিলেজ-এ নিরি- বিলি পরিবেশে ২ বেডরুমের ইট-ইন কিচেন সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। সম্পূর্ণ নতুন রিনোভেটেড। যোগাযোগ: 917-617-1414.

বেসমেন্ট ভাড়া

১লা নভেম্বর থেকে জ্যামাইকা হলিসে ১০৪ এভিনিউ ও ১৮৮ স্ট্রিটে একটি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ছোটো ২ ব্লকের মধ্যে Q3 বাস। ১৭৯ স্ট্রিটে F ট্রেন ৫ মিনিট । শুধু মাত্র ব্যাচেলার দের জন্য। যোগাযোগ: 929-712-2065/ 929-602-5404

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

183-42 Ar- cade Ave. Saint Albans, Q-83 and Q-3 Bus সংলগ্ন একটি ১ বেডরুম, কিচেন, ১ বাথরুমসহ সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 929-421-9451, 516-430-3221.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

165 st and liberty ave, Jamaica. Close to Subway (7 min) and bus (1min) station. সম্পূর্ন নতুন 2 master বেডরুম এবং লিভিং রুম সাথে ডাইনিংয়ের জায়গা। Ready to move Contact: 929-485-5608.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার - মান্নান গ্রোসারী, টেলিপার্ক এবং এফ ট্রেনের সন্নিকটে দু রুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। 347-259-2954,

বেসমেন্ট ভাড়া

২ বেডরুম, বড় লিভিং এবং কিচেন। সেমিবেসমেন্টে ফ্যামিলি আবশ্যক। নভেম্বর ১ তারিখ থেকে। হিলসাইড থেকে ৮/৯ ব্লক এবং কিউ- ৩ বাস বাসার সামনে। জ্যামাইকা Farmers Blvd. and 104 Ave. যোগাযোগঃ 917-582- 4293.

ব্রঙ্কসে অফিস ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসেল হিল এন্ড জেরেগা ওয়েসচেস্টার এভিনিউতে ১০ রুমের অফিস ভাড়া হবে। ডাক্তার অফিস হলে ভাল হয়। ইকবাল-347-337-2144

লোক আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের অতি নিকটে (৬৯-১৭ নর্দার্ন বুলেভার্ড) একটি বাংলাদেশী গ্রোসারীতে কাজ করার জন্য মিট কাটার/ স্টোর হেলপার আবশ্যক। 646-250-7975.

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জ্যাকসন হাইটসের প্রানকেন্দ্রে অবস্থিত কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স কোম্পানীতে ট্যাক্স, একাউন্টিং ও অফিস সহকারি পদে কিছু লোক জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে। অনুগ্রহ করে রিজ্যুমি ইমেইল করুন Karnafullytax@yahoo.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

ঢাকায় বসবাসরত এবং ইডেন কলেজে স্নাতক (প্রথম বর্ষ) অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর কাকা New York

ন্যানি আবশ্যক

We are looking for a live-in or live-out nanny near the Elmont area. PH#Hemel 917-826-3498. Aysha 347-545-8669

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পাটনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854. Email: amrsolarllc@yahoo.com

পাত্র চাই

প্রফেসর পিতামাতার কন্যা, ডাক্তারি কমপ্লিট, রেসিডেন্সির করার অপেক্ষায় আছে, স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসরত, বনেদি পরিবারের (২৬-৫'৫") সুন্দরী পাত্রীর ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পিএইচডি পাত্র চাই । +8801644971287 (WhatsApp + Viber) biyerk-hon@gmail.com

পাত্র-পাত্রী চাই

১)আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত । মুসলিম। সাতাশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্রী চাই।
২) ডাটা সাইন্সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত। মুসলিম। তেইশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্র চাই।
এসএমএস করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। ৩৪৭-৩৪৫-৮২০৭

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগঃ 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্রী চাই

বাংগালি আমেরিকান অবিবাহিত ধার্মিক প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ার ৪০ পাত্রের জন্য অনুদ্ধ ৩৫ বয়সী কানাডা আমেরিকান মার্জিত, সুশ্রী ধার্মিক পাত্রীর সন্ধানে। ফোন 203-559-6862

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগঃ516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১-৮৮৯-৯০১৩**

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাক্টর প্রয়োজন ।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

World Travel and Vacation

TRAVEL THE WORLD

Mohammad Hossain
President
214.714.3110 (24/7)
1901 Knightsbridge Rd, Farmers Branch, TX-75234
Mohammad.benu@gmail.com

ওমরা ভিসা, হজ্বের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্থতার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

বিএএসজের উদ্যোগে থ্যাংকস গিভিং ডে

আটলান্টিক সিটি

সুব্রত চৌধুরী

নিউজার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির উদ্যোগে ১৬ নভেম্বর বৃহস্পতিবার ২৭০৯, ফেয়ারমাউন্ট এভিনিউতে অবস্থিত 'বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার' এ সকাল সাড়ে দশটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত থ্যাংকস গিভিং ডে উপলক্ষে টার্কি বিতরন করা হয়।

এছাড়া 'ফুড ব্যাংক' কার্যক্রম এর আওতায় বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রীও বিতরন করা হয়।

আটলান্টিক সিটির বিভিন্ন কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক লোক এই খাদ্য সহায়তা কার্যক্রমে অংশ নেয়। ফুড ব্যাংক কার্যক্রমে সহায়তা করে "কমিউনিটি ফুড ব্যাংক অব নিউজার্সি"।

কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব গিয়াসউদ্দীন পাঠান, মোঃ আইয়ুব, রহমান বাবুল,মনিরুজামান মনির, বেলাল হোসেন ভূঁইয়া, বেলাল উদ্দীন , আব্দুল জব্বার, আফিয়া নাসরিন, আমিন খান প্রমুখের সার্বিক সহযোগিতায় ফুড ব্যাংকের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

থ্যাংকস গিভিং ডে এর প্রাক্কালে এই খাদ্য সহায়তা কার্যক্রম কমিউনিটিতে বেশ সাড়া ফেলে।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি মো: জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক মো: জাকিরুল ইসলাম খোকা ও ট্রাস্টি বোর্ড এর চেয়ারম্যান আব্দুর রফিক ফুড ব্যাংক এর কার্যক্রম সফল করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

গাজা থেকে বন্দী মুক্তি শুক্রবারের আগে নয়: ইসরায়েল

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুদ্ধবিরতি চুক্তির আওতায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের হাতে বন্দীদের মুক্তি শুক্রবারের আগে হচ্ছে না বলে জানিয়েছে ইসরায়েল। বার্তা সংস্থা এএফপিকে আজ বৃহস্পতিবার একথা জানিয়েছে ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জাকি হানেবি। তিনি বলেন, ইসরায়েল এবং গাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংগঠন হামাসের মধ্যে শুক্রবারের আগে লড়াই থামবে না। জিম্মি মুক্তির চুক্তিও একদিন পিছিয়ে যাওয়ার কথা জানান তিনি। ইসরায়েলের আরও একটি সূত্র এএফপিকে জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে যুদ্ধবিরতি কার্যকর শুরুর কথা থাকলেও লড়াই থামছে না। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জাকি হানেবি বলেন, জিম্মিদের মুক্তির বিষয়ে আলাপ আলোচনা দ্রুত এগোচ্ছে। দুপক্ষের (হামাস ও ইসরায়েল) মধ্যে মূল চুক্তি অনুযায়ী জিম্মি মুক্তি শুরু হবে। তবে সেটা শুক্রবারের আগে নয়। ইসরায়েলের গণমাধ্যম ওয়াইনেট নিউজ ওয়েবসাইট জানিয়েছে যে, হামাস যে জিম্মিদের মুক্তি দেবে তার তালিকা এখনো পায়নি ইসরায়েল।

এবার মার্কিন নিষেধাজ্ঞা অবৈধ অভিবাসনে যুক্ত ফ্লাইট অপারেটরদের বিরুদ্ধে

উত্তর আমেরিকা অফিস

কিউবা ও হাইতির নাগরিকদের অবৈধ উপায়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে সহায়তার অভিযোগ রয়েছে অনেক চার্টার্ড ফ্লাইট পরিচালনাকারীদের বিরুদ্ধে। এবার কিউবা এবং হাইতি থেকে নিকারাগুয়ায় সেই সব চার্টার্ড ফ্লাইট পরিচালনাকারী ব্যক্তিদের উপর ভিসা বিধিনিষেধ আরোপের ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তারা এসব দেশ থেকে নাগরিকদের বিমানে করে মধ্য আমেরিকার দেশ নিকারাগুয়ায় নিয়ে আসে। এরপর সেখান থেকে অভিবাসীরা যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তে পৌঁছায়। সীমান্তে অভিবাসী সংকট সমাধানে ২১ নভেম্বর মঙ্গলবার এই ঘোষণা দেয় মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর। এক বিবৃতিতে দপ্তরটি থেকে বলা হয়, চার্টার ফ্লাইট কোম্পানিগুলো অভিবাসীদের থেকে প্রচুর অর্থ নেয়ার বিনিময়ে তাদের নিকারাগুয়ায় নামিয়ে দেয়।

এরপর তারা স্থলপথে বিপজ্জনক পথ পাড়ি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তে পৌঁছায়। এসব অভিবাসীদের বড় একটি অংশেরই যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের ও অবস্থানের বৈধতা নেই। প্রায়ই তাদেরকে আটকের পর দেশে ফেরত পাঠানো হয়। এতে তাদের সম্পদ নষ্ট হয় এবং তারা ও তাদের পরিবার ঝুঁকিতে পড়ে।

ডেলিভারিম্যান ড্রাইভার আবশ্যক

নিউইয়র্কের স্বনামধন্য একটি পত্রিকা কুইন্স, ব্রুকলিন ম্যানহাটন, ওজনপার্ক এলাকায় শুক্রবারে জুমার আগে ডেলিভারি দেওয়ার জন্য গাড়িসহ ডেলিভারিম্যান আবশ্যক ।
যোগাযোগ : 646-645-9830

FOR RENT

১০৭ এভিনিউ, পাইনগ্রোভ স্ট্রিট, সাউথ জ্যামাইকা এর কর্নারে প্রাইভেট হাউজের ১টি ইউনিট (৩ বেডরুম, লিভিং রুম, ২ বাথরুম) ভাড়া হবে। ভাড়া ২৩০০ ডলার।
যোগাযোগ: 646-302-2153
646-291-9845, 646-641-5348

আবশ্যক

একটি ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞ ইন্সট্রাক্টর আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগ: এম ডি আলী- 917-500-3937

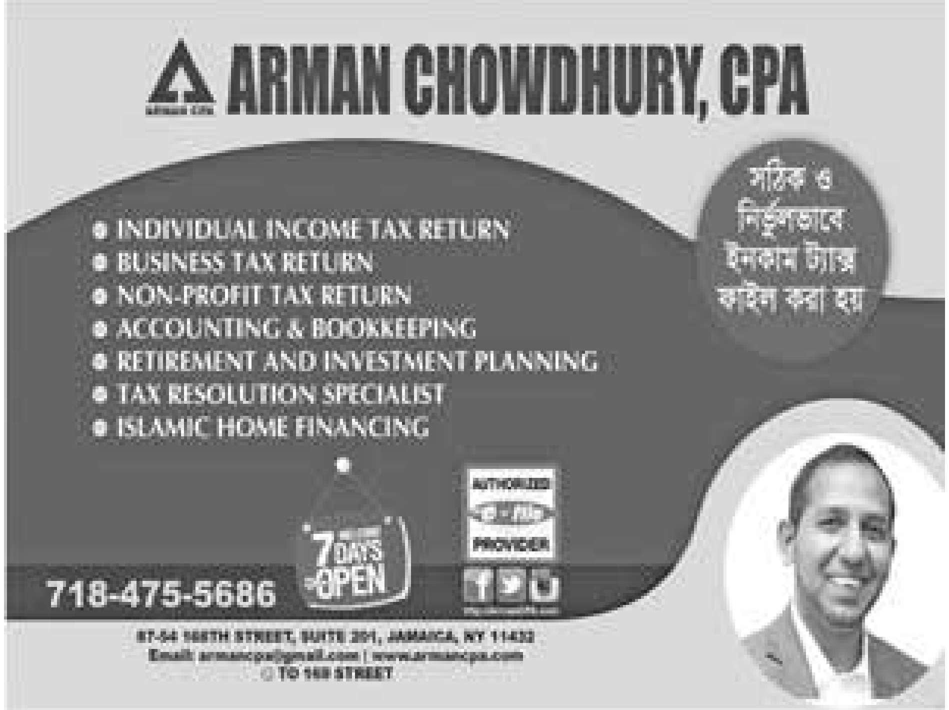

ঢাবি অনুজীববিজ্ঞান বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থীদের পুনর্মিলনী

মেরিল্যান্ড

বিশেষ প্রতিনিধি

১০, ১১, ১২ নভেম্বর মেরিল্যান্ডের হ্যানোভারে অবস্থিত হিলটন গার্ডেন ইন এ ঢাকা ইউনিভার্সিটি মাইক্রোবায়োলজি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (ডুমা) – উত্তর আমেরিকা কর্তৃক আয়োজিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনুজীববিজ্ঞান বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থীদের সম্মেলন "মাইক্রোবায়োলজি কনভেনশন – ২০২৩" সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। "From Cells to Communities: Microbiology Reimagined," শিরোনামে উক্ত সম্মেলনটি ছিল সদ্য সাবেক শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে অনুজীববিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠার একদম শুরুর দিকের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের বহুল আকাঙ্ক্ষিত মিলনমেলা।

মাইক্রোবায়োলজি কনভেনশন – ২০২৩ এ বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় বসবাসরত অর্ধশতাধিক সাবেক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। স্নাতকোত্তর ১ম ব্যাচ (১৯৭৯) থেকে শুরু করে স্নাতক ২৭তম ব্যাচ (২০১৮) এর সাবেক শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে এক উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সম্মেলন এর প্রথম দিন আহ্বায়ক ড: মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেইন এবং সহ-আহ্বায়ক ড: সুবর্ণা আফরিন খান তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন I স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন ডুমা – উত্তর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ড: মুহাম্মদ গোলাম মোরশেদ। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ড: মো. আনোয়ার হোসেন, উপাচার্য, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। স্বাগত বক্তব্যে তিনি অনুজীববিজ্ঞান বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক বন্ধন সুদৃঢ় করার পেছনে এই ধরণের পুনর্মিলন অনুষ্ঠানের ভূমিকার উপর আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ার হোসেন তাঁর সাফল্যময় শিক্ষাজীবন ও বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের নানাবিধ অভিজ্ঞতা গল্পের মাধ্যমে সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখেন। এসময় তিনি বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য বিষয়ক তাঁর দীর্ঘদিনের গবেষণা উপস্থাপন করেন, যা নতুন প্রজন্মের গবেষকদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। অনুষ্ঠানটির "তিন মিনিট থিসিস" পর্বে পিএইচডি শিক্ষার্থী সাদিয়া ও মাসুদা এবং পোস্ট ডক্টরাল গবেষক ড: শরীফ ইকবাল তাদের গবেষণার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন। "তিন মিনিট থিসিস" এর প্যানেলিস্ট হিসেবে ছিলেন অধ্যাপক ড: সেলিনা পারভীন, গবেষক ড. আবুল কালাম আজাদ এবং ড: মোহাম্মদ নিজাম উদ্দীন। পিএইচডি শিক্ষার্থী ও সদ্য সাবেক গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীদের জন্য অন্যতম আকর্ষণীয় আয়োজন ছিল "ক্যারিয়ার সেশন" যার সঞ্চালনায় ছিলেন ড: মাসুদ আলম ও ড: সুবর্ণা খান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুজীববিজ্ঞান বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী ড: মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেইন, ড: হাসান ইমাম রানা, ড: সেলিনা পারভীন, ড: রুহুল আমিন, ড: লোকমান রনি, ড: সামিউল আলম, এবং ড: আবু সিদ্দিক যারা বর্তমানে উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, এনআইএইচ, ফার্মাসিউটিক্যাল ও বায়োটেকনোলজি কোম্পানীর গবেষক, এবং উদ্যোক্তা হিসেবে কর্মরত আছেন, তারা ফলপ্রসূ আলোচনা এবং প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে নানামুখী ক্যারিয়ারের সুযোগ-সুবিধা এবং চাকরির বাজারে নিজেকে আরও প্রতিযোগিতামূলক ও দক্ষ করতে মূল্যবান দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে অধ্যাপক ড: মোহসিন পাটওয়ারী, অধ্যাপক ড: আনোয়ার হক এবং ড: সৈয়দ আশরাফুদ্দিন আহমেদ এর ন্যায় প্রতিথযশা ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি, সাবলীল স্মৃতিচারণ এবং তরুণদের প্রতি মহার্ঘ্য পথনির্দেশ অনুষ্ঠানে এক অনন্য মাত্রা সংযোজন করে।

এদিন ডুমা – উত্তর আমেরিকার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংগঠনটির অর্জন এবং ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়। নবনির্বাচিত কার্যনিবাহী কমিটির নিকট এইদিন সংগঠনটির ভবিষ্যত কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব অর্পন করা হয়। বর্ণিল সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় অনুজীববিজ্ঞান বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থীগণ তাদের নাচ ও গানের প্রতিভা প্রদর্শন করেন। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে "তিন মিনিট থিসিস" পর্বে অংশগ্রহণকারীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

নিরাপত্তা পরিষদে গাজায় 'বর্ধিত মানবিক বিরতির' প্রস্তাব পাস

উত্তর আমেরিকা অফিস

চলমান ইসরাইল-ফিলিস্তিন যুদ্ধে গাজায় 'মানবিক বিরতির' প্রস্তাব জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাস হয়েছে। এছাড়া এ প্রস্তাবে হামাসের হাতে বন্দি ইসরাইলিদের নিঃশর্ত মুক্তিরও আহ্বান জানানো হয়েছে।

মাল্টার উত্থাপিত প্রস্তাবটি ১৫ নভেম্বর বুধবার নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত হয়। নিরাপত্তা পরিষদের ১৫ সদস্যের মধ্যে প্রস্তাবের পক্ষে ১২টি দেশ ভোট দেয়। ভোটদানে বিরত ছিল যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও রাশিয়া। প্রস্তাবে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, রেড ক্রস ও অন্যান্য 'নিরপেক্ষ' মানবিক সংগঠনকে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ করে দিতে পর্যাপ্তসংখ্যক দিনের জন্য জরুরি ভিত্তিতে বর্ধিত মানবিক বিরতি ও করিডর খুলে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

প্রস্তাবটি পালনে আন্তর্জাতিক আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অবশ্য অতীতে নিরাপত্তা পরিষদের এ ধরনের অনেক আইনি বাধ্যবাধকতা থাকা প্রস্তাব ইসরায়েল মেনে চলেনি। এরপরও বিশ্লেষকেরা বলছেন, প্রস্তাবটি ইসরায়েলের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবটি পাসে বাধা দেয়নি। দেশটি চাইলে ভেটো দিয়ে প্রস্তাবটি আটকে দিতে পারত।

পঞ্চমবারের মতো গত ৭ অক্টোবর এ যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এ সংকট নিয়ে বসল নিরাপত্তা পরিষদ। যুক্তরাষ্ট্র ভেটো দেওয়ায় আগের বৈঠকে উত্থাপিত প্রস্তাবে পাস হয়নি।

চন্দ্রযানের যন্ত্রাংশ পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে, কি হবে এবার?

নিউজ ডেস্ক

এই বছরের ১৪ জুলাই ভারতের চন্দ্রযান ৩-কে সফলভাবে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করেছিল এলভিএম৩এম৪ লঞ্চ ভেহিকেল। ইসরোর সেই মহাকাশযানের ওপরের অংশই ১৫ নভেম্বর বুধবার নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ফের ঢুকে পড়লো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে। সমুদ্রে আছড়ে পড়তে চলেছে চন্দ্রযানের এই গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশটি। বিষয়টি নিয়ে বুধবারই একটি বিবৃতি দিয়েছে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো।

বিবৃতিতে ইসরো জানায়, গত ১৪ জুলাই চন্দ্রযান ৩-কে পৃথিবীর কক্ষপথে সফলভাবে স্থাপন করা এলভিএম৩এম৪ লঞ্চ ভেহিকেলের আপার ক্রায়োজেনিক স্টেজটি ১৫ নভেম্বর বুধবার নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ফের একবার পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করেছে। এই লঞ্চ ভেহিকেলটি খুব সম্ভবত উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে আছড়ে পড়বে। এই যন্ত্রাংশ ভারতের আশেপাশে ভূপতিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

ইসরো জানিয়েছে, ভারতীয় সময় বুধবার দুপুর ২টা ৪২ মিনিট নাগাদ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে এলভিএম৩এম৪ লঞ্চ ভেহিকেলের আপার ক্রায়োজেনিক স্টেজটি। জানা গেছে, চন্দ্রযান-৩ উৎক্ষেপণের ১২৪ দিনের মধ্যেই এই যন্ত্রাংশটি ফের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করলো।

চন্দ্রযান ৩ উৎক্ষেপণের পর যখন সেটিকে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করা হয়, তারপরই 'প্যাসিভ' হয় এলভিএম৩এম৪ লঞ্চ ভেহিকেলের আপার ক্রায়োজেনিক স্টেজটি। 'ইন্টার-এজেন্সি স্পেস ডেব্রি কোঅর্ডিনেশন কমিটি'র সুপারিশ অনুযায়ী সেই কাজ চলে বলে জানিয়েছে ইসরো।

ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা জানায়, এলভিএম৩এম৪ লঞ্চ ভেহিকেলের আপার ক্রায়োজেনিক স্টেজে যত জ্বালানি ছিল তা মহাকাশেই 'ত্যাগ' করা হয়। যখন এই যন্ত্রাংশটি ফের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবে এবং ভূপতিত হবে, তখন যাতে বিস্ফোরণ না ঘটে এবং বড় ধরনের কোনও ক্ষতি না হয়, সেজন্যই এই পদক্ষেপ।

ভিজিট বা ষ্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট (সি-১) বা অন্য যে-কোন ভিসায় কিংম্বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আগতদের আমেরিকায় বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ নিন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
আমরা ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসা প্রসেস করি এবং বাংলাদেশে বসবাসরতদেরও ইবি-থ্রি ভিসার মাধ্যমে আমেরিকায় নিয়ে আসতে সহায়তা করি।
ভিজিটরদের আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং ব্যবসায় শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা-অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন। মনে রাখবেন আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড নস্ট করার কোন ক্ষমতা আপনার স্পাউসের নেই। এবং আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড (I-485) এপ্লিকেশনও প্রসেস করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন - গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
(718) 839-5812
163-10 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

বাসা ভাড়া
ফ্ল্যাশিং কলেজ পয়েন্ট বুলেভার্ড সেমিবেসমেন্টে ২ বেড রুমের একটি বাসা ছোট পরিবারের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যাতায়াতের ভাল ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগঃ 646-318-3298, 646-318- 3299

বাসা ভাড়া
ব্রুকলীন এ ট্রেন টু Utica Ave. / Fulton St. সাবওয়ে এবং জে ট্রেন টু Gates Ave. সাবওয়ের কাছে তিন বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ভাড়া ১৮৫০ ডলার গ্যাসসহ। যোগাযোগ: ফোন: 718-574- 5679.

Convenience Store
জ্যামাইকা হিলসাইড এবং PARSONS BLRD ২টা হাই স্কুল ২টা Middle School-এর মধ্যে সাবওয়ে থেকে উঠলে Very busy Convenience Store Sale করা হবে। মালিক অসুস্থ থাকার কারণে Sale হবে। শুধু সিরিয়াস ক্রেতারা যোগাযোগ করুন। ফোন: ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮

EMPLOYMENT AGENCY
Can help you get a job and also find the best employees
Baby Sitter, Housekeeper,
Companion aide contructions
Factory, warehouse, driver,
Customer service, clerical day
Work cashier sales, general help
Restaurant and more
Phone: 929-431- 4206
Address: 37-22 - 73 Street Jackson Heights, Ny - 11372

নিউইয়র্কে স্বনামধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ
Utpal Chowdhury, MD.
Board certified internal medicine
Attending physician/Emergency-New York Community Hospital, Brooklyn. Jamaica Hospital Medical Center, Queens.
অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়
পরিষেবা/চিকিৎসা
TREATMENT / SERVICES
- COMPLETE PHYSICAL
- HIGH BLOOD PRESSURE
- SCHOOL /JOB PHYSICAL
- HIGH CHOLESTEROL
- TLC
- ASTHMA
- VACCINATION
- SKIN PROBLEM
- DIABETES
- EKG
Please call for Appointment
At# 917-503-5002

Jamaica office
167-02 Highland Ave, 1st Floor, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 297-4444 & (917) 503-5006
Fax: (718) 297-4443& (917) 503-5005
Office Hours:
Monday & Thursday, 5pm-9pm
Wednesday & Friday, Sunday 9am-3pm
Jackson Heights office
40-37 76th Street, 1st Floor, Elmhurst, NY 11373
Phone: (917) 503-5002 & (718) 533-0002
Fax: (917) 503-5004 & (718) 533-0005
Office Hours:
Monday, Tuesday Thursday 9am-3pm
Wednesday & Friday 5pm-9pm
Sunday: Lab. Work only, 9am-1pm
Tel: 917-503-5002,
Fax: 917-503-5004
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স নিয়ে থাকি
যাদের স্বাস্থ্যবীমা নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করে থাকি
We accept all major insurances including Medicare, Medicaid
True Medical Care P.C.
40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst, NY 11373 167-02 Highland Ave, 1st Floor Jamaica, NY 11432

দুঃশ্চিন্তায় ফেডারেল কর্মীরা

গভর্মেন্ট শাটডাউন

এইচ বি রিতা

সম্ভাব্য গভর্মেন্ট শাটডাউন এড়াতে রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন ১৬ নভেম্বর বৃহস্পতিবার একটি স্বল্পমেয়াদী সরকারি তহবিল বিলে স্বাক্ষর করেছেন। সিনেট 'স্টপ-গ্যাপ স্পেন্ডিং বিল' অনুমোদনের একদিন পরেই বাইডেনের অনুমোদন এসেছিল। নতুন হাউস স্পিকার মাইক জনসন(আর-ল্যা) দ্বারা পরিকল্পিত এই পরিমাপটি ১৯ জানুয়ারী, ২০২৪ পর্যন্ত চারটি ফেডারেল এজেন্সি এবং বাকি ২ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ পর্যন্ত তহবিল দেয়। তাদের লক্ষ্য হল দীর্ঘমেয়াদী ব্যয় বিল নিয়ে আলোচনার জন্য কংগ্রেসকে আরও পর্যাপ্ত সময় দেওয়া।

বাইডেন এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা শীর্ষ সম্মেলনের জন্য সান ফ্রান্সিসকোতে আছেন। তাই বিলটি তার স্বাক্ষরের জন্য সেখানে এসেছে। এই পরিমাপের মধ্যে যা অন্তর্ভুক্ত নয় তা হ'ল বাইডেন বলেছেন, "তহবিলটি ইউক্রেন এবং ইসরায়েলের জন্য জরুরিভাবে প্রয়োজন।"

এ্যান্টিডেফিসিয়েন্সি অ্যাক্টের অধীনে যা প্রাথমিকভাবে ১৮৮৪ সালে পাস করা হয়েছিল এবং ১৯৫০ সালে সংশোধিত হয়েছিল, ফেডারেল সংস্থাগুলি কংগ্রেসের কাছ থেকে বরাদ্দ বা অন্যান্য অনুমোদন ছাড়া কোনো অর্থ ব্যয় করতে পারবে না বা বাধ্য করতে পারবে না। যখন কংগ্রেস ১২টি বার্ষিক বরাদ্দ বিল প্রণয়ন করতে ব্যর্থ হয়, তখন ফেডারেল সংস্থাগুলিকে, কংগ্রেসের পদক্ষেপ না নেয়া পর্যন্ত সমস্ত অ-প্রয়োজনীয় কাজ বন্ধ করতে হবে। এটি সরকারি শাটডাউন হিসাবে পরিচিত।

গভর্মেন্ট শাটডাউন চলাকালীন, অনেক ফেডারেল কর্মচারীকে কাজের জন্য রিপোর্ট না করতে বলা হয়। যদিও ২০১৯ সালের একটি আইনের অধীনে শাটডাউন শেষ হলে তারা পূর্ববর্তীভাবে অর্থ প্রদান করে। গভর্মেন্ট কর্মচারীরা যারা এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল এবং আইন প্রয়োগকারীর মতো প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলি প্রদান করে, তারা কাজ চালিয়ে যেতে পারে কিন্তু কংগ্রেস, শাটডাউন শেষ করার জন্য পদক্ষেপ না নেওয়া পর্যন্ত তারা বেতন পায় না। সোশ্যাল সিকিউরিটি এবং মেডিকেয়ারের মতো সুবিধাগুলি চলমান থাকে কারণ এগুলি কংগ্রেসের দ্বারা অনুমোদিত আইনে অনুমোদিত, যেগুলির বার্ষিক অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না।ট্রেজারি সময়মত মার্কিন ট্রেজারি ঋণের সুদ পরিশোধ করা চালিয়ে যেতে পারে। গভর্মেন্ট শাটডাউনে পাসপোর্ট, ছোট ব্যবসা ঋণ বা সরকারি সুবিধার জন্য আবেদন প্রক্রিয়াকরণে বিলম্ব হতে পারে। জাতীয় উদ্যানে দর্শনার্থী কেন্দ্র এবং বাথরুম বন্ধ থাকে, কম খাদ্য-নিরাপত্তা পরিদর্শন হয়, এবং আরো বিভিন্ন অসুবিধা সামনে আসতে পারে। এ নিয়ে দুঃশ্চিন্তায় পড়েছেন ফেডারেল কর্মীরা।

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির থ্যাংকস গিভিং ডে খাবার বিতরন

উত্তর আমেরিকা অফিস

১৮ নভেম্বও, ২০২৩ থেংকস গিভিং ডে উপলক্ষে নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর ক্রিসটিন গনজালেস এর উদ্যোগে ও এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় স্বল্প আয়ের মানুষের মধ্যে হালাল চিকেন এন্ড গ্রোসারী বিতরন করা হয়েছে। ১৯ নভেম্বর সোমবার বিকেলে এস্টোরিয়া ৩৬ এভিনিউ এর ৩০ স্ট্রিট এ কর্মসূচি পালিত হয়। ক্রিসটিন গনজালেস তার বক্তৃতায় এসাইলেম শেখার এবং নিম্ন আয়ের মানুষের সহযোগিতায় এগিয়ে আসার জন্য আহবান জানান। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কুইনস টুগেদারের সিইও জনথান ফারগাস এবং হাইড্র কিউবেক এনার্জি সার্ভিসের পিটার রোজ এবং সংগঠনের সভাপতি সোহেল আহমেদ, উপদেষ্টা দেওয়ান সাহেদ চৌধুরী, কোষাধক্ষ এমদাদ রহমান তরফদার, সাংগঠনিক সম্পাদক মইনুল হক চৌধুরী, সদস্য ফয়সল আহমেদ, সদস্য নুরুল হক, সদস্য কাজি মরিয়ম ও অন্যান্যের মধ্যে মোহাম্মদ হোসেন, শাহনুর কুরাইশি, ফাতেমা হোসেইন রিমা, আল আমিন ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারন সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন তার বক্তব্যে লং আইল্যান্ড সিটিতে প্রায় ৮০০ হাজারের বেশী এসাইলেম আবেদন করা এবং নিম্ন আয়ের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য কমিউনিটির সবাইকে আহবান জানান।

প্রেসিডেন্টের দায়িত্বও সামলাতেন রোজালিন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের স্ত্রী রোজালিন কার্টার ৯৬ বছর বয়সে মারা গেছেন। গত চার দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি বিভিন্ন দেশে মানবিক নানা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

দ্য কার্টার সেন্টারের বরাতে ভয়েস অব আমেরিকা জানিয়েছে, বহুদিন ধরেই তার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছিল রোজালিনের। তিনি ডিমেনশিয়াতে ভুগছিলেন।

জিমি কার্টার

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, জিমি কার্টারের সঙ্গে রোজালিনের বিবাহিত জীবন ৭৭ বছরের বেশি দীর্ঘ। ফার্স্ট লেডি থাকা অবস্থায় তিনি মন্ত্রিসভার বৈঠকগুলোতে বসতেন। বিতর্কিত বিভিন্ন বিষয়েও তিনি মতামত দিতেন। আর প্রেসিডেন্ট বিদেশ সফরে গেলে হোয়াইট হাউসে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করতেন। জিমি কার্টার প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় তাঁর সহযোগিদের বলেছিলেন—রোজালিন তাঁর শ্রেষ্ঠ বন্ধু এবং সম্ভবত তাঁর জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব রাখা মানুষ।

জিমি কার্টার রোজালিনের ওপর এতটাই আস্থা রাখতেন যে—১৯৭৭ সালে প্রেসিডেন্ট হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি রোজালিনকে দক্ষিণ আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন স্বৈরাচারী নেতাদের হুমকি দিয়ে আসার জন্য। সে সময় তিনি এই নেতাদের বলে দিয়েছিলেন, মানবাধিকার ভঙ্গ করলে সাহায্য বন্ধ করে দেবে কার্টার প্রশাসন।

প্রেসিডেন্টের মেয়াদ শেষে ওয়াশিংটন ছাড়ার পর জিমি এবং রোজালিন মিলে আটলান্টায় দ্য কার্টার সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাদের মানবিক কাজ অব্যাহত রাখেন। মানসিক রোগী এবং গৃহহীনদের নিয়েও কাজ করেছেন রোজালিন।

গুয়ামে মার্কিন ঘাঁটির ছবি তুলল উ. কোরিয়ার স্যাটেলাইট

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মাত্র একদিন আগেই বহুল আলোচিত নজরদারি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছে উত্তর কোরিয়া। উৎক্ষেপণের পরপরই এবার দেশটি দাবি করেছে, তাদের স্যাটেলাইট পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থিত দ্বীপ গুয়ামে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটির ছবি তুলেছে। উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম জং উন সেই ছবি পর্যালোচনাও করেছেন।

উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদ সংস্থা কোরিয়ান সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি বা কেসিএনএ-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আজ বুধবার উত্তর কোরিয়ার প্রথম নজরদারি স্যাটেলাইট গুয়ামের ছবি তুলেছে। প্রেসিডেন্ট কিম জং উন সেসব ছবি পর্যালোচনা করেছেন।

কেসিএনএ-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কিম জং উন প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ গুয়ামের আকাশ থেকে দ্বীপটিতে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের অ্যান্ডারসন এয়ার ফোর্স বেস, আপরা হারবার অন্যান্য প্রধান সামরিক ঘাঁটির মহাকাশের ছবি পর্যালোচনা করেছেন। এসব ছবি ২২ নভেম্বর সকাল ৯টা ২১ মিনিটে তোলে উত্তর কোরিয়ার নজরদারি স্যাটেলাইট।

এদিকে, গতকাল মঙ্গলবার এশিয়ার দেশ উত্তর কোরিয়া সফলভাবে কক্ষপথে একটি নজরদারি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করার দাবি জানায়। পাশাপাশি শত্রুপক্ষের বিপজ্জনক সামরিক কর্মকাণ্ডের ওপর নজর রাখতে আরও এ ধরনে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের ঘোষণা দেয় দেশটি।

স্টেপ টু হিউম্যানিটি এসোসিয়েশনের নির্বাহী পরিচালক দেলোয়ার

কানাডা প্রতিনিধি

দেলোয়ার জাহিদ

দ্য স্টেপ টু হিউম্যানিটি এসোসিয়েশন (STHA) গর্বিতভাবে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কানাডিয়ান সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ দেলোয়ার জাহিদকে এর নির্বাহী পরিচালক হিসেবে নিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকটি এশিয়া ও আফ্রিকা জুড়ে দারিদ্র্য, সংকট এর প্রতিক্রিয়া, স্বাস্থ্যসেবা অ্যাক্সেস, বিশুদ্ধ পানি পান নিশ্চিতের উদ্যোগ এবং বেকার নারী ও যুবকদের ক্ষমতায়ন বিষয়ে সংস্থার অটল প্রতিশ্রুতির উপর জোর দেয়।

তার নতুন ভূমিকার জন্য প্রচুর অভিজ্ঞতা, আবেগ এবং দক্ষতা নিয়ে আসা, দেলোয়ার জাহিদের কমিউনিটি সমর্থনের জন্য আজীবন উৎসর্গ রয়েছে, যার প্রভাব বাংলাদেশ, ইউরোপ এবং কানাডায় স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্কেলে স্বীকৃত।

২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত, STHA হল কানাডার একটি নিবন্ধিত দাতব্য সংস্থা, সুবিধাবঞ্চিতদের সেবা করার জন্য রাজনৈতিক সীমানা অতিক্রম করে এবং মানবতার প্রতি অবিচল প্রতিশ্রুতির উদাহরণ দেয়।

দেলোয়ার জাহিদ, পূর্বে কুমিল্লা প্রেসক্লাব এবং কুমিল্লা সাংবাদিক ইউনিয়ন উভয়ের সভাপতি ছিলেন, আশির দশকে বাংলা পত্রিকা "সমাজকন্ঠ-তথা সমাজের কণ্ঠস্বর" এর সম্পাদক হিসাবে তার বর্ণাঢ্য সাংবাদিকতা জীবন শুরু করেন। জাতীয় দৈনিক এবং সংবাদ সংস্থাগুলিতে তার অবদান রয়েছে যা ইউরোপে স্বীকৃতি অর্জন করেছে, যেখানে তিনি মানবাধিকারের প্রতি তার অদম্য প্রতিশ্রুতির জন্য বিভিন্ন মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে বিশিষ্টভাবে আলোচিত ও প্রদর্শিত হয়েছেন।

সাংবাদিকতা, শিক্ষাবিদ এবং মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে জনাব জাহিদের বৈচিত্র্যময় পটভূমি তাকে সমাজে বিরাজমান বৈষম্য ও অবিচারের সমালোচনামূলক সমস্যা মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও জ্ঞান দিয়ে সজ্জিত করে।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC
প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব
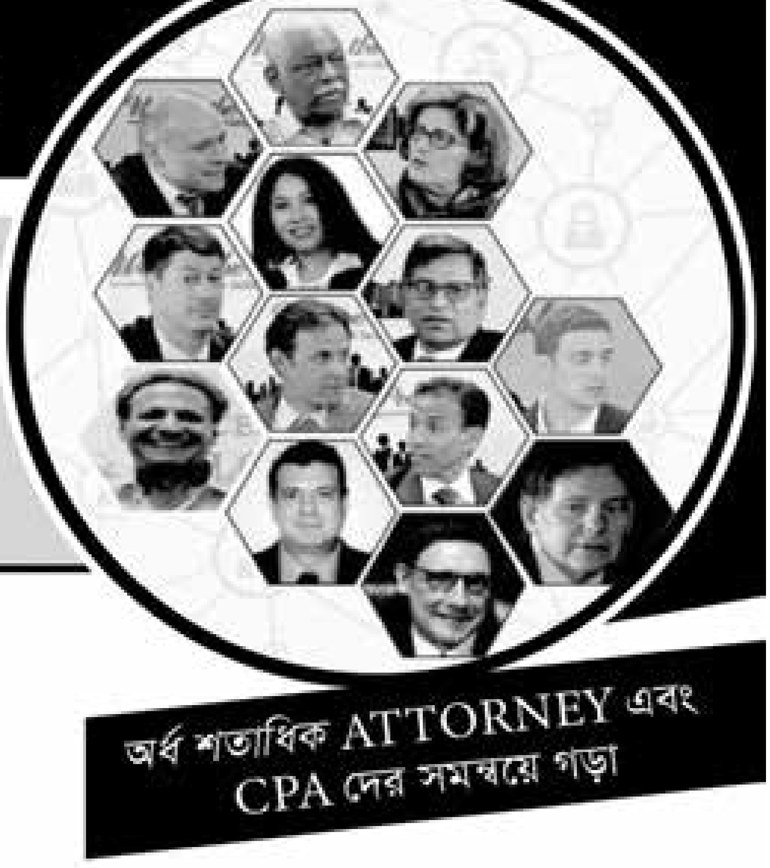
অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া
ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.
৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

রোটারি ক্লাব অব হোপ নিউইয়র্কের চার্টার এবং প্রথম ইনস্টলেশন প্রোগ্রাম উদযাপন

জলি আহমেদ

রোটারি ক্লাব অব হোপ নিউইয়র্কের চার্টার অনুষ্ঠান এবং প্রথম ইনস্টলেশন প্রোগ্রাম উদযাপন করা হয় এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে । ২১ নভেম্বর সোমবার চার্টার অনুষ্ঠান এবং ১৮ নভেম্বর শনিবার প্রথম ইনস্টলেশন প্রোগ্রাম ব্রুকলিনের একটি আবাসিক ভবনের ছাদে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা গভর্নর জে. লরেন রাসেল, প্রাক্তন জেলা গভর্নর মার্টিন শুলম্যান, ভাইস-গভর্নর এবং প্রাক্তন জেলা গভর্নর মাহবুব আহমেদ, গভর্নর এরিক স্টরবার্গ, গভর্নর গ্যারেট ক্যাপোবিয়ানকো, গভর্নর মেরি শাকলেটন এবং এরিয়া গভর্নর বিনা আহমেদ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট ৭২৩০ এর রোটারিয়ান শাহনেওয়াজ রাহিম, লাবনী আহমেদ ।হোপ রোটারি নিউইয়র্ক ক্লাবের চার্টার প্রেসিডেন্ট রোটারিয়ান রওনক আহমেদের সাবলিল সঞ্চালনায় পুরো আয়োজনটি খুবই প্রানবন্ত হয়ে উঠে এবং তিনি আইপিডিজি মার্টিন শুলম্যানের কাছ থেকে চার্টার সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন। ক্লাবের বর্তমান সভাপতি, রোটারিয়ান কাজী আহমেদ ডিজি জে লরেন রাসেলের সাথে শপথ নেন। এই শপথে ডিজি সভাপতি কাজী সহ নতুন পরিচালনা পর্ষদ ও কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। সমস্ত চার্টার সদস্যরা ডিজি লরেনের কাছ থেকে সার্টিফিকেট গ্রহন করেন।সভাপতি কাজী নতুন সদস্যদের রোটারি ল্যাপেল পিন উপহার দিয়ে স্বাগত জানান। সম্মানিত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তাদের মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করে সবাইকে উৎসাহিত করেন। রোটারি ক্লাব অব হোপ নিউইয়র্ক কে জেলা গভর্নর তার বক্তৃতায় এক নম্বর রোটারি ক্লাব হিসেবে স্বীকৃতি দেন। ক্লাবের উপদেষ্টা, পিডিজি মাহবুব আহমদ তার বক্তৃতায় ক্লাবের কথা তুলে ধরেন। এজি, বিনা আহমেদ তার বক্তৃতায় উল্লেখ করেন যে, সভাপতি, রওনক আহমদ এই আয়োজনের সকল কাজ নিজের হাতে নিষ্ঠার সাথে করেছেন । রওনক ও কাজী আহমেদ ক্লাবের প্রত্যেক সদস্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। সদস্যরা হলেন নাহিদ জামান, নওশীন বারকো, শোয়েব খান, সাদ আহমেদ, নিয়াজ আফনান, মাদানী খান, মার্শা চৌধুরী, সোহেল পারভেজ, মোহাম্মদ বাবর, শাকারা মহিউদ্দিন, আতিকুর রহমান, মোহাম্মদ আফতাব প্রমুখ।

নতুন জোনিং-শহরের সমৃদ্ধির নতুন পথ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শহরব্যাপী জোনিং কোডে ১৮টি মৌলিক পরিবর্তনের জন্য পাবলিক অডিট প্রক্রিয়া শুরু করেছি যা আমাদের আর্থিক পুনরুদ্ধারকে সমর্থন করবে। সেই সাথে নিউ ইয়র্কবাসীদের তাদের এলাকায় শ্রম এবং পণ্য পেতে সহায়তা করবে এবং নতুন ব্যবসা শুরু করা বা প্রসারিত করা সহজ করে তুলবে। 'সিটি অফ ইয়েস ফর ইকোনমিক অপারচুনিটি'-উদ্যোগে অতিরিক্ত স্পটগুলিতে বাড়তি ব্যবসার পরিকল্পনাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে৷ উদাহরণ স্বরূপ, উৎপাদনের জন্য জোন ছেড়ে ভিন্ন এলাকায় যাওয়ার পরিবর্তে আমাদের ব্যবস্থা একটি সফল বেকারিকে আপনার এলাকার কাছাকাছি প্রসারিত করার অনুমতি দেবে। এতে করে গ্রাহকদের কাছাকাছি থাকা সেই ব্যবসাটিও লাভবান হবে।"

পরিকল্পনাটি নিউইয়র্কের ইতিহাসে জোনিংভিত্তিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল চাকরি এবং ব্যবসায়কে সমর্থন করার জন্য বড় একটি উদ্যোগ। এর মধ্যে সীমিত পরিসরের উৎপাদন - ডিজাইনার, খুচরা বিক্রেতা, শিল্পী, কারিগর এবং সমস্ত ধরণের নির্মাতাদের জন্য আরও বেশি স্থান অ্যাক্সেসযোগ্য করে। সেই সাথে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যবসার জন্য নতুন জোনিং সরঞ্জাম তৈরি করে। মূলত বর্তমান জোনিংটি ৬০ বছর আগে বিদ্যমান শিল্প ব্যবসাগুলির জন্য তৈরি করা হয়েছিল এবং বর্তমান প্রস্তাব এই নিয়মগুলিকে আপডেট করতে যাচ্ছে, যাতে নিউইয়র্কে ব্যবসাগুলি বৃদ্ধি পায়, নিউ ইয়র্কবাসীদের জন্য ভাল বেতনের চাকরি প্রদান করতে পারে।

অ্যাডামস্ বলেন, "যারা ঘরে বসে ব্যবসা করতে চান এবং বিদ্যমান বিল্ডিংগুলিকে নতুন উপায়ে ব্যবহার করার জন্য নতুন মান নির্ধারণ করতে চান যা দূরবর্তী কাজের অগ্রাধিকার দেয়, আমাদের পরিকল্পনা তাদের জন্য প্রবিধানগুলিকে আধুনিকীকরণ করবে। এই পরিকল্পনাটি আমাদের শহরের খালি স্টোরফ্রন্টগুলির চলমান সমস্যাকেও সমাধান করবে। কিছু স্টোরফ্রন্টকে বাধা দেয় এমন প্রতিকূল প্রবিধান সংশোধন করে সেগুলির একটি বৃহত্তর পরিমাণকে পুনরায় ইজারা দেওয়া হবে এবং কোন ধরণের ব্যবসাগুলি কোথায় খুঁজে পেতে পারে, সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নিয়মগুলি এবং বিপরীতমুখী নির্দেশিকা পরিবর্তন করা হবে। যদি তারা দুই বছরের বেশি সময় ধরে খালি থাকে তাহলে পুনরায় দখল করা হবে।"

শহরের ক্যাফে এবং নাইটলাইফ সেক্টর, জীবন বিজ্ঞান, চলচ্চিত্র নির্মাণ, শহুরে কৃষি এবং আরও অনেক কিছুকে সমর্থন করার জন্য অতিরিক্তভাবে জোনিংকে আপগ্রেড ও সংস্কার করছেন বলে জানান মেয়র অ্যাডামস্। তিনি বলেন, "খাদ্য থেকে শুরু করে প্রযুক্তি এবং শিল্প পর্যন্ত, এই সামান্য তবে স্পষ্ট পরিবর্তনগুলি আমাদের অর্থনীতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করবে। জিনিসগুলি করার জন্য এই পদ্ধতিটি নতুন। এটি আরও সহযোগিতামূলক সংস্কৃতি তৈরি করবে - যেখানে সিটি গভর্মেন্ট অংশীদার হয়ে সমাধানগুলিকে প্রবাহিত করার জন্য কাজ করে, কোনো বাধা অতিক্রম করার জন্য নয়।"

মেয়র অ্যাডামস্ বলেন, "নতুন ব্যবসা, নতুন শিল্প, নতুন ধারণা, নতুন আবাসন, পরিবর্তন, সৃজনশীলতা এবং সুযোগের জন্য-City of Yes তা-ই। প্রকৃতপক্ষে, নিশ্চিত করতে যে, নিউইয়র্ক থাকবে সেখানে, যেখানে আপনি আপনার চিন্তাভাবনাগুলিকে গতিশীল করতে এবং সফল হতে পারেন।"

বিপুল ভোটে পুরো পরিষদের জয়!

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে রেহানা পারভীন ইতি পেয়েছেন ১ হাজার ১ শত ৪৩ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী মাহের নোহা আহমেদ পেয়েছেন ৪ শত ৭৩ ভোট। যুগ্ম সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে মৌসুমি রহমান পেয়েছেন ১ হাজার ১ শত ৫১ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী নাসরিন শাহরিয়ার পেয়েছেন ৪ শত ৫৯ ভোট। সমাজ কল্যাণ সম্পাদক পদে বিএম রায়হানুজ্জামান পেয়েছেন ১ হাজার ১ শত ২৪ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী ইসতিয়াক আহমেদ পেয়েছেন ৪ শত ৭৭ ভোট। ক্রীড়া সম্পাদক পদে একরামুল পিজন পেয়েছেন ১ হাজার ১ শত ১ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী নুর মোহাম্মদ পেয়েছেন ৫ শত ১৯ ভোট। শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক পদে আমিন হোসেন পেয়েছেন ১ হাজার ১ শত ৩১ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী মোঃ মেরাজুল ইসলাম পেয়েছেন ৪ শত ৭৪ ভোট। গণসংযোগ সম্পাদক পদে পঙ্কজ চন্দ্র দাস পেয়েছেন ১ হাজার ১ শত ৭ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী মাসুদ আকবর পেয়েছেন ৪ শত ৯৮ ভোট। নির্বাহী সদস্য পদে (এক) এসএম সাইফুর ইসলাম পেয়েছেন ১ হাজার ১ শত ১২ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী আমতিয়াজ উদ্দিন পেয়েছেন ৪ শত ৯৮ ভোট এবং নির্বাহী সদস্য পদে (দুই) পদে মোঃ মাসুদ রানা পেয়েছেন ১ হাজার ১ শত ৪৪ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী আব্দুল কাদের পেয়েছেন ৪ শত ৫৮ ভোট।

উপরোক্ত ফলাফল থেকে (এক সপ্তাহ আগে রাতের অন্ধকারে গ্রহন করা) ৬৯৪টি ভোট বিয়োগ করা হয়েছে।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগে থেকেই নির্বাচন কমিশনার সালাউদ্দিন খান সৈকত অপর প্যানেল তানভির-তাজ-শান্তা পরিষদে সাথে যোগসাজসের অভিযোগ পাওয়া গেছে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার আলাউদিন খানের বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির খবর পাওয়া যায়। ভোট গ্রহণের নির্ধারিত দিনের এক সপ্তাহ আগে তানভির-তাজ-শান্তা পরিষদকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন শহরে গিয়ে রাতের অন্ধকারে ভোট গ্রহণ করেন। সবচেয়ে বড় অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ ছিল গঠনতন্ত্র পরিপন্থি 'ডাকযোগে ভোট প্রদান' প্রক্রিয়া। শুরু থেকেই খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদ ডাকযোগে ভোট প্রদানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেন। নির্বাচন কমিশন খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদের কোন অভিযোগকে গুরুত্ব দেননি। ফলে নিরুপায় হয়ে খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদ আদালতের শরণাপন্ন হন। আইনজীবির দায়ের করা অভিযোগের প্রেক্ষিতে গত মঙ্গবার (৭ নভেম্বর) ম্যাসাচুসেটসের দেওয়ানী কার্যবিধি বিধির ৬৫ ধারায় উক্ত নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রদান করেন বিজ্ঞ বিচারক। আইনজীবির দায়ের করা অভিযোগের প্রেক্ষিতে গত মঙ্গবার (৭ নভেম্বর) ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের দেওয়ানী কার্যবিধি বিধির ৬৫ ধারায় লরেন্স সুপরিয়র কোর্টের বিজ্ঞ বিচারক জেনিস ডব্লিউ. হাউ উক্ত নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রদান করেন।

নির্বাচন কমিশনার সালাউদ্দিন খান সৈকত জানান, আদালতের নিষেধাজ্ঞা মাথায় রেখে আমরা সংবিধান মোতাবেক শুক্রবার (১০ নভেম্বর) সান্ধ্য ভোট ও শনিবার (১১ নভেম্বর) দিনব্যাপী ভোট গ্রহন করার কথা যুক্তরাষ্ট্রের বাংলা সংবাদমাধ্যম বাংলা প্রেসকে জানালেও সেটি তিনি পালন করেননি।

লরেন্স সুপরিয়র কোর্টের বিজ্ঞ বিচারক জেনিস ডব্লিউ. হাউ-এর পুর্ব ঘোষিত নির্দেশনায় অগ্রিম ভোট গণনা বাতিল হলে সভাপতি পদে মাহবুব-ই খোদা ৬৭৯ ভোটের ব্যবধানে অপর প্রার্থী তানভির মুরাদকে পরাজিত করবেন। বিচারকের নির্দেশ অমান্য করে খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদের প্রতিনিধিদের অসম্মতিতে জোর পূর্বক অগ্রিম ভোট (এক সপ্তাহ আগে রাতের অন্ধকারে গ্রহন করা) ৬৯৪টি ভোট যুক্ত করে তানভির মুরাদসহ তার প্যানেলকে বিজয়ী ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশনের প্রধান সালাউদ্দিন খান সৈকত। তার পাতানো ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেছেন খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদের পক্ষে সভাপতি প্রার্থী মাহবুব-ই-খোদা (খোকা)।

আদালতের পুর্ব ঘোষিত নির্দেশনা উপেক্ষা করে মাত্র ১৫ ভোটের ব্যবধান নির্বাচন কমিশনের পছন্দের প্যানেলকে তাৎক্ষণিক ঘোষণা দিলে পাতানো ফলাফলকে প্রত্যাখ্যান করেছেন খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদের পক্ষে সভাপতি প্রার্থী মাহবুব-ই-খোদা (খোকা)। আদালতের নির্দেশনা অমান্য করে একটি প্যানেলের সম্মতি ছাড়াই এক তরফাভাবে ভোটের ফলাফল ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশন।

উল্লেখ্য, বেইনের কার্যকরী পরিষদের ১৫টি পদের জন্য এবারে দু'টি প্যানেলে ৩০ প্রার্থীর মধ্যে লড়াই হয়। এবারের নির্বাচনে স্বজনপ্রীতি ও ভোট কারচুপির লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন গঠনতন্ত্র পরিপন্থি 'ডাকযোগে ভোট গ্রহণের' ঘোষনা দিলে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন একটি প্যানেলের প্রার্থীরা। নির্বাচন কমিশনের কাছে জোর আপত্তি জানায়। কিন্তু নির্বাচন কমিশন তাদের অভিযোগ আমলে না নিয়ে নিজের মনগড়া সিদ্ধান্তে অটল থাকেন।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগে থেকেই নির্বাচন কমিশনার সালাউদ্দিন খান সৈকত অপর প্যানেল তানভির-তাজ-শান্তা পরিষদে সাথে যোগসাজসের অভিযোগ পাওয়া গেছে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর থেকে তার বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির খবর পাওয়া যায়। ভোট গ্রহণের নির্ধারিত দিনের এক সপ্তাহ আগে তানভির-তাজ-শান্তা পরিষদকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন শহরে গিয়ে রাতের অন্ধকারে ভোট গ্রহণ করেন। সবচেয়ে বড় দুর্নীতির অভিযোগ ছিল গঠনতন্ত্র পরিপন্থি 'ডাকযোগে ভোট প্রদান' প্রক্রিয়া। শুরু থেকেই খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদ ডাকযোগে ভোট প্রদানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেন। নির্বাচন কমিশন খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদের কোন অভিযোগকে গুরুত্ব দেননি। ফলে নিরুপায় হয়ে তাদের আইনজীবির মাধ্যমে আদালতের শরণাপন্ন হন খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদ।

আদালতের পুর্ব ঘোষিত নির্দেশনা মতাবেক চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে হবে আদালতের পরবর্তী নির্দেশনার জন্য। আদালতের পুর্ব ঘোষিত নির্দেশনা উপেক্ষা করে মাত্র ১৫ ভোটের ব্যবধান নির্বাচন কমিশনের পছন্দের প্যানেলকে তাৎক্ষণিক ঘোষণা দিলে পাতানো ফলাফলকে প্রত্যাখ্যান করেছেন খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদ।

লরেন্স সুপরিয়র কোর্টের বিজ্ঞ বিচারক জেনিস ডব্লিউ. হাউ-এর পুর্ব ঘোষিত নির্দেশনায় অগ্রিম ভোট গণনা বাতিল হলে সভাপতি পদে মাহবুব-ই খোদা ৬৭৯ ভোটের ব্যবধানে অপর প্রার্থী তানভির মুরাদকে পরাজিত করবে। বিচারকের নির্দেশ অমান্য করে খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদের প্রতিনিধিদের অসম্মতিতে জোর পূর্বক অগ্রিম ভোট (এক সপ্তাহ আগে রাতের অন্ধকারে গ্রহন করা) ৬৯৪টি ভোট যুক্ত করে তানভির মুরাদসহ তার প্যানেলকে বিজয়ী ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশনের প্রধান সালাউদ্দিন খান সৈকত। তার পাতানো ও পূর্ব পরিকল্পিত ফলাফল ইতোমধ্যে প্রত্যাখ্যান করেছেন খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদের পক্ষে সভাপতি প্রার্থী মাহবুব-ই-খোদা (খোকা)। দু'দিনের ভোট গ্রহণে প্রবাসীদের প্রদত্ত ভোটে খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদ বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছেন।

অ্যামাজনের ব্ল্যাক ফ্রাইডে ডিল

এইচ বি রিতা

ব্ল্যাক ফ্রাইডে প্রতি বছর থ্যাঙ্কসগিভিংয়ের পরই শুক্রবার পড়ে। এ বছর ব্ল্যাক ফ্রাইডে ২৪ নভেম্বর। অ্যামাজন এবার আগের চেয়ে কিছুটা বেশি ব্ল্যাক ফ্রাইডে ডিসকাউন্ট দিচ্ছে। এই মুহুর্তে, প্রাইম মেম্বাররা প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, পোশাক, প্রযুক্তি, কসমেটিক্স, বিউটি সাপ্লাই এবং আরও অনেক কিছুর উপর ডিসকাউন্ট পাবেন। প্রাইম মেম্বাররা সবকিছুতে ডিসকাউন্ট পাবেন।

অ্যামাজন, অনলাইনে ক্রেতাদেরকে ঘন ঘন তাদের পণ্যগুলো চেক করতে পরামর্শ দেয়, কারণ ব্ল্যাক ফ্রাইডে এবং সাইবার মানডে-এর মাধ্যমে তারা অনলাইন পণ্য ক্রমাগত নতুন ডিলের সাথে আপডেট করবে।

অ্যামাজনের ইকো বাডস্ এর সর্বশেষ সংস্করণটি আপনি যখন মেগা-রিটেলারের কাছ থেকে একটি চার্জিং কেস সহ বাছাই করবেন, আপনি তালিকা মূল্যের ৩০ শতাংশ ছাড় পাবেন। $৫০ বদলে এখন $৩৫ পাওয়া যাচ্ছে। ইকো বাডস সক্রিয় নয়েজ বাতিলকরণের সাথে আসে যা ব্যাকগ্রাউন্ডের শব্দ সীমিত করে। ই-রিডার বইগুলো বাছাইয়ে ছাড় দেয়া হয়েছে, $১২০ থেকে $৯৯। অ্যামাজন ফায়ার টিভি ওমনি কিউএলইডি-এ ২৭ শতাংশ ছাড় রয়েছে, $৪৫০ থেকে এখন $৩৮০ তে। অ্যামাজন ইকো ৪র্থ জেনার প্রোডাক্টে ৪৫ শতাংশ ছাড় রয়েছে। এটি একটি ছোট, গোলাকার স্পিকার যার অন্তর্নির্মিত আলেক্সা ক্ষমতা রয়েছে যা এখন $১০০ থেকে $৫৫ পাওয়া যাচ্ছে। অ্যালেক্সা হল অ্যামাজনের ক্লাউড-ভিত্তিক ভয়েস পরিষেবা, যার মাধ্যমে আপনি প্রাকৃতিক ভয়েস তৈরি করতে পারবেন।

রিং ব্যাটারি ডোর বেল-এ ছাড় রয়েছে $১৮০ থেকে $১২০ যা ওয়্যারলেসভাবে আপনার বাড়ির নিরাপত্তা দিবে। ছাড়ে রয়েছে অ্যামাজন ইকো পপ- $৪০ থেকে $১৮; এই রঙিন, স্মার্ট স্পিকারটি অ্যালেক্সা-সক্ষম স্মার্ট হোম ইন্টিগ্রেশনকে সহজ করে তোলতে পারে। ইকো শো ফাইভ-৫.৫ ইঞ্চি এইচডি ডিসপ্লে সলিড স্পিকারটি এখন পাবেন $৪০ যার মূল্য ছিল $৯০। আপনার সম্পদ নিরাপদ রাখতে 'আরলো এসেনশিয়াল আউটডোর সিকিউরিটি ক্যামেরা' $৭০ পাবেন; পূর্বমূল্য ছিল $১৩০। আমাজন কিন্ডল ওয়েসিস-$২৪০ এর পরিবর্তে $১৫৫ তে পাওয়া যাচ্ছে।

অভিজ্ঞতায় গানে মনোমুগ্ধকর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাষ্ট্রবাসীর থাকে অনেক পরিকল্পনা। সরকারি ছুটির দিনটিতে দেশজুড়ে থাকে নানা আয়োজন। মূলত থ্যাঙ্কসগিভিং ডে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার বাইরে এই দিনটি যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংস্কৃতির একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই দিনে পরিবার, প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব সবাইকে নিয়ে জীবনের প্রতিটা সাফল্যের জন্য এবং দেশ ও জাতির সাফল্যের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানো হয়। থ্যাঙ্কসগিভিং ডে উৎসবের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে থাকে টার্কিভোজ। ধনী-গরিব সবাই মেতে ওঠে ঐতিহ্যবাহী টার্কিভোজে। তাছাড়া খাবার হিসেবে আরও থাকে ক্র্যানবেরি সস, ম্যাশড পটেটো, স্টাফিং ও ঐতিহ্যবাহী পাম্পকিন পাই।আমরা অনেক বাঙালিরাও এখন ভিন্ন এই সাংস্কৃতিক উৎসবটি আনন্দের সাথে উপভোগ করি। অনেকের ঘরেই থাকে বিশাল টার্কিভোজের সাথে বিভিন্ন রকম মজাদার সব খাবারের আয়োজন।

সেদিনের "থ্যাঙ্কসগিভিং আড্ডা" তে এসবই ছিল আলোচনার বিষয়। থ্যাঙ্কসগিভিং আড্ডা-শুরু হয় নিউইয়র্কের সবার প্রিয় মুখ ও প্রিয়কণ্ঠ-তাহমিনা শহীদের গানে, "তোমার লাগি পরবাসে বান্ধি প্রেমের গান, কোন্ সুদুরে রইলা বন্ধু-কান্দে আমার প্রাণ ....।" গানটি লিখেছেন মুক্তিযোদ্ধা, গীতিকার, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী, চিত্রকর ও ডিজাইনার তাজুল ইমাম। মিউজিক করেছেন, গীতিকার সুরকার তানভীর আলম সজীব। প্রতিশ্রুতিশীল-প্রতিভাবান কণ্ঠশিল্পী তাহমিনা শহীদ দীর্ঘ দুই যুগ ধরে আমেরিকায় বাঙালি কমিউনিটিকে কণ্ঠের যাদুতে মুগ্ধ করে রেখেছেন। তার সাথে

মন্দিরা বাদ্যে ছিলেন শহরের সবার প্রিয় মুখ, শহীদ উদ্দিন।

তাহমিনা শহীদের গানটির পর পালাক্রমে আরো কিছু গানের মাঝে অতিথিরা যুক্ত হোন থ্যাঙ্কসগিভিং ডে-এর নানা অভিজ্ঞতা নিয়ে। অতিথিরা তাদের রান্নার রেসিপি সহ কীভাবে দিনটি পরিবারের সাথে আনন্দে উপভোগ করেন, নিজ সংস্কৃতি লালনের পাশাপাশি এদেশের সংস্কৃতিকে লালন করা কেন প্রয়োজন, তা-ই তোলে ধরেন।

তাহমিনা শহীদ ভরাটকণ্ঠে একে একে গেয়ে যান আরো কয়েকটি গান। তারমধ্যে ছিল কবি জুলি রহমানের লেখা ও নাদিম আহমেদের সুর করা গান, "মুক্তস্বাধীন মন আমার নীল আকাশে উড়ে না", দেশাত্ববোধক গান, "ও আমার বাংলা মা গো দেখি তোমায় নয়ন ভরে", রজনীকান্তের প্রার্থনামূলক গান, "শোনাও তোমার অমৃত বাণী।"

তাহমিনা শহীদ বলেন, "আমেরিকাতে থাকার সুবাদে আসলে আমরা অনেক কিছু শিখছি। আমাদের অনেক কিছুতে ধন্যবাদ জানাতে হয়, এর জন্য নির্দিষ্ট দিন আছে। ফাদার্স-ডে, মাদার্স-ডে, এই যে আমাদের চর্চাটা তা বাংলাদেশেও পালন করা হচ্ছে। যদিও সেখানকার কালচার নয় এটা তবু এই পালনের মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু শিখছি। সৌজন্যবোধ, ভালোবাসা, সৌহার্দ্যপূর্ণ একটা পরিবেশে থাকার যে একটা কালচার গড়ে তোলা এ দেশে, সেগুলোর সাথে আমরাও সম্পৃক্ত হচ্ছি। আমরা যতবেশি মানবিক হবো, সবার জন্য ভালোবাসা বাড়াবো, ততই সংসার থেকে শুরু করে দেশে এবং সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে পড়ার কথা, যদিও চারদিকে যুদ্ধ বিদ্রোহ- এটাই দুঃখের বিষয়। তবু আমরা আনন্দের উপকরণগুলোকে কখনোই আলাদা করে রাখতে চাই না, আমরা চাই আনন্দে থাকতে, সবাই সবাইকে আনন্দে রাখতে।"

রুপা খানমের অনুরোধে অতিথি ও দর্শকদের উপভোগযোগ্য থ্যাঙ্কসগিভিং আড্ডাটি আরো হাস্যোজ্জ্বল ও বিনোদনময় করে তোলেন শহীদ উদ্দীনের কিছু কৌতুক। দর্শকদের ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায় তার কৌতুকগুলোতে।

অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, নিউইয়র্ক থেকে সোনিয়া কাদের, মাহবুব রহমান ও সুলতানা ফেরদৌস। নিউজার্সি থেকে দীনা ফেরদৌস, কুলসুম আক্তার সুমী। কানাডা থেকে ফারজানা নাজ শম্পা। আরো ছিলেন সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী। উপস্থাপিকা রুপা খানমের প্রাণবন্ত নৈপুণ্যতায় অতিথিদের অভিজ্ঞতা জানতে চাওয়া ও নিজ অভিজ্ঞতা ভাগ করায় সেদিনের থ্যাঙ্কসগিভিং আড্ডাটি হযে উঠে আরো সমৃদ্ধ ও উপভোগযোগ্য। অনুষ্ঠানটির কারিগরি সহযোগিতা ও পরিচালনায় ছিলেন এইচ বি রিতা।

আবার দুলছে পেন্ডুলাম

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নাটকের ক্ষেত্রে প্রথম ঘটনা। তাই নিঃসন্দেহে পেন্ডুলাম টিমের সকলেই অভিনন্দন পাওয়ার দাবি রাখে।

স্বনামখ্যাত নাট্যকার মাসুম রেজা লিখেছেন পেন্ডুলাম। যা এই শহরেই প্রথম মঞ্চায়ন হচ্ছে। নাটকটিতে অভিনয় করেছেন শিরিন বকুল, শীতেশ ধর ও খাইরুল ইসলাম পাখি । যারা সবাই দীর্ঘদিন ধরে মঞ্চের সাথে সম্পৃক্ত। এ নাটকে তাদের অভিনয় দর্শকদের ইতোমধ্যেই হৃদয় কেড়েছে। শিল্পী শিরিন বকুল মঞ্চের পাশাপাশি রেডিও, টিভি ও ফিল্মের সাথে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন। অন্যদিকে খাইরুল ইসলাম পাখিও মঞ্চের পাশাপাশি নানা মাধ্যমে কাজ করছেন আশির দশক থেকে। উপস্থাপক হিসেবেও তার সুখ্যাতি রয়েছে। অনেক টিভি শো নির্দেশনা ও উপস্থাপনা করেছেন তিনি। তার মাঝে ফ্যামিলি গেম শো 'হিংটিং ছট' আজও দর্শক মনে রেখেছে।

পেন্ডুলাম নাটকটির নির্দেশকও পাখি। অন্যদিকে নাটকটির মুখ্য রতন চরিত্রে অভিনয়ও করেছেন তিনি। মঞ্চের কুশলী অভিনেতা হিসেবে তার অভিনয় দক্ষতার স্বাক্ষর পাওয়া যায় পেন্ডুলামে। এই নাটকের নির্দেশনার কাজেও তিনি পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। অভিনেতা শীতেশ ধরও অন্যদের সাথে পাল্লা দিয়ে অভিনয় করেছেন। দক্ষ এই তিন জনের একসাথে মঞ্চে উপস্থিতি নাটকটিকে ভিন্নমাত্রা এনে দিয়েছে।

পেন্ডুলাম নাটকের দৃষ্টিনন্দন পোস্টার করেছেন শিল্পী তাজুল ইমাম।নাটকটির মঞ্চ সজ্জা ও সেট করেছেন শিল্পী বিশ্বজিৎ চৌধুরী, মোহাম্মদ হাসান রোকন ও কায়সার কামাল। আলোক পরিকল্পনা ও প্রজ্বলন করেছেন মঞ্চকর্মী বাবর খাদেমি। মিউজিক করেছেন শিল্পী শফিকুল ইসলাম এবং মিউজিক অপারেট করেছেন সিফাত উদ্দিন পলক। নির্দেশকের সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন দীপা দেবনাথ। প্রোডাকশন ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছেন জ্যাকলিন টি গোমেজ আর প্রোডাকশন কোঅর্ডিনেটর হচ্ছেন শীতেশ ধর। পেন্ডুলাম নির্মিত হয়েছে কৃষ্টির ব্যানারে।অন্যদিকে সহযোগিতায় আছে লালন উৎসব পরিষদ, ইউএসএ। ডিসেম্বর মাসের এই মঞ্চায়নে এই শহরের সুপরিচিত ব্যবসায়ী গ্রুপ-শাহ্ গ্রুপ সঙ্গী হয়েছে পেন্ডুলামের।

পেন্ডুলাম নাটক নিয়ে কথা প্রসঙ্গে অভিনেতা ও নির্দেশক পাখি জানান, অতি স্বল্প সময়ে এতগুলো শো করতে পেরেছি দর্শকদেরই আগ্রহের কারণে আর পেন্ডুলাম টিমের সবার সহযোগিতার কারণে। তিনি দর্শকদের এবং তার টিমের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। তিনি আরো বলেন, মঞ্চনাটক একটি টিম ওয়ার্কের ফসল এবং নির্মাণ প্রক্রিয়াও সময় সাপেক্ষ। সর্বোপরি খরচের বিষয়টিতো রয়েছেই। এখানে সবার সাপোর্ট ছাড়া এমন একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ করা কষ্টসাধ্য। প্রবাসেতো আরো শক্ত। আমি নিজে দীর্ঘদিন থিয়েটার করি, তাই মনের ভেতরে খুব তোলপাড় হচ্ছিল কবে কাজ করব আবার।কারণ এদেশে থিতু হয়েছি কবছর আগে। সেই থেকে আমার দল- ঢাকা থিয়েটার, বেইলি রোড, শিল্পকলা একাডেমি সবকিছু মিস করতে থাকি। অতঃপর নাট্যকার নির্দেশক মাসুম রেজাকে অনুরোধ করি পান্ডুলিপির জন্য। আমি কৃতজ্ঞ ও ধন্য তার কাছে, আমাকে পেন্ডুলাম লিখে দেয়ার জন্য।

পড়ার পরই টেন্ডুলামের কনটেন্ট আমার পছন্দ হয়ে যায় এবং আগ্রহ বাড়ে। শুরু হয় পেন্ডুলাম ভাবনা আর পাশাপাশি শুরু হয় কোভিড ১৯। পেন্ডামিক শেষ হলে নাটকের কাজ আরম্ভ করি।

অভিনয় প্রসঙ্গে বলেন, আমি আমার দুই অভিনেতার কাছেই কৃতজ্ঞ এবং স্যাটিসফাইড। তারা শ্রম দিয়েছেন, সর্বোপরি আমাকে কোঅপারেট করেছেন এবং দুজনেই দারুন মেধা সম্পন্ন বিধায় কাজটা করতে সহজ হয়েছে আমার। নতুন কোন নাটক করার ইচ্ছা আছে কিনা জানতে চাইলে বলেন, ইচ্ছে তো আছেই। এটা অনেকটা ক্ষুধার মত। তবে কবে করব জানিনা। এটা অনেকটা নির্ভর করছে ভালো কনটেন্ট পাওয়ার উপর। আর দেশের মতো রেগুলার কাজ করা এখানে সম্ভব নয় নানাবিধ কারণে।আর দর্শকওতো প্রচুর নেই নাটক দেখার মত। তাছাড়া জীবনের যুদ্ধটাও এখানে অন্যরকম। আমি টিচিং করি এবং পাশাপাশি আমি নিউইয়র্ক স্টেটের একজন লাইসেন্স রিয়েলটর। সত্যি কথা বলতে কি পেন্ডুলাম করার কারণে ব্যবসায় অনেক কম সময় দিতে পেরেছি কয়েক মাস। রুটি রুজির বিষয়ওতো ভাবতে হয়।

কাজটা করতে যেয়ে অনেক প্রতিকূলতা প্রতিবন্ধকতার কথাও বললেন তিনি। বললেন,দেশে যেভাবে অনেক লোকবল নিয়ে কাজ করা যেত তা এখানে হয়নি। আমাকে অনেক দিকেই নজর রাখতে হয়েছে। যার ফলে নিজের কাজে মনোনিবেশ করাটা শক্ত ছিল কিন্তু ইচ্ছে শক্তির জোরেই সেসব করতে পেরেছি হয়তো। নাটকের কোন দল করবেন কিনা এ প্রসঙ্গে বলেন, এমন ভাবনা কাজ করেনি তা না তবে কাজ হওয়াটা নিয়ে ভেবেছি বেশী। থিয়েটার করতে গেলে সমমনা নাটক পাগল কিছু মানুষের একই ছায়ায় একাট্টা হওয়া জরুরী। যা অপরিহার্য

,তাতে করে কাজটা আরো সিস্টেমেটিকভাবে বা সহজে করা যায়।

দর্শকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আমার ধারণা শিল্পমনা অনেকেই বিভিন্ন কারণে এখনো পেন্ডুলাম নাটকটি দেখতে পারেননি। তাদের প্রতি আহ্বান এবার আসুন, উপভোগ করুন নাটকটি। আপনাদের অংশগ্রহণই আমাদের জন্য বড় সহযোগিতা হবে। অনুপ্রাণিত করবে আমাদের এবং সাহস যোগাবে আগামীতে ভাল কাজ করার।

এবারও শো হবে একই স্থানে একই মঞ্চে। জ্যামাইকা সেন্টার ফর আর্ট এন্ড লার্নিং-এ।১৬১-০৪ জ্যামাইকা এভিনিউ, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২। টিকিটের জন্য - ৬৪৬২১০৬২৬০, এই নম্বরে যোগাযোগ করতে হবে। এরই মাঝে আগাম টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে।

মাতৃত্ব ও নারীর ক্ষমতায়ন

স্বাতী চৌধুরী

গাড়িতে বসে একজন সহযাত্রীর সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা হচ্ছিল। সহযাত্রী বয়সে তরুণী, বিবাহিত। পেশায় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। বর একটি প্রাইভেট ব্যাংকের অফিসার। কথা প্রসঙ্গে তরুণী জানালেন তাঁদের বিয়ের চার বছর পেরিয়েছে। বিয়ের কিছুদিন পরই অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিলেন। যখন দুই মাস, সেই সময় দেশে মহামারি করোনার ভয়ংকর অবস্থা। তাঁর বাবা করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। বাবার সেবা করতে গিয়ে তিনি নিজেও আক্রান্ত হন। করোনার চিকিৎসাকালীন তাঁর অ্যাবরশন হয়। অবস্থা খুব খারাপ ছিল। চিকিৎসকদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় তিনি বেঁচে যান।

ডাক্তার পরামর্শ দিয়েছিলেন শিগগিরই যেন আর কনসিভ না করেন, সে জন্য সতর্ক থাকতে। তাই এত দিন বাচ্চা নেওয়ার কথা ভাবেননি। এখন পুরোপুরি সুস্থ। বর-বউ দুজনই চান একটা সন্তান আসুক। কিন্তু চাইলেই তো আর হয় না সব সময়। সে জন্য তাঁরা মোটেই চিন্তিত নন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে পরিবার-পরিজন, এমনকি পাড়া-প্রতিবেশীর যন্ত্রণা। সবার এক প্রশ্ন—বাচ্চা হচ্ছে না কেন?

মাতৃত্বেই যদি নারীর পূর্ণতা হয় তাহলে পিতৃত্বেও পুরুষের পূর্ণতা কেন নয়? মাতৃত্বের জন্য কোনো নারীর হাহাকার থাকতেই পারে, কিন্তু সেটা না পেলে তাঁর জীবন অপূর্ণ, এমন প্রবাদ তো রটিয়েছে আসলে পিতৃতন্ত্র। মাতৃত্বকে মহার্ঘ করে নারীকে ঘরে আটকে রাখা সবচেয়ে সহজ। অথচ বিপরীতে পিতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা পুরুষের মনেও থাকে। কিন্তু পিতৃত্বেই পুরুষের পূর্ণতা—এ রকম কোনো প্রবাদ সমাজে নেই।

অথচ নারীর মাতৃত্বের আবেগকে পুঁজি করে আজকের দিনেও পিতৃত্বের খায়েশ বা বংশ রক্ষার জন্য নারীকেই সন্তান উৎপাদনের মেশিনরূপে ব্যবহার করছে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। নিদারুণ পরিহাস হলো, পিতৃত্বের সাধ পূরণ করতে পুরুষকে কিছুই ছাড়তে হয় না, কিন্তু মাতৃত্বের জন্য নারীকে ছাড়তে হয় আরাম-আয়েশ, সাধ-আহ্লাদ, শিক্ষা, ক্যারিয়ার, প্রতিভার বিকাশ; বলা যায় মাতৃত্বের জন্য নারীকে তার সত্তাটাই বিসর্জন দিতে হয়। প্রশ্ন উঠবে, তবে কি একজন নারী মা হবেন না? বিষয় সেটা নয়। বিষয়টি হচ্ছে একজন নারী মা হবেন কি হবেন না, হলে কখন হবেন, কজন সন্তানের মা হবেন—এসব সিদ্ধান্ত সেই নারীরই নিতে পারার কথা; যা আমাদের সমাজব্যবস্থায় সম্ভব হচ্ছে না।

আমাদের সমাজে বিয়ের পরপরই গর্ভবতী না হলে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের কানাঘুষা ও গঞ্জনা শুরু হয়। বরও তাঁদের সঙ্গ দেয়। সন্তান যদি মেয়ে হয় তখন শুরু হয় আরেক যন্ত্রণা। পুত্রসন্তান না হওয়া পর্যন্ত গর্ভধারণ করতেই হবে! কিন্তু এই

বারবার গর্ভধারণের জন্য নারীটির শরীর-মন বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। একজন নারীকে সন্তান ধারণ করতে বাধ্য করার মানে হলো তিনি স্বাধীন মানুষ নন, একটা ক্রীতদাস বা একটা কল। ক্রীতদাস বা যন্ত্রে রূপান্তরিত নারীর জীবনের পূর্ণতা কোন পথে আসে, এ প্রশ্নের কী জবাব দেবেন, যাঁরা বলেন মাতৃত্বেই পূর্ণতা? একটা সন্তান 'মা' ডাকলেই কেবল নারীর জীবন পূর্ণ?

জীবনে যখন কোনো অবসর, আনন্দ-বিনোদন থাকে না, সন্তানের পেট ভরানোর জন্য নিজের খাবারটাও ছেড়ে দিতে হয়, অনেকগুলো সন্তান জন্মের জন্য শরীরের সব রক্ত পানি করতে হয়, আবার সেসব সন্তান লালন-পালন করার জন্য বছরের পর বছর নির্ঘুম রাত কাটাতে হয়, শীতের রাতে ভেজা কাপড়ে থাকতে হয়! যখন সন্তান জন্মদানের জন্য শিক্ষার্থী নারীকে পড়ালেখা ছেড়ে দিতে হয়, কর্মজীবী নারীকে পেশা ছেড়ে দিয়ে পরমুখাপেক্ষী হতে হয়। ক্রীড়া, সংগীত, নৃত্যকলা, চিত্রকলা, লেখালেখির যোগ্যতাসম্পন্ন নারীকে তাঁর প্রতিভার গলা টিপে মেরে ফেলতে হয়! এ কেমন পূর্ণতা?

মানুষের জীবনে পূর্ণতা তো তখনই আসে, যখন তার মৌলিক সব চাহিদা পূরণ হয়। জীবনে আনন্দ-বিনোদন, মানুষের ভালোবাসা, বিশ্বাস, সম্মান ও মর্যাদাপ্রাপ্তির ভেতর দিয়ে যখন তিনি একজন পূর্ণ ব্যক্তি হয়ে ওঠেন, তখনই বলা যায় এ জীবন পূর্ণ। একজন নারীর জীবনে যদি এসব প্রাপ্তিযোগ না থাকে, শুধু মাতৃত্বের মিছে অহংকারে ভুলিয়ে তাঁকে তুষ্ট রাখা হবে? পুরুষ তো সারা জীবন সম্পদ, ক্ষমতা প্রতিপত্তি, নাম-যশের পেছনে ছুটে বেড়ান। উপভোগের বিপুল আয়োজন না থাকলে শুধু পিতৃত্ব লাভের মধ্যে তিনি পূর্ণতা পান না।

তবে কেন একজন নারী কেবল মাতৃত্বেই পূর্ণতা খুঁজবেন? বলছি না যে নারীর জীবনের পূর্ণতার জন্য মাতৃত্ব বিসর্জন দিতে হবে। শুধু বলতে চাই, জীবনের বহুবিধ চাহিদাকে বিসর্জন না দিয়েও মাতৃত্ব অর্জন করা যায়। সারা পৃথিবীতে এবং আমাদের দেশেও অসংখ্য নারী আছেন যাঁরা জীবনের সব ক্ষেত্রে সফলতার পাশাপাশি মা হিসেবেও সফল।

বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতির পরও গর্ভধারণের ক্ষমতা পুরুষ বা অন্য কেউ অর্জন করেনি। তাই পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রাখতে নারীই সেই অনন্য ভূমিকা পালন করবেন বৈকি! তবে সেটা হওয়া উচিত শুধু নারীর ইচ্ছেতেই। যদি কোনো নারী সন্তান ধারণ করতে না চান, তবে তাঁকে পরিবার পরিকল্পনা বা জন্মনিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি নিতে হবে। কিন্তু এ বিষয়ে যে কথা বলা যায় সে ধারণাই রাখে না গ্রামীণ কিশোরী বধূরা। এমনকি যে নারীটি কলেজ-ভার্সিটিতে পড়ছেন, পড়া শেষ না করে তিনি সন্তান নিতে চান না, এসব কথা তিনিও বলতে পারেন না। কারণ এখনো আমাদের দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত একজন নারী তখনই নিতে পারেন, যখন তাতে তাঁর বরের সম্মতি থাকে। তাহলে কোনো নারীর যদি সন্তান জন্ম দেওয়ার ইচ্ছে না হয়, তাঁর ওপর জোরজবরদস্তি চালানো কি অসভ্যতা নয়? মানবাধিকার লঙ্ঘন নয়? অথচ আমাদের ঘরে ঘরে এ রকম মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। অনেক পরিবারে সন্তান জন্ম নিয়ে এমনভাবে কথা বলা হয় যেন একজন নারীকে বিয়ে করে আনা হয়েছে কেবল সন্তান জন্মদানের জন্য।

এ প্রসঙ্গে এ বছর অর্থনীতিতে নোবেলজয়ী ক্লডিয়া গোলডিনের 'শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণের আসল চিত্র' গবেষণাপত্রের বিষয়টির উল্লেখ প্রাসঙ্গিক মনে করছি। ক্লডিয়া আমেরিকার গত দুই শ বছরের ইতিহাস ঘেঁটে শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ ও উপার্জনের ওঠানামার অনেক কারণ উল্লেখ করেছেন। তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, নারীরা কীভাবে ক্যারিয়ার ও পরিবারের মধ্যে সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা করেন, উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য কী কী চ্যালেঞ্জ তাঁদের মোকাবিলা করতে হয় এবং বিবাহ ও গর্ভধারণের ব্যাপারে নারীদের সিদ্ধান্ত কীভাবে প্রভাবিত হয়। ইতিহাসে উঠে এসেছে কৃষি খামারে বা কলকারখানায় নারী কাজ করলে সন্তানদের দেখাশোনা হবে না বলে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে, নয়তো কর্মজীবন বা পরিবার যেকোনো একটিকে বেছে নিতে বলা হয়েছে। এ চিত্রটি উন্নত দেশ আমেরিকার।

তবে পৃথিবীর অনেক অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের চিত্র তো আরও করুণ। আমাদের দেশেও মাতৃত্ব, সন্তান লালনই প্রধান কাজ বলে এখনো নারীর বাইরের কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণে বাধা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ক্ষমতায়নের অন্যতম উপাদান সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার। তাই মাতৃত্ব গ্রহণ করা না-করা এবং মাতৃত্বের কারণে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়া আটকানো, কোনোটাই যখন নারীর হাতে থাকে না, তখন মাতৃত্বের মহার্ঘতা নিয়েও ভাবতে হবে বৈকি।

সারগাসো পৃথিবীর একমাত্র তীর বিহীন সমুদ্র

আফতাব চৌধুরী

প্রকৃতির এক অনবদ্য সৃষ্টিটি লুকিয়ে আছে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে। এর একটি তীর বিহীন সাগর আছে যার নাম 'সারগাসো' সাগর। তীরের বদলে সাগরটিকে ঘিরে আছে আটলান্টিক মহাসাগরের চার ধরণের স্রোত।

সারগাসো সাগরই পৃথিবীর একমাত্র সমুদ্র যার কোনও তীর নেই। সাগরটির পশ্চিমে আছে গাল্ফ স্ট্রিম, উত্তরে আটলান্টিক কারেন্ট,পূর্বে ক্যানারি কারেন্ট এবং দক্ষিণে নর্থ-ইকুয়েটরিয়াল কারেন্ট। ওই চারটি স্রোত চক্রাকারে ঘুরে চলেছে অবিরাম। চারটি স্রেতের মাঝে থাকা সারগাসো সাগরের পানি স্থির ও প্রবাহহীন, তাই উত্তাল আটলান্টিক মহাসাগরের সবচেয়ে শান্ত অঞ্চল সারগাসো সাগর। এটি দৈর্ঘ্যে ৩২০০ কিলোমিটার এবং প্রস্থে প্রায় ১১০০ কিলোমিটার। ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১০৯০ খ্রিস্টাব্দে আল- মোরাভিদ সাম্রাজ্যের সুলতান আলি ইবন ইউসুফ একটি জাহাজ পাঠিয়েছিলেন ওই এলাকায়। জাহাজে ছিলেন বিখ্যাত মানচিত্র- নির্মাতা মহম্মদ আল-ইদ্রিসি। তিনি সাগরটির মানচিত্র নির্মাণ করেছিলেন।

সারগাসো সাগরকে রহস্যের খনি বলে বর্ণিত হয়েছিল অনেক বিখ্যাত উপন্যাসে। চতুর্থ শতাব্দীর লেখক রাফাস ফেস্টাস অ্যাভেনিয়াসের লেখায় ওই সাগরের উল্লেখ পাওয়া যায়। উইলিয়াম হোপ হজসনের লেখা উপন্যাস 'দ্য বোট অব দ্য গ্লেন ক্যারিগ' ভিক্টর অ্যাপেলটনের লেখা 'ডন টার্ডি ইন দ্য পোর্ট অব লস্ট শিপ্স',জুলে ভার্নের লেখা 'টোয়েন্টি থাইল্যান্ড লিগস আন্ডার দ্য সি' উপন্যাস ছাড়াও আরও অসংখ্য উপন্যাস ও গল্পে সারগাসো সাগরের কথা লেখা আছে।

সারগাসো সাগরে দেখতে পাওয়া যায় জৈববৈচিত্র্যের প্রাচুর্য। খাদ্যের বিপুল সম্ভার এবং শ্যাওলার আড়ালে লুকিয়ে থাকা সুবিধাজনক বলে বিভিন্ন প্রকার সামুদ্রিক প্রাণী বাস করে ওই সারগাসো সাগরে।

এর নাম সারগাসো দিয়েছিল পর্তুগিজরা। সাগরের বুকে তারা দেখেছিল সারগাসম নামে সামুদ্রিক শৈবালটির অস্বাভাবিক প্রাচুর্য। তাই তারা শৈবালটির নামেই সাগরটির নাম দিয়েছিল সারগাসো। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জাহাজের নাবিকদের কাছে মূর্তিমান বিভীষিকা হয়ে আছে সারগাসো সাগরটি।

সাগরটির কোনও কোনও জায়গায় শৈবালের স্তর এতই পুরু হয়, সেখান দিয়ে জাহাজ চলাচল করতে পারেনা। এছাড়া পানির স্রোত না থাকায় স্রোতের সাহায্যও পায় না জাহাজ । ওইসব জায়গা দিয়ে জাহাজ চালাতে গেলে জাহাজের প্রপেলারে শ্যাওলা জড়িয়ে প্রপেলার বন্ধ হয়ে যায়। একই জায়গায় আটকে থাকে জাহাজ। উন্মত্ত বাতাসের ঝাপটায় দুলতে শুরু করে। ছোট বোট হলে ডুবে যায়।

কিন্তু আটলান্টিকের মধ্যে কী করে এসেছে এত শৈবাল ! আসলে সারগাসো সাগরটিকে চারদিক থেকে ঘিরে রাখা পানির স্রোতই বয়ে নিয়ে এসেছিল সামুদ্রিক শৈবাল । সেগুলো জমা করেছিল সারগাসো সাগরের বুকে। এখনও প্রতিনিয়ত জমা করে চলেছে। এভাবেই সারগাসো সাগর একদিন হয়ে উঠেছিল 'শৈবাল সাগর' । শৈবালের ফাঁদে পড়ে পানি হয়ে উঠেছিল স্রোতহীন ও শান্ত।

৩৫ লক্ষ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে থাকা সারগাসো সাগরের জল অস্বাভাবিক রকমের স্বচ্ছ। পানির রং ঘন নীল। উজ্জ্বল দিনে পানির নিচে ২০০ ফুট পর্যন্ত দৃষ্টি চলে যায়। আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে সবচেয়ে লবনাক্ত অঞ্চলও এই সারগাসো সাগর।

সারগাসো সাগরে দেখতে পাওয়া যায় জৈববৈচিত্র্যের প্রাচুর্য। খাদ্যের বিপুল সম্ভার এবং শ্যাওলার আড়ালে লুকিয়ে থাকা সুবিধাজনক বলে বিভিন্ন প্রকার সামুদ্রিক প্রাণী বাস করে ওই সারগাসো সাগরে। ডিম পাড়ার সময় আটলান্টিকের বিভিন্ন জায়গা থেকে সারগাসো সাগরে চলে আসে আমেরিকান ও ইউরোপীয় ইলের দল। তবে মানুষের জন্যই আজ প্লাস্টিকের ডাস্টবিন হয়ে উঠেছে সারগাসো সাগর । দূষণ ছড়াচ্ছে সারগাসো সাগর থেকে চারদিকের জলস্রোতে। এর ফলে আটলান্টিক মহাসাগর জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে দূষণ।

তবে পর্তুগালের স্বশাসিত আজোর দ্বীপপুঞ্জ, বারমুডা, মোনাকো, ব্রিটেন আমেরিকাকে নিয়ে ২০১৪ সালের ১১ মার্চ গড়ে উঠেছে 'সারগাসো সি কমিশন' । পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও স্বেচ্ছাসেবী

একজন ইয়াসীর আরাফাত - যেভাবে হিরো থেকে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়লেন

রোমেনা রোজী

১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে দু'টি রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত নেয় জাতিসংঘ। একটি ইহুদিদের জন্য এবং অন্যটি আরবদের জন্য। ইহুদিরা মোট ভূখণ্ডের ১০ শতাংশের মালিক হলেও তাদের দেয়া হয় মোট জমির অর্ধেক। স্বভাবতই আরবরা এ সিদ্ধান্ত মেনে নেয়নি। তারা জাতিসংঘের এ সিদ্ধান্ত খারিজ করে দেয়। কিন্তু ফিলিস্তিনীদের ভূখণ্ডে তখন ইহুদিরা বিজয় উল্লাস শুরু করে। অবশেষে ইহুদিরা একটি স্বাধীন ভূখণ্ড পেল। কিন্তু আরবরা অনুধাবন করেছিল যে কূটনীতি দিয়ে এ সমস্যার সমাধান হবে না। এখানে লক্ষ্যনীয় যে, ১৯৪৭ সালে ফিলিস্তিন অঞ্চলে ইহুদীরা রাষ্ট্র গঠন করতে পারলেও মুসলিমরা তা পারেনি। ইহুদিরা সংগঠিত হয়ে গেল। অন্যদিকে মুসলিমদের কোনো কেন্দ্রীয় নেতা ছিল না। শরীফ হুসেইন জর্ডানের নেতৃত্ব পেয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন।

ইসরাইল রাষ্ট্রগঠন করতে সক্ষম হলেও ফিলিস্তিনে কোনো রাষ্ট্র গঠিত হয়নি। ফিলিস্তিনে কোনো নেতা ছিল না যার মাধ্যমে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্র গঠন করবে। ১৯৫৯ সালে ৩০ বছর বয়সী ইয়াসির আরাফাত জাতির মুক্তিকামী নেতা হিসেবে আবির্ভাব হন। এই তরুণের নেতৃত্বে ফিলিস্তিনের মুসলিমরা একত্রিত হয়।

ইয়াসির আরাফাত ছিল তার রাজনৈতিক নাম। তার মূল নাম মুহাম্মদ আবদেল রহমান আব্দেল রউফ আরাফাত আল-কুদওয়া আল-হুসেইনী। ডাক নাম আবু আম্মার। তার জন্ম ও বাড়ি হলো মিশরের কায়রোতে। জেরুজালেম ছিল তার নানার বাড়ি। কায়রোতে পড়াশোনা করার সময় তিনি আরব জাতীয়তাবাদী ধারণা লাভ করেন ও জায়নবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন। পড়াশোনা শেষে জেরুজালেমে আসেন ও ফিলিস্তিনীদের একত্র করে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (PLO) নামে একটি সংগঠন কায়েম করেন।

তার এই সংগঠন কায়েমের আগে তিনি ছাত্রদের নিয়েও কয়েকটি সংগঠন কায়েম করেছিলেন। PLO অল্প সময়ের মধ্যেই আরবদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তার নেতৃত্বে মুসলিমরা ঘুরে দাঁড়ায়। মূলত PLO থাকার কারণে ফিলিস্তিন থেকে মুসলিমরা হারিয়ে যায় নি। তারা সংগ্রাম করার একটি অবলম্বন পেয়েছিলো। ইয়াসির আরাফাত হয়ে ওঠেন ফিলিস্তিনীদের প্রাণপ্রিয় নেতা।

১৯৬৭ সালে যুদ্ধে লজ্জাজনকভাবে হারের পর ফিলিস্তিনের জাতীয়তাবাদী দল ফাতাহর নেতা ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বে PLO গেরিলা সশস্ত্র সংগঠনে পরিণত হয়। তারা ইসরাঈলীদের সীমানা বাড়ানোর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। জায়নবাদীরা নতুন ইহুদি বসতি স্থাপন করতে গেলে PLO তাদের সাথে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হতো। ১৯৮০ সাল থেকে ইসরাঈলের বিরুদ্ধে পিএলও এর নেতৃত্বে ইন্তিফাদা শুরু করে। প্রতিষ্ঠা সময় থেকে পিএলও জর্ডানের সাহায্য পেয়ে আসছিল। পশ্চিমা বিশ্বের চাপে জর্ডান পিএলওকে বের করে দেয়। এরপর ইয়াসির আরাফাত লেবানন থেকে সংগ্রাম পরিচালনা করেন। সেখান থেকেও তারা বহিষ্কৃত হন।

১৯৮০ সালের পর থেকে আরবের রাষ্ট্রসমূহ ইসরাইলকে মেনে নেয় ও জায়নবাদীদের হাতিয়ারে পরিণত হয়। ধীরে ধীরে পিএলও-এর সংগ্রাম ব্যর্থ হতে থাকে। এর কারণ PLO-এর বহু নেতা ইসরাইলী অর্থ, নারী ও সুযোগ সুবিধার কাছে বিক্রি হয়ে যায়। ইহুদী চক্রান্ত ও প্রলোভনে ইয়াসির আরাফাত ও তার দল বার বার পর্যদস্তু হলে ১৯৮৭ সালে হামাস গঠিত হয়। এরা মিশরের ইসলামপন্থী মুসলিম ব্রাদারহুড দ্বারা সংগঠিত হয়।

ইয়াসির আরাফাতকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হতে পারে, এমন সন্দেহ ওঠায় মৃত্যুর প্রায় আট বছর পর তার দেহাবশেষ কবর থেকে তোলা হয়। এক বছর গবেষণার পর সুইজারল্যান্ডের বিজ্ঞানীরা তাঁর হাড়ে উচ্চমাত্রার তেজস্ক্রিয় পদার্থ পোলোনিয়ামের অস্তিত্ব পান। ফলে এ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে ইসরাইল তাঁকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ প্রয়োগ করে হত্যা করেছিল।

হামাস দ্রুতই জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইসলামপন্থী হামাসের উত্থান দেখে ইসরাঈল ফাতাহকে সমর্থন দেয়। তাদেরকে সরকার গঠন করার সুযোগ দেয়। প্রায় ৪১ বছর পর ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠিত হয়। ১৯৯৩ সালে অস্ত্র সমর্পন করে PLO। বিনিময়ে তারা ফিলিস্তিন রাষ্ট্র পুনর্গঠনে ইসরাইল আমেরিকা সহ সকল জায়নবাদীদের থেকে সুবিধা পায়। এভাবে একটি পঙ্গু রাষ্ট্র ফিলিস্তিনের জন্ম হয়, যার কোনো সার্বভৌমত্ব ছিল না। এটি অসলো চুক্তি নামে পরিচিত।

এই ভাঁওতা চুক্তির জন্য পশ্চিমা বিশ্ব ইয়াসির আরাফাতকে শান্তিতে নোবেল প্রাইজ দেয়। কিন্তু এর ফলে ইয়াসিরের জনপ্রিয়তা বাড়েনি বরং কমেছে। কারণ রাষ্ট্র গঠনের পর ফিলিস্তিনে বিনা বাধায় ইহুদি বসতি স্থাপন করতে থাকে ইসরাইল। আগে তো প্রতিরোধ করা যেত। অস্ত্র সমর্পনের মাধ্যমে ইয়াসির আরাফাত ফিলিস্তিনের মুসলিমদের একেবারে নিরাপত্তাহীন করে ফেলেছেন। দ্রুতই মুসলিমরা উচ্ছেদ হতে থাকে তাদের বাড়ি থেকে। ইয়াসির জায়নবাদীদের পাপেটে পরিণত হন।

অন্যদিকে হামাস তার সশস্ত্র প্রতিরোধ অব্যাহত রাখে। ফলে হামাস জনপ্রিয় হতে থাকে। ২০০০ সালে টিকতে না পেতে ফাতাহ (পিএলও-এর পরিবর্তিত নাম) ২য় ইন্তিফাদা শুরু করে। এটি ব্যাপক আকার ধারণ করে। ফাতাহ আবার অস্ত্র হাতে নেয়। ইয়াসির আরাফাতকে কোণঠাসা করে ফেলে পশিমা বিশ্ব। ইসরাইল তাকে গৃহবন্দী করে।

ইসরাইলি সেনাবাহিনী ২০০২ সাল থেকে ইয়াসির আরাফাতকে পশ্চিম তীরের রামাল্লায় তাঁর সদর দপ্তরে অবরুদ্ধ করে রাখে। এ সময় তাঁকে বাইরের দুনিয়া থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়। ইয়াসির আরাফাত তখন ঠিকমতো চিকিৎসাও পাননি। ২০০৪ সালের ২৫ অক্টোবর গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে কদিন পর ইয়াসির আরাফাতকে ফ্রান্সের একটা হাসপাতালে নেওয়া হয়।

গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেও ইয়াসির আরাফাত চিকিৎসার জন্য ফিলিস্তিনের বাইরে যেতে চাননি। ভেবেছিলেন, ফিলিস্তিনের বাইরে গেলে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী তাঁকে আবার ফিলিস্তিনের মাটিতে পা রাখতে দেবে না। ফ্রান্সের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাকের সঙ্গে ইয়াসির আরাফাতের ভালো সম্পর্ক ছিল। জ্যাক শিরাক ফ্রান্সের একটা সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে তিনি ফ্রান্সে যেতে রাজি হন। তা ছাড়া ইয়াসির আরাফাত এই বিশ্বাস নিয়ে ফ্রান্সে গিয়েছিলেন যে সুস্থ হয়ে আসার পর ইসরায়েলি সেনাবাহিনী তাঁকে ফিলিস্তিনে ফিরতে না দিলে জ্যাক শিরাক এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবেন। কিন্তু ফিলিস্তিনের মাটিতে ফিরে আসার স্বপ্ন সফল হয়নি এই মহান নেতার। আট দিন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থেকে ১১ নভেম্বর পরলোকগমন করেন তিনি। পরদিন মিসরের রাজধানী কায়রোয় জানাজা শেষে তাঁর মরদেহ ফিলিস্তিনের রামাল্লায় আনা হয়। পিএলও সদর দপ্তর প্রাঙ্গণে লাখো মানুষের উপস্থিতিতে আবার জানাজা শেষে তাঁকে দাফন করা হয়।

ইয়াসির আরাফাতের রহস্যজনক অসুস্থতা ও মৃত্যুর ঘটনায় ইসরাইলকে দায়ী করা হয়।তাঁর মৃত্যুসনদে লেখা হয়েছিল, 'নির্ণয় করা যায়নি এমন এক কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।'

ইয়াসির আরাফাতকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হতে পারে, এমন সন্দেহ ওঠায় মৃত্যুর প্রায় আট বছর পর ইয়াসির আরাফাতের দেহাবশেষ কবর থেকে তোলা হয়। এক বছর গবেষণার পর সুইজারল্যান্ডের বিজ্ঞানীরা তাঁর হাড়ে উচ্চমাত্রার তেজস্ক্রিয় পদার্থ পোলোনিয়ামের অস্তিত্ব পান। ফলে এ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে ইসরাইল তাঁকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ প্রয়োগ করে হত্যা করেছিল।

২০০৬ সালের নির্বাচনে ফিলিস্তিনে নিরঙ্কুশ বিজয় পায় হামাস। কিন্তু সরকার গঠন করার পর মাহমুদ আব্বাসের নেতৃত্বে ফাতাহ হামাসের সাথে গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে দেয়। ফাতাহকে অস্ত্র ও অর্থের যোগান দেয় ইসরাইল। অবশেষে ২০০৭ সালে হামাস মুসলিমদের রক্তক্ষয় এড়াতে গাজার একক নিয়ন্ত্রণ নেয় ও পশ্চিম তীর ফাতাহকে ছেড়ে দেয়। পশ্চিম তীরে সরাসরি না হলেও গোপনে হামাস সক্রিয় রয়েছে। আন্দোলন ও বিক্ষোভে পশ্চিম তীরের মানুষ হামাসের আনুগত্য করে। এভাবে কার্যত ফিলিস্তিন দুইভাগ হয়ে পড়ে। একইসাথে ফাতাহ, ইয়াসির আরাফাত ও মাহমুদ আব্বাসরা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

শিক্ষার্থীরা সহিংস হচ্ছে কেন?

এইচ বি রিতা

শিক্ষক জাতি গঠনের কারিগর। শিক্ষাদানের মহান ব্রত যার কাজ তাকেই শিক্ষক বলা হয়। আর শিক্ষার্থী হলো সেইজন যে স্কুল বা অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নৈতিক, মানবিক জ্ঞান অর্জন, সামাজিক যোগাযোগ রক্ষা, পেশাগত বিকাশ এবং কাঙ্ক্ষিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে শিক্ষার অধীনে নিযুক্ত থাকেন। একজন শিক্ষার্থীর উন্নত ভবিষ্যত গড়ে তুলতে শিক্ষকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সেই শিক্ষার্থী যখন শিক্ষকের গায়ে হাত তোলে কিংবা সহিংস হয়, তখন বিষয়টা নিয়ে ভাবতে হয়।

বাংলাদেশে একজন শিক্ষকের গায়ে কোন শিক্ষার্থী হাত তুললে বা গালাগালি করলে আমরা প্রতিবাদে শিক্ষার্থীর শাস্তি চাই। শিক্ষকের সাথে দ্বন্ধ মানেই সব অপরাধ শিক্ষার্থীর। একজন শিক্ষার্থী তার শিক্ষকের গায়ে হাত তুলছে বা গালি দিচ্ছে- বিষয়টা ন্যাক্কারজনক। অনৈতিক এবং অমানবিক। এই আচরণের দায়ভার কিন্তু শিক্ষার্থীর একার নয়, কিছুটা পরিবারের, কিছুটা সমাজের, রাষ্ট্রের এবং কিছুটা শিক্ষকদের। মূলত পরিবার এবং স্কুল-দুই দিক থেকেই একজন শিক্ষার্থী জন্মের পর থেকে শিখতে শুরু করে। আবার সেই শেখায় পরিবেশগত দূষণ, সামাজিক দুরাবস্থা একজন শিক্ষার্থীকে বিপথে নিয়ে যেতে পারে। একজন শিক্ষার্থী তার শিক্ষককে সম্মানে না রেখে কেন এমন বিরূপ আচরণ করছে? মূল সমস্যাটা আসলে কোথায়, তা আমরা প্রায়শই খুঁজে পেতে ব্যর্থ হই।

একজন শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীর অসম্মানমূলক বা হিংস্র আচরনের পিছনে একাধিক কারণের মধ্যে একটি হলো, ভুল রাজনীতি। দেশের শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি থাকা, না থাকা নিয়ে তর্ক বিতর্ক আছে। আমরা যদি ইতিহাস ঘাটি তবে দেখতে পাই যে, ঔপনিবেশিক ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সমাজের সচেতন নাগরিক হিসাবে রাজনৈতিক সংগ্রামে ছাত্রসমাজের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। আমাদের ভাষা আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন, ৬ দফা আন্দোলন, ১১ দফার আন্দোলন সহ মুক্তিযুদ্ধে-ছাত্রসমাজ গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছে। ইউরোপ-আমেরিকার মতো দেশগুলোতেও ছাত্রসমাজ রাজনীতিতে যুক্ত হচ্ছে। কিন্তু তাদের সাথে আমাদের ছাত্ররাজনীতির ব্যাপক পার্থক্য। বাইরের এমন অনেক দেশ আছে যেখানে শিক্ষার্থীদের রাজনীতির মূল বিষয় হলো- যুদ্ধবিরোধী মানবতাবাদী ভূমিকা এবং সমাজ বিপ্লবের ভাবাদর্শ। সে অর্থে, আমাদের দেশের রাজনীতিতে ছাত্রসমাজকে ক্ষমতায় যাওয়ার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।রাজনৈতিক দলীয় ভাবাদর্শ আর স্বার্থসিদ্ধিতে তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে করে ছাত্রসমাজ পড়াশোনাকে তপস্যা হিসেবে গ্রহণ না করে, উচ্ছৃঙ্খলতা, ক্ষমতার অপব্যবহার, নির্যাতন, পরীক্ষায় দুর্নীতি, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, মাস্তানি, অপরাধপ্রবণতা দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। শিক্ষাঙ্গনে এবং ছাত্রসমাজে সুস্থ ধারার রাজনীতির বদলে, দলীয় ও ক্ষমতার রাজনীতি ঢুকে পড়েছে যা শিক্ষাক্ষেত্র এবং শিক্ষার্থী-উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর। আমরা বুয়েটের আবরার হত্যার একটা উদাহরণ টানলেই সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারি।

এ তো গেল ছাত্র সমাজের কথা। যেসব শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ে, তারা রাজনীতিতে অংশ নেবার বয়সসীমায় যায় না। সেসব শিক্ষার্থীদের আচরণেও সহিংসতা দেখা যায়। মূলত, পারিবারিক শিক্ষার অভাব, সামাজিক অবস্থান ও পার্যায়ক্রম, পরিবেশ, আর্থিক সঙ্কট, শারীরিক ও মানসিক সমস্যা, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষকদের বিরূপ ভূমিকা- অস্বীকার করার উপায় নেই।

বাইরের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার পার্থক্য ব্যাপক। বাইরের দেশগুলোতে একজন শিক্ষার্থীর সার্বিক উন্নয়ন ও সুস্থ ভবিষ্যৎ নিশ্চিতকরণে কেবল পাঠ্যপুস্তক মুখস্ত করে পরীক্ষায় পাস হবার চাপ থাকে না। বরং একজন শিক্ষার্থী কীভাবে পড়াশোনার পাশাপাশি, সামাজিক দক্ষতা ও ক্যারিয়ার বিল্ডআপ করবে, তাও নিশ্চিত করা হয়, যা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় নেই। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় থাকে একাডেমিক স্ট্রেস। একাডেমিকভাবে ভাল পারফর্ম করার চাপ, শিক্ষার্থীদের হতাশা এবং উদ্বেগের দিকে নিয়ে যায়, যা কখনো আক্রমনাত্মক আচরণ হিসাবে প্রকাশ হতে পারে। এই চাপ শিক্ষার্থীদের একার নয়, পিতা-মাতাদেরও মানসিক এবং আর্থিক চাপে ফেলে। আর্থ-সামাজিক কারণগুলি, যেমন-অর্থনৈতিক বৈষম্য, দরিদ্রসীমায় বাস করা, শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অ্যাক্সেসের অভাব এবং সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় অপরাধের সংস্পর্শ, শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহিংস আচরণে অবদান রাখতে পারে। যে সকল শিক্ষার্থীরা পরিবেশগত বা বন্ধু, স্কুলের অন্য শিক্ষার্থীদের দ্বারা হয়রানির শিকার হয়, তারা আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে সহিংসতা অবলম্বন করতে পারে বা তাদের নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ হিসাবে সহিংস হয়ে উঠতে পারে।

শারীরিক ও মানসিক সঙ্কটের উপযুক্ত চিকিৎসা না পাওয়া, যত্ন না পাওয়াও একজন শিক্ষার্থীকে আচরণগত ব্যাধি (conduct disorders) বা আবেগ নিয়ন্ত্রণ সমস্যায় (impulse control issues) ফেলতে পারে। আচরণের ব্যাধিযুক্ত শিশু-কিশোর, তরুণদের পক্ষে নিয়ম মেনে চলা এবং সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য উপায়ে আচরণ করা কঠিন হয়ে উঠে। তাদের আচরণ প্রতিকূল হয় এবং কখনও কখনও এর জন্য শারীরিকভাবে সহিংসতাও প্রকাশ করতে পারে।

শিক্ষকদের দক্ষতার কথা বলতে গেলে, একজন দক্ষ শিক্ষকই পারেন একজন শিক্ষার্থীর জীবনে ভিন্নতা আনতে যা শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষের শিক্ষা থেকে শুরু করে তাদের দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য পর্যন্ত সবকিছুকে প্রভাবিত করে। একজন দক্ষ শিক্ষকের কিছু গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা, তাদের কথা শোনা, ইতিবাচক ভূমিকা, সহযোগিতা করা, অভিযোজন ক্ষমতা, সহানুভূতি প্রদর্শন করা, প্যারেন্টসদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা এবং ধৈর্য ধারণ করা। সেই সাথে আকর্ষক একটি শ্রেণীকক্ষের উপস্থিতি দরকার যা বাস্তব-বিশ্বকে জানতে ও শিখাতে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবে এবং সর্বোত্তম অনুশীলন বিনিময় করবে। এই অনুশীলনে শিক্ষার্থীদের জন্য দ্বন্দ্ব সমাধানের দক্ষতাও বৃদ্ধি হয়। তা না হলে শিক্ষার্থীরা শান্তিপূর্ণভাবে দ্বন্দ্ব সমাধান করতে ব্যর্থ হয়, যা একটি ডিফল্ট প্রতিক্রিয়া হিসাবে তাদেরকে সহিংসতার দিকে পরিচালিত করে। একজন শিক্ষককের জন্য এইসব বিষয়ে দক্ষতা থাকা জরুরি। দেশের শিক্ষকদের নিয়ে অভিযোগের শেষ নেই। তবে দক্ষ শিক্ষকও রয়েছে। যাদের নিয়ে অভিযোগ, তাদের দিকে শিক্ষা বিভাগের আরো মনোযোগ দেয়া দরকার এবং একজন দক্ষ শিক্ষক হিসাবে গড়ে উঠায় তাদের জন্য কার্যকরী ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণগুলো সর্বরাহ করা দরকার, যাতে তারা শিক্ষার্থীদের প্রতি শাসক না হয়ে বরং বন্ধুত্বপরায়ন হয়ে উঠতে পারেন এবং কার্যকরী উপায়ে শিক্ষা প্রদান করতে পারেন।

বাইরের দেশগুলোতে শিক্ষকতায় মনোবিজ্ঞান অধ্যয়ন করতে হয়। অর্থাৎ 'চাইল্ড সাইকোলোজি', সাইকোলোজিক্যাল প্র্যাকটিস', 'হিউম্যান মাইন্ড এন্ড বিহেভিয়্যার' ইত্যাদি বিষয়গুলো পড়তে হয়। এজন্য পড়তে হয় যে, একজন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রদানের সাথে তার মনকে পড়তে জানা জরুরি বলে মনে করা হয়। এবং প্রতিটা স্কুলে শিক্ষার্থীদের সুরক্ষায় গাইডেন্স কাউন্সেলর, সাইকোলিস্ট এবং নার্স নিযুক্ত থাকে। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকদের জন্য মনোবিজ্ঞান অধ্যয়ন করা বাধ্যতামূলক নয়। এই পাঠটি শিক্ষকতায় যুক্ত না বলে, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে অভ্যন্তরীন যোগাযোগের ঘাটতি থেকে যায়। একজন শিক্ষার্থীকে উন্নত ও উপযুক্ত শিক্ষা দিতে, তার মনস্তত্ত্ব বোঝতে হবে। একজন শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীদের মন ও মনের অবস্থা বুঝতে না পারেন, তবে তিনি সময় ও পরিস্থিতি সাপেক্ষে তাদের সঠিক শিক্ষা প্রদান করতে পারবেন না, কিংবা দিলেও সেটা ঠিক প্রতিকূল অবস্থায় শিক্ষার্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। পড়াশোনায় শেখাতে এবং সাফল্য আশা করার আগে মানসিক স্বাস্থ্য সুস্থ রাখা কিংবা সুস্থ আছে কিনা, তা জানা দরকার। শিক্ষকতা পেশায় মনোবিজ্ঞান অধ্যয়ন শিক্ষকদের জন্য জরুরি।

নিজ পর্যবেক্ষণ, প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থেকে যদি বলি, আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থা ও পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এদেশে, একজন শিক্ষার্থী যদি ক্লাসে শিক্ষকের সাথে উগ্র বা নেতিবাচক আচরণ প্রদর্শন করে (বিশেষ করে ষষ্ঠ শ্রেনি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি) তবে সেটা নিয়ে শিক্ষার্থীর সাথে ইতিবাচকভাবে স্কুলের ডিন আলোচনা করেন। যদি আচরণ না বদলায় তবে বাবা-মায়ের সাথে বিনয় ও সম্মানের সাথে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এরপরও যদি শিক্ষার্থীর একই আচরণ অব্যাহত থাকে, তখন তাকে সাময়িকের জন্য ক্লাস থেকে সাসপেন্ড করার নোটিশ দেয়া হয়। এবং সর্বশেষ যদি বিরূপ আচরণ তখনো অব্যাহত থাকে, সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সহিংসতার পরিস্থিতি অনুযায়ী অল্প সময়ের জন্য বা পার্মানেন্ট সাসপেন্ড করা হয়। অল্প সময়ের সাসপেন্ডে শিক্ষার্থীকে স্কুল ছুটির দিনগুলোতে কয়েক ঘন্টার জন্য স্কুল বিল্ডিংয়ে কাজ করতে নিযুক্ত করা হয়। কখনো আচরণ স্বাভাবিক করতে অন্য একটি স্কুলে পাঠানো হয় যেখানে শিক্ষার্থীদের আচরণগত সমস্যাগুলোকে ফিক্স করা হয়। সাথে নিয়মিত শিক্ষক এবং পাঠ্যসূচীও থাকে।

স্পেশাল স্কুলগুলোতে একটু ভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। কোন শিক্ষার্থী যদি ক্লাসে হিংস্র আচরণ বা শারীরিক সহিংসতা প্রদর্শন করে, যেমন গায়ে হাত তোলা, গালির পুনরাবৃত্তি করা, হুমকিমূলক কথা বলা যা অন্য শিক্ষার্থীর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এবং শিক্ষক যদি সেটা মোকাবেলা করতে হিমশিম খান, তখন 'ক্রাইসিস মেনেজমেন্ট শিক্ষক' কে ডাকা হয় সাহায্যের জন্য। সেই শিক্ষক আচরণগত সঙ্কট মোকাবেলার জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষণরত থাকেন। তিনি তখন শিক্ষার্থীকে আলাদা কক্ষে নিয়ে সময় দিয়ে তার মেজাজ পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। যদি সেটা কাজ না করে, তখন স্কুল কাউনসেলর/সাইকোলোজিস্ট এর কাছে নেয়া হয় ৩০/৪৫ মিনিটের জন্য। ইতিবাচকভাবে আলোচনার মাধ্যমে, প্রয়োজনে কখনো ট্রিট দিয়ে কাউনসেলর তখন খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন, তার এমন আচরণের পিছনের অন্তর্নিহিত কারণটি। শিক্ষার্থীর ব্যাকগ্রাউন্ড অর্থাৎ শিক্ষার্থী কি আজ সকালে নাস্তা সেরে স্কুলে এসেছে কিনা, সে কি বাবা মায়ের সাথে বাস করছে নাকি বিচ্ছিন্ন পরিবারে কিংবা শেল্টারে, সে কি পিতা-মাতাহীন কিনা, সে কি বৃদ্ধ গ্র্যানপেরেন্টসদের সাথে থাকছে কিনা যেখানে তার সঠিক যত্ন হচ্ছে না, সে পরিবারে আর্থিক সঙ্কট মোকাবেলা করছে কিনা, সে পরিবারে অবহেলিত কিনা, অবহেলিত হলে কেন সে অবহেলিত, পিতা মাতা কি কারণে সন্তানকে মনোযোগ দিতে পারছেন না, পিতা-মাতা মানসিকভাবে সুস্থ কিনা, পিতা-মাতার আর্থিক স্বচ্ছলতা আছে কিনা, সে কি স্কুলে বা বাসে কারো দ্বারা বুলিং-এর শিকার কিনা, সে কি ক্লাসে শিক্ষকের দ্বারা অবহেলিত কিনা.... এমন বহু পিছনের কারণগুলো খতিয়ে দেখা হয় শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর বিরূপ আচরণের কারণ খুঁজে পেতে। অর্থাৎ শুরুতেই শাস্তি নয় বরং আলোচনার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থা বুঝতে এবং এমন আচরণের মূল কারণ ও উৎপত্তি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা হয়। তারপর প্রয়োজনে পরিবারে যোগাযোগ করা হয়। এক্ষেত্রে পরিবারের যে কোন সঙ্কট বা প্রয়োজনে শিক্ষক, পেরেন্ট কো-অর্ডিনেটর এবং সোশ্যাল ওয়ার্কার জড়িত হোন। যদি শিক্ষার্থী তার পরিবারে সঠিক ডাইডেন্স না পায় বা অবহেলিত থাকে, তবে পিতা-মাতাকে 'প্যারেন্টিং ওয়ার্কশপ' প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়। যদি পরিবারে আর্থিক সঙ্কট থাকে যা শিক্ষার্থীকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করছে, তবে পেরেন্ট কো-অর্ডিনেটর যতটা সম্ভব পিতা-মাতাকে সরকারী আর্থিক সাহায্য পেতে বিভিন্ন সোর্স প্রদান করেন। এবং তারপরও যদি শিক্ষার্থীর আচরণ পরিবর্তন না হয় সেক্ষেত্রে প্যারেন্টস এর সাথে মিটিং করে সর্বশেষ সমাধান হলো-অল্প সময়ের জন্য শিক্ষার্থীকে ক্লাস থেকে দূরে রাখা।

আমাদের সময়ে শিক্ষক মানেই, অদ্ভুত কিছু। শিক্ষকের চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করা যাবে না, দ্বিমত পোষণ করা যাবে না, শিক্ষক কটাক্ষ করলে বা গায়ে হাত তুললে সেটা মেনে নিতে হবে, অভিযোগ করা যাবে না, শিক্ষকের কথার উপর অভিভাবক কোন কথা বলতে পারবেন না..ইত্যাদি নানা বিষয়ে জটিলতা ছিল। মূলত এগুলো অনুচিত এবং ভালো কোন ফলাফল বহন করে না। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মাঝে সম্পর্কটা হতে হয় বিশ্বাস, আস্থা, সম্মান এবং বোঝাপড়ায় আদান প্রদানের। যখন শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষকদের বিশ্বাস করবে, ভরসা করবে এবং প্রশ্ন করতে ও জানতে উন্মুক্ত হবে, তখন তারা শিক্ষকদের নির্দেশাবলী এবং তাদের জন্য শিক্ষকদের যে কোনো পরামর্শ অনুসরণ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

নিজ সন্তানের উন্নত ভবিষ্যতের জন্য অভিভাবকদের দায়িত্ব অপরিহার্য। সন্তানের উন্নতির জন্য শিক্ষকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা, সন্তান ঠিকমত ক্লাসে যাচ্ছে কিনা, ক্লাসের নিয়ম মেনে চলছে কিনা, পরীক্ষার ফলাফল কেমন হচ্ছে, সন্তানের শিক্ষায় কোন ঘাটতি আছে কিনা, থাকলে সেটার উপর মনোযোগ দেয়া...ইত্যাদি বিষয়গুলোর উপর অভিভাবকদের মনোযোগ দিতে হবে। আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, পারিবারিক সহিংসতা। কোন পরিবারে যদি অভিভাবকদের মাঝে সহিংসতা বা হিংস্র আচরণ প্রদর্শিত হয়, তবে সেটা সন্তানদের উপর প্রভাব ফেলবে।

সহিংসমূলত আচরণের কারণে আমাদের সন্তানরা সমাজে অবহেলিত হতে পারে যা তাদের মানসিক অবস্থাকে আরো ঝুঁকিতে ফেলতে পারে এবং অপরাধ বৃদ্ধি করতে পারে। এমনকি এইসব পরিস্থিতিতে বাচ্চারা স্কুলের পড়াশোনায় মনোযোগ হারাতে পারে, পরীক্ষায় খারাপ ফলাফল সহ অন্যদের প্রতি সহানুভূতি হারিয়ে ফেলতে পারে। কাজেই অভিবাবকদের এইসব বিষয়গুলোতে সতর্ক হওয়া দরকার। এক্ষেত্রে অভিভাবকদের জন্য বিভিন্ন পেরেন্টিং প্রশিক্ষণ নেয়া উপকারী হতে পারে। এইসব প্রশিক্ষণগুলো প্যারেন্টসদের জন্য উন্মুক্ত রাখতে সরকারকেই শিক্ষাবিভাগে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করতে হবে। এছাড়াও, মিডিয়ার এক্সপোজার অর্থাৎ ভিডিও গেম, চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন সহ মিডিয়াতে সহিংস বিষয়বস্তুগুলো শিক্ষার্থীদের সহিংসতার প্রতি সংবেদনশীল করতে পারে বা আক্রমণাত্মক আচরণ বৃদ্ধি করতে পারে। কাজেই অভিভাবকদেরকে তাদের সন্তানের দৈনিক কার্যবিধি সম্পর্কেও মনোযোগী হওয়া দরকার। সন্তানরা ইন্টারনেটে কি করছে, কতটা সময় দিচ্ছে, কি ধরণের কনটেন্টের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করছে, তা একটা নির্দিষ্ট নিয়ম ও শৃঙ্খলায় রাখা দরকার। সোশ্যাল মিডিয়ার অতিরিক্ত ব্যবহার এবং নিয়মিত সামাজিক যোগাযোগ রক্ষায় বাইরে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করা- অভিভাবকত্বের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সেইসব বিনোদনমূলক সময় থেকে কিছুটা সময় কাট করে সন্তানদের জন্য বরাদ্দ রাখা-অভিভাবকদের জন্য উপরারী হতে পারে। সন্তানদের যথেষ্ট সময় দেয়া, তাদের সাথে কমিউনিকেশন করা খুব জরুরি। তাছাড়া, পরিবেশগত প্রভাব তো থাকছেই। আমাদের সন্তানরা কার সাথে মেলামেশা করছে তাও দেখা দরকার। বিরূপ পরিবেশে উশৃঙ্খল কারো সাথে মেলামেশা করলে কিংবা ভুল কিছু করলে সেক্ষেত্রে সরাসরি বাধা বা হুমকি না দিয়ে ইতিবাচকভাবে তাদেরকে ভালো-মন্দের পার্থক্যটা বোঝাতে হবে। এখানেই অভিভাবকদের জন্য কমিউনিকেশন দক্ষতা থাকা এবং সঠিক প্যারেন্টিং দক্ষতা থাকা জরুরি হয়ে উঠে। পড়াশোনার বাইরের সময়টুকুতে বাচ্চাদের পছন্দের কাজে ব্যস্ত রাখা, যেমন-খেলাধুলা, জিম, সংগীত, বাদ্যযন্ত্র বাজানো শেখা, পেইন্টিং..ইত্যাদি কাজগুলো তাদেরকে মানসিকভাবে প্রশান্তি দিতে পারে এবং নেতিবাচক বা সহিংস কাজগুলো করা থেকে বিরত রাখতে পারে।

শিক্ষার্থীদের নৈতিক, মানবিক গুণাবলীতে সহানুভূতিশীল হতে এবং তাদের সার্বিক ভবিষ্যৎ উন্নয়নে, পড়াশোনায় ফ্রি-টিওশনের ব্যবস্থা রাখা, দরিদ্র পরিবারগুলোতে শিক্ষার উপকরণগুলোর অ্যাক্সেস দেয়া, ক্যারিয়ার প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণ, স্কুলে বুলিং প্রতিরোধ ব্যবস্থা, স্বাচ্ছন্দময় শ্রেণিকক্ষ, শিক্ষার্থীদের মনস্তত্ত্ব বুঝতে শিক্ষকদের মনোবিজ্ঞান অধ্যয়ন করা বাধ্যতামূলক করা, মাসে অন্তত একটা হলেও শিক্ষকদের জন্য নতুন পদ্ধতিগত শিক্ষা প্রদানের কৌশলগুলির প্রশিক্ষণ দেয়া, শিক্ষার্থীদের বিরূপ আচরণ রোধে শিক্ষকদের ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ দেয়া, প্রতিটা স্কুলে নার্স, মেন্টাল হেল্থ কাউনসেলর এবং ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট শিক্ষক নিযুক্ত করা, শিক্ষার্থীর অগ্রগতি-পতন নিয়ে অভিভাবকদের সাথে বছরে তিনবার 'পেরেন্ট টিচার মিটিং' এর ব্যবস্থা করা এবং অভিবাবকদের জন্য বিভিন্ন পেরেন্টিংমূলক প্রশিক্ষণ এর সুযোগ রাখা-অত্যন্ত জরুরি। আমাদের প্রজন্মকে উন্নত একটি ভবিষ্যৎ উপহার দিতে এইসব বিষয়গুলো বিবেচনা করা শিক্ষা বিভাগ এবং রাষ্ট্রের দায়িত্বে পড়ে। আর এবাবেই পরিবার, স্কুল, শিক্ষক, সামাজিক ব্যবস্থা, শিক্ষা বিভাগ এবং সরকারী সহযোগীতা-আমাদের নতুন প্রজন্মকে কিছুটা হলেও সহিংস আচরণ থেকে রোধ করতে সক্ষম হবে।

জেলেনস্কিকে সরাতে কেন একজোট আমেরিকা ও পশ্চিমারা

স্টিফেন ব্রায়েন

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া ব্যাপারে একটি ঐক্যমত্যে পৌঁছেছে পশ্চিমারা। যুক্তরাজ্যের সহায়তায় যুক্তরাষ্ট্র এ ব্যাপারে একমত হয়েছে বলে ধারনা করা হচ্ছে। আমেরিকার কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা (সিআইএ) ও যুক্তরাজ্যের তদন্ত সংস্থা এমআই–৬ ইতিমধ্যেই জেলেনস্কিকে সরিয়ে ফেলার মঞ্চ তৈরি করে ফেলেছে। সম্ভবত আগামী বছরের মার্চ মাসে জেলেনস্কিকে নির্বাচন দিতে বাধ্য করা হবে এবং সেই নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। জেলেনস্কি যদি এতে রাজি না হন, তাহলে 'মায়দান অভ্যুত্থানের' মাধ্যমে তাঁকে উৎখাত করা হবে। এর আগে ২০১৪ সালে এ ধরনের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ভিক্টর ইয়ানুকোভিচকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছিল।

ইউক্রেনের ক্ষমতার পালাবদলে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা নতুন কিছু নয়। যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের বর্তমান আন্ডার সেক্রেটারি ভিক্টোরিয়া নুল্যান্ড এর আগেও ইউক্রেনে অভ্যুত্থানের পেছনে কলকাঠি নেড়েছিলেন। ২০১৪ সালে ফাঁস হওয়া একটি ফোনকলের মাধ্যমে জানা গেছে, ওই সময়ে কিয়েভে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত জিওফ্রে পাইট ও নুল্যান্ড এ বিষয়ে কথা বলেছিলেন।

নুল্যান্ড এবং পাইটের ফাঁস হওয়া ফোনালাপটি বেশ কৌতূহল উদ্দীপক। কারণ ওই সময়ে তাঁরা ইউক্রেনের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে পেরেছিলেন। আর এ কাজে তাঁদের যারা সহযোগিতা করতে পারেন, তাঁদের তালিকায় ছিল জো বাইডেন (বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট) ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভানের নাম।

যাইহোক, বেশ কয়েক বছর ধরেই কংগ্রেসের রিপাবলিকানরা ইউক্রেনে বাইডেনের ছেলে হান্টারের কর্মকাণ্ডের তদন্ত করছে। তাদের অভিযোগ, বাইডেন নিজেই সেখানে তাঁর ছেলের ব্যবসা রক্ষায় হস্তক্ষেপ করেছেন। যদিও এ অভিযোগের পেছনে এখনো কার্যকর প্রমাণ মেলেনি।

এটি অস্বাকার করার উপায় নেই যে, ইউক্রেনের স্বাধীনতা বেশ সীমিত। যুক্তরাষ্ট্র শুধু ইউক্রেনকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়েই সহযোগিতা করে না, ইউক্রেনের সরকারি কর্মকর্তাদের বেতন ও সামরিক বাহিনীর সদস্যদের পেনশনের জন্যও অর্থ দিয়ে থাকে। সুতরাং ইউক্রেনের ওপর আমেরিকার প্রভাব কতটা সুদূর প্রসারী, তা সহজেই অনুমেয়।

আমেরিকার সেই তিন কুশীলব—বাইডেন, সুলিভান ও নুল্যান্ড আবারও ইউক্রেনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে একজোট হয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যাঁরাই জেলেনস্কিকে ক্ষমতায় বসিয়েছিলেন, তারাই কেন এখন জেলেনস্কিকে সরাতে চাইছেন?

রাশিয়ার বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র যে সাবধানী পরিকল্পনা সাজিয়েছিল, জেলেনস্কি তা অনুসরণ করেননি। এমনকি নিজের জেনারেলদেরও কথা না শুনে নিজের খেয়াল খুশিমতো বাখমুত শহর পুনর্দখলের জন্য সেনা পাঠিয়েছিলেন। রুশ সেনাবাহিনী ও প্রিগোজিনের ওয়াগনার বাহিনী এই শহরটি দখল করে রেখেছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা ছিল, বড় পরিসরে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সম্মুখসমরে অংশ নেওয়ার জন্য ইউক্রেনের সেরা সেনা ইউনিটগুলোতে ছড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু জেলেনস্কি সেই পরিকল্পনাও মানেননি।

ঘটনা এখানেই শেষ নয়। ওয়াশিংটনের লক্ষ্য ছিল পাল্টা আক্রমণের মাধ্যমে রাশিয়াকে একটি চুক্তিতে আনতে বাধ্য করা। কিন্তু জেলেনস্কির গোয়ার্তুমির কারণে সেই পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে।

মনে রাখতে হবে, বিস্তর গবেষণা করে ও দীর্ঘ সময় নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র এই পাল্টা আক্রমণের পরিকল্পনা সাজিয়েছিল। সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়াতে স্বাভাবিকভাবেই জেলেনস্কির ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছে ওয়াশিংটন।

প্রিগোশিনের ওয়াগনার গ্রুপ যখন রাশিয়ায় বিদ্রোহ শুরু করেছিল, তখনই পাল্টা আক্রমণ শুরু করেছিল ইউক্রেন বাহিনী। তখন প্রিগোশিনের সঙ্গে ইউক্রেনের সামরিক গোয়েন্দাপ্রধান কিরিলো বুদানভের কথাও হয়েছিল। এ ব্যাপারে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ রয়েছে। ধারনা করা হচ্ছে, কিরিলোর সঙ্গে প্রিগোশিনের আলাপ হয়েছিল আফ্রিকায়।

প্রিগোশিন যদি রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণ নিতে পারতেন তাহলে হয়তো তাৎক্ষণিকভাবে ইউক্রেনের সঙ্গে চুক্তি করে ফেলতেন। তবে কোন শর্তে চুক্তি করতেন তা অবশ্য জানা যায়নি। আবার এমনটাও হয়তো হতে পারত যে, বিশেষ সামরিক অভিযান থেকে সরে আসার বিনিময়ে ক্রিমিয়াকে রাশিয়ার হাতে পুরোপুরি দিয়ে দিতে চেয়েছিল ইউক্রেন। এর বিনিময়ে রাশিয়ার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিতে পারত ওয়াশিংটন। কিন্তু প্রিগোশিনের অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের এসব স্বপ্নের মৃত্যু হয়েছে।

এখন ইউক্রেন দাবি করছে, পশ্চিমাদের কাছ থেকে পর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র না পাওয়ায় তাদের পাল্টা আক্রমণ অভিযান মুখ থুবড়ে পড়েছে। জেলেনস্কির একটি বড় সমস্যা হচ্ছে, তিনি মনে মনে বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন যে, ইউক্রেন এই যুদ্ধে হারতে চলেছে। এই হীনমন্যতার কারণে ব্রিটিশ ও আমেরিকান কর্তাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অবনতি হয়েছে।

এ রকম পরিস্থিতে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সবচেয়ে ভালো সমাধান হচ্ছে, রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের সমঝোতা করে ফেলা। কিন্তু রাশিয়া তো আগেই বলে দিয়েছে, তারা কোনো যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে রাজি হবে না। রুশ বাহিনী তখনই যুদ্ধের মাঠ ত্যাগ করবে, যখন ইউক্রেন ন্যাটোর কাছ থেকে পুরোপুরি সরে যাবে।

এদিকে জেলেনস্কিও বলেছেন, তিনি কোনোভাবেই রাশিয়ার সঙ্গে সমঝোতা করতে রাজি নয়। এ ক্ষেত্রে আমেরিকার কাছে বিকল্প কী? জেলেনস্কিকে সরিয়ে দেওয়া। কিন্তু জেলেনস্কি কি চুপচাপ সরে যাওয়ার পাত্র? মোটেও নন। সে ক্ষেত্রে আমেরিকা ও যুক্তরাজ্য মিলে কীভাবে জেলেনস্কিকে ক্ষমতা থেকে সরান, সেটিই এখন দেখার বিষয়।

স্টিফেন ব্রায়েন যুক্তরাষ্ট্র সিনেটের পররাষ্ট্র সম্পর্ক বিষয়ক কমিটির সাবেক সদস্য এবং বর্তমানে সেন্টার ফর সিকিউরিটি পলিসি অ্যান্ড দ্য ইয়র্কটাউন ইনস্টিটিউটের সিনিয়র ফেলো

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন মারুফ ইসলাম

জীবনানন্দের কবিতায় হেমন্ত

শেখ একেএম জাকারিয়া

কার্তিক-অগ্রহায়ণে বিশেষ ঋতুর দেখা মিলে বাংলাদেশে। যাকে মানুষ হেমন্ত নামেই চেনে। এ ঋতুতে মৃদু-কুজ্ঝটিকায় ঘেরা থাকে সকালের মুখ। রাত পোহালেই ঝকঝকে সাদা শিশির হেসে ওঠে সবুজ ঘাসের মুখে। নরম রোদের আদরমাখা আলতো পরশে শিউরে ওঠে পথিকের মন। এ সময়টাতেই পাতাঝরা গাছের অদ্ভুত নাচ দেখা যায়। জোছনা-প্লাবিত রাতে আকাশে তাকালে মনে হয় আমরা যেন স্বর্গের দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছি। এসব হিমকন্যা হেমন্তের বিশেষত্ব। আর এসব বিশেষত্বই মোহিত করেছে প্রকৃতি ও প্রেমের কবি জীবনানন্দ দাশকে । বাংলাসাহিত্যে এমন কোনো কবি নেই যার কবিতায় হেমন্ত ওঠে আসেনি। তবে আর কারো কবিতাই জীবনানন্দের কবিতার মতো এতটা মুগ্ধ করতে পারেনি আমাদের। শরতের শুভ্র মেঘ তাড়িয়ে হিমকন্যা হেমন্ত নিয়ে আসে হালকা শীতের কুয়াশা প্রলেপ। চোখের সামনে হেসে ওঠে নতুন ধানের অমৃত ঘ্রাণ । হেমন্ত এলেই বুঝে নিই এটা শীতের আহ্বানগীতি।

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের মানুষের জীবনে হেমন্ত সুখ-দুখের কবিতার মতো বয়ে চলেছে আবহমান কাল ধরে। হেমন্তের শুরুটা মানুষের জীবনে টানাটানির মাঝে কাটলেও শেষের দিকে কবিতা কিংবা গল্পের কাহিনির মতো মানুষ-জীবনে সমৃদ্ধি বয়ে আনে। সুদূর অতীত থেকেই, হেমন্ত আসা মানেই কৃষকের মুখে দেখা দেয় বিশুদ্ধ হাসি। হেমন্ত এলেই প্রতিটি কৃষকের ভেতরে দেখা মিলে সুখের ব্যস্ততা। ধান কাটা, ধান মাড়াই ও ধান ভানা কী-যে আনন্দের তা কেবলই কৃষাণ-কৃষাণীর চোখ-মুখ দেখলেই অনুভব করা সম্ভব। গাঁয়ের সবকটা ঘরে চলতে থাকে নবান্নের পিঠা-পায়েসের আয়োজন। এসব আনন্দ-আয়োজন এদেশের নারী-পুরুষ জাতিধর্মবর্ণ-নির্বিশেষে সবশ্রেণির খেটে-খাওয়া মানুষের কৃষ্টি। প্রকৃতি ও প্রেমের কবি জীবনানন্দ দাশ খেটে-খাওয়া মানুষের কৃষ্টি ও চেতনাকে শতভাগ কবিতায় রূপ দিয়েছেন। একমাত্র তিনিই ছিলেন পুরোপুরি হেমন্ত প্রেমিক কবি। তাঁর কবিতায় হেমন্তের প্রকৃতি ও আত্মমগ্নতা একে অপরের সম্পূরক হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া তাঁর কবিতায় কবি নরেশ গুহ হেমন্তের প্রসঙ্গ মূল্যায়নে লেখেন, 'জীবনানন্দের কবিতা পড়তে পড়তে অজান্তে কখন আমরা সেই রূপসী হেমন্তের প্রেমে পড়ে যাই। ভেবে অবাক লাগে, কৃষির সোনার কৌটোতে আমাদের প্রাণের ভ্রমরটি যদিও ভরে রাখা আছে তাহলেও ফলন্ত ধানের ঋতু হেমন্তের গাথা বাংলা কবিতায় একরকম ব্যতিক্রম বললেই চলে। শুধু কি দৃশ্যের? গন্ধের, শস্যের, আলস্য-পূর্ণতা-বিষাদের করুণতামাখা লাবণ্যময়ী ঋতু হেমন্ত। হেমন্তের গভীর গম্ভীর রূপ কীটস-এরও প্রাণ ভুলিয়েছিল। শেষ পর্বে জীবনানন্দের কাব্যে যখন জন্মান্তর ঘটেছে, হেমন্ত তখনো তাঁর উপকরণ হয়ে ছিল, তার ব্যবহার যদিও তখন ভিন্ন। হেমন্ত প্রথমত শস্যের, তৃপ্তির, বিরতির ঋতু।'

হিমঋতু হেমন্তকে সবচেয়ে বেশি গৌরবান্বিত করেছেন জীবনানন্দ দাশ। কবি হেমন্তকে দেখেছেন কামে-প্রেমে, শরীরে-শরীরহীনতায়, উদ্ভবে, তুষ্টিতে, বিয়োগে, অবসানে। কবি তাঁর 'পিপাসার গান' কবিতায় লেখেন,

'এদেহ অলস মেয়ে
পুরুষের সোহাগে অবশ
চুমে লয় রৌদ্রের রস
হেমন্ত বৈকালে
উড়ো পাখপাখালির পালে
উঠানে পেতে থাকে কান,
শোনে ঝরা শিশিরের ঘ্রাণ
অঘ্রাণের মাঝরাতে।'

কবির কাছে ফসলের ঋতু হেমন্ত রূপকথার সেই কল্পিত ডানাকাটা পরী। যার প্রেমে হাবুডুবু খায় বাংলার প্রকৃতি। হেমন্তের অসামান্য রূপে মোহিত হয়ে কবি লেখেন-

'প্রথম ফসল গেছে ঘরে
হেমন্তের মাঠে মাঠে ঝরে
শুধু শিশিরের জল;
অঘ্রানের নদীটির শ্বাসে
হিম হয়ে আসে
বাঁশপাতা-মরা ঘাস-আকাশের তারা!
বরফের মতো চাঁদ ঢালিছে ফোয়ারা!
ধানক্ষেতে-মাঠে
জমিছে ধোঁয়াটে
ধারালো কুয়াশা!'

নিশাজল-কুহেলিকা মিশ্রিত হেমন্তের এই নিবিড় বিমর্ষরূপ কবিকে প্রলুব্ধ করত। তিনি অল্প সময়ের হিমঋতুকে নতুন করে অবলোকন করেছিলেন। কবি মনের অপ্রকাশিত গভীর অনুরাগের চঞ্চলতা হেমন্ত ঋতু। আর এ কারণেই জীবনানন্দের কবিতায় হিমঋতু হেমন্ত পেয়েছে সেরা স্থান। তার প্রতিটি কবিতায় জায়গা পেয়েছে হেমন্তের অতুলনীয় রূপবৈলক্ষণ্য– নিশাজলের শব্দ, পাংশুটে কুহেলিকা , মেটে জোছনা, মাঠপাড়ের গল্প ইত্যাদি।

কবি হেমন্তের অঘ্রাণ নিয়ে লেখেন,
'অঘ্রাণ এসেছে আজ পৃথিবীর বনে
সে সবের ঢের আগে আমাদের দুজনের মনে
হেমন্ত এসেছে তবু।'

যা সত্যিই আমাদের হৃদয় ছুঁয়ে দেয়। হেমন্ত নববধূর মতো ঘোমটা পরে থাকলেও তার রূপে মোহিত বাংলার মানুষ। হেমন্তের বিষণ্নতা কিংবা গোমড়া মুখ আমাদের ভেতরে কিছুটা দুখের জন্ম দিলেও হেমন্ত কিন্তু আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এ হেমন্ত এলেই কৃষকের মরাই ফসলে ভরে ওঠে। তাই তো কবির চোখে হেমন্ত ফসলের ঋতু, আনন্দের ঋতু।

'হেমন্তের ধান ওঠে ফলে
দুই পা ছড়ায়ে বোসো
এইখানে পৃথিবীর কোলে।'

এমন অমৃত বাণী বাংলাসাহিত্যে আর কেইবা বলতে পারেন জীবনানন্দ দাশ ছাড়া ?

'যখন ঝরিয়া-যাবো হেমন্তের ঝড়ে
পথের পাতার মতো তুমিও তখন
আমার বুকের' পরে শুয়ে রবে?'

হেমন্ত নিয়ে বাংলা কবিতার ধনাগারে খ্যাতিমান কবিদের যত কবিতা আছে সবগুলো কবিতা থেকে তুলে আনা সেরা পঙক্তিগুলোকে বিসদ আলোচনা করলে দেখা যাবে হিমঋতু হৈমন্তীকে একনিষ্ঠভাবে কবিতার ঋতু করে তুলেছেন প্রকৃতি ও প্রেমের কবি জীবনানন্দ দাস। তাঁর কবিতায় ধানকাটা, নবান্ন, ইঁদুর, শালিক, লক্ষীপেঁচা, নির্জন স্বাক্ষর, কার্তিকের নীল কুয়াশায় ইত্যাদি শব্দ ও শব্দবন্ধ হেমন্তের চিত্র এমনভাবে তোলে ধরে যে, জীবনানন্দ পাঠ করলে পুরো হেমন্তের প্রতিকৃতিই ফুটে ওঠে।

হিমঋতু হেমন্তে পাড়াগাঁয়ের ঘরে ঘরে আশ্বিনের শেষ রাতে রান্না করা ভাত পানি দিয়ে ভিজিয়ে রেখে ঘটা করে কার্তিকের প্রথম দিনে খাওয়া হয়। এটা আবহমান বাংলার চিরায়ত প্রথা ও কৃষ্টি। পল্লী-বাংলায় এখনো একটি প্রবাদ চলিত আছে, 'আশ্বিনের ভাত কার্তিকে খায়, যেই বর মাঙ্গে সেই বর পায়।' অনাধুনিককাল থেকে চলে আসা এই নিয়মাবলির ভেতর দিয়েই প্রতিবছর সম্ভাষণ জানানো হয় হিমকন্যা হেমন্তকে। কবি জীবনানন্দ হিমকন্যাকে খালি হাতে অভ্যর্থনা জানাননি। তিনি তাঁর মন থেকে উদগত আদরমাখা শত শত কবিতার পঙক্তি থেকে অভ্যর্থনা জানান। শরতের কোমল বায়ু ঠেলে, বুড়ো-বুড়ির হালকা কাচা ও পাকা চুলের মতো কাশফুল ডিঙিয়ে, মাঝ নদীতে সাদা পাল উড়িয়ে কারবারির নৌকার মতো ভাসতে ভাসতে আসে হেমন্ত। এরপরেও হেমন্তকে কবি ও কবিতাপ্রেমী মানুষেরা বেদনার ঋতু বলে থাকেন। কেননা, হেমন্তের রং শরতের রঙের মতো এতটা উজ্জ্বল নয়। হেমন্তের আকাশে মেঘবৃষ্টি না থাকায় প্রকৃতি থাকে ধুলোবালিযুক্ত। আদতে ঋতুরানী হেমন্তের কার্তিক-অগ্রহায়ণ হলো নারীদের রজঃস্রাবের মতো বেদনাঝরা কয়েকটি দিন। তা ছাড়া হেমন্তের শুরু হয় কার্তিকে। যাকে সবাই ফসল তোলার আগের মাস বলেই চেনে। যে জন্য পাড়াগাঁয়ের প্রতিটি কৃষকের ঘরে কিছু অভাব লেগেই থাকে। এদেশের লোকেরা কার্তিককে তাই 'মরা কার্তিক' বলেও অভিহিত করেন। অথচ এই মরা কার্তিকের বিদায়লগ্নেই সবুজ ফসলের মাঠ আস্তে আস্তে হলুদ রঙে সেজে ওঠে। কৃষাণ-কৃষাণীর চোখেমুখে একটাই স্বপ্ন থাকে, ধানিজমির প্রতিটি ধানগাছ যেন পাকা পাকা ধানের ভারে নুয়ে পড়ে। এ সময় প্রকৃতি এতটাই নয়ন-মনোমুগ্ধকর হয়ে ওঠে যে, চোখ ফেরানো যায় না। এ সৌন্দর্যেই মোহিত হয়েই কবি জীবনানন্দ দাস লেখেন,

'হেমন্ত ফুরায়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ারের থেকে;
কোথাও বা সৃষ্টির অন্ধকার রহস্যের সঙ্গে বিজড়িত করেছেন তাকে;
আজকে মানুষ আমি তবুও তো-সৃষ্টির হৃদয়ে
হৈমন্তিক স্পন্দনের পথের ফসল।'

বাংলার প্রতিটি গাঁয়ে কার্তিক শেষে অর্থাৎ অগ্রহায়ণের প্রথম দিন থেকে ধান কাটা শুরু হয়। ফসল তোলার অপার আনন্দ বইতে থাকে মানুষের মনে। এসময় নতুন ধানের ঘ্রাণ-মেশা বাতাস, মানুষের কার্তিকবিরহী মনকে চাঙা করে তোলে। মাঝবয়সি নারীদের সুরলা কণ্ঠে ধান ভানার গান ভেসে বেড়ায় বাতাসে, ঢেঁকির তালে মুখর হয়ে ওঠে বাড়ির উঠোন। দেহে-প্রাণে বেজে ওঠে নতুন অন্নের সুর। পিঠে-পায়েসের সুঘ্রাণে মাতোয়ারা হয় সবাই। হিমকন্যা হেমন্তে সূর্যের তাপ শরৎ-গ্রীষ্মের মতো এতটা তীব্র নয়। সবুজ বনানী ও জলাধারে

এ সময় মধুর বাতাস বইতে থাকে। প্রকৃতির জলতরঙ্গ ছন্দময় হয়ে ওঠে হেমন্তে ভেসে বেড়ানো হালকা শীতল বাতাসে। আসলে হেমন্ত আসে কৃষকের ভাগ্যের বদলাতে, ঝরাপাতার মর্মর গান শোনাতে। শুকনো ঝরাপাতার শব্দ ও হেমন্তের রং প্রাণিত করে কবি ও প্রকৃতিপ্রেমীদের।

শুষ্ক-ধুলোবালিযুক্ত কঠিন পরিবেশে ধীরপায়ে নিঃশব্দে হেমন্ত যেভাবে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয় তেমনি বাংলার পাড়াগাঁয়ের প্রতিটি ঘরে সোনালি ফসল দান করে শূন্যহাতে নিশাজলের ন্যায় নিঃশব্দে বিদায় নেয় এই ঋতু। এই রূপ দেখে প্রাণের কবি জীবনানন্দ লেখেন,

'আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই-
নুয়ে আছে নদীর এ পাড়ে
বিয়োবার দেরী নাই-
রূপ ঝড়ে পড়ে তার
শীত এসে নষ্ট করে দিয়ে যাবে তারে।'

হেমন্তের বিদায় শীতের আহ্বানগীতি। মৃদু কুয়াশাচাদরে ঢাকা মলিন হেমন্ত যতদিন থাকে ততদিন কেবলই রূপসি বংলার কবি জীবনানন্দের কথাই মন পড়ে। তাঁর সৃষ্টি, তাঁকে হেমন্তের সম্রাট বানিয়ে রেখেছে। হেমন্ত পাঠ করলেই দেখা মিলে জীবনানন্দের মুখ।

ঝরা পাতার মর্মর ধ্বনি

নীলোফার রাজা চৌধূরী

উত্তর গোলার্ধের দেশগুলোতে শীতের প্রাক্কালে শরতকাল, যা আমেরিকায় "ফল" বলে বেশী পরিচিত, এর সময় হলে গাছের পাতাগুলো যেন বিয়ের কনের মতো সাজতে বসে। পৃথিবীতে যত রং আছে, তার কোনটাই ওরা বাদ দিতে রাজি নয়। একটা মাসের মধ্যেই তারা গায়ে হলুদের জন্য হলদে রঙের দিকে ঝোঁকে। গাছগুলোর আবার রুচিবোধ আলাদা। এটাই স্বাভাবিক। কেউ পুরো হলুদ কাপড় পরে নেয়, তবে সেটা হাল্কা থেকে ধীরে ধীরে গাঢ় হলুদের দিকে যায়। কোনটাতে ওদের মানাবে ঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারে না যেন। আবার অনেকে সবুজ, হলুদ মিশিয়ে পরে। সময়ের সাথে সাথে তাদের রঙের ছটা বদলাতে থাকে। হাল্কা লাল, গাঢ় লাল এবং অবশেষে মেরুন রঙ্গের দিকে ঝোঁকে। কিন্তু ক্রিসমাস ট্রি সহ চিরসবুজ গাছগুলো এতসব রঙের ধারে কাছেই যেতে রাজি নয়। চির সবুজই থাকতে চায় তারা।

নিউইর্য়ক বা বোস্টনে থাকাকালীন গাছের রং বদলানো দেখতে চলে যেতাম মেইন বা নিউ হ্যামশাইয়ারে। উত্তর নিউইর্য়কের ইথাকা শহরে আমাদের ছেলে পড়াশুনা করতো। ফলের সময় ইচ্ছা হতো ওখানে থেকে যাই প্রকৃতির এই অপূর্ব রুপ অবলোকন করতে। কানাডাতে থাকাকালীন দেখেছি অনেক দূরে দূরে যেয়ে। তবে এইবার এই 'ফল' এ গাছপালার রং দেখছি অন্যভাবে।

এখন আমরা আছি মিডওয়েস্ট আমেরিকার ইন্ডিয়ানা অংগরাজ্যের নটরডেম শহরে। ছয় মাসের জন্য আসা। থাকি নটরডেম ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে। আমেরিকার ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসগুলো সাধারণতঃ অনেক বড় হয়। তবে এই ক্যাম্পাসটা মনে হয় আরও অনেক বিশাল। যেমন বিশাল, তেমনি বৃক্ষরাজির মেলা। আমার ঘরের জানালা দিয়েই আমি দেখতে পাচ্ছি এই বৃক্ষরাজির নিত্যদিনের সাজের বহর। একটা দেশে অল্প দিনের জন্য আসলে মনে হচ্ছে এই সময়টাতে আসলেই ভালো। তাতে সামার, অটাম, উইন্টার-প্রতিটা মৌসুমের স্বাদ উপভোগ করা যায় স্বল্প সময়ে।

গ্রীষ্মকালে চারিদিকে এতো সবুজের সমারোহ, এতোসব বৈচিত্রময় রংবেরং এর পাতা এবং ফুলের বাহার। দেখে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে এগুলো সত্যিকারের ফুল। লোকজনের বাড়ীর পেছনের আঙ্গিনায় বিভিন্ন ধরণের সবজি, ফলমূলে ভরে থাকে বাগান।

শরৎকালে শীতের একটু ছোয়া পাওয়ার সাথে সাথে সবদিকের গাছপালাগুলো শুকাতে থাকে। পাতাগুলো তাদের পছন্দমতো রংএ সাজতে বসে তখন। বাগানের কাচা শাক-সবজি, ফলমূল যা থাকে-আর তারা বড় হতে পারে না, বা আর একটু পেকে সুন্দর আবরণে নিজেকে উপস্থিত করতে পারে না।

নটরডেম আমেরিকান ফুটবল খেলার জন্য বিখ্যাত। আমেরিকার বিভিন্ন কলেজের মধ্যে ফুটবল প্রতিযোগিতা হয় এখানে। সাধারণতঃ দু'সপ্তাহ পর পর এই প্রতিযোগিতা হয় । পূরো শহর, ক্যাম্পাস জুড়েই চলতে থাকে আনন্দ উৎসব। নানান শহর থেকে লোকজন আসতে থাকে খেলা দেখতে। গাড়ীতে গাড়ীতে শহরটা ভরে উঠে। দূর দূরান্ত থেকে টেইলগেইটে করে লোকজন ২/১ দিন আগেই এসে যায় পার্কিং এর ভয়ে। আবার পার্কিংএর অভাবে রাস্তার পাশের পার্কিং এ লোকজনকে রাত কাটাতে দেখা যায়। স্টেডিয়ামের আশেপাশে চর্তুদিকে পুলিশের গাড়িগুলো রাস্তায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে। খেলা বেরসিকদের জন্য এই দিনগুলোতে এসব আবার উটকো ঝামেলা। রাস্তার ট্রাফিক ঠেলতে হিমশীম খেতে হয়। বিভিন্ন শহর থেকে বড় বড় টেইল গেইটে করে আসা লোকজন -বড় বড় ছাতার নিচে রীতিমতো সংসার সাজিয়ে বসে। চেয়ারটেবিল পেতে বসে বসে লাউড স্পীকারে গান শুনছে, কেউবা বারবিকিউ করছে। তার সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। অনেকে আবার বিভিন্ন ধরণের খেলাধূলায় মশগুল। পুরো শহর/ক্যাম্পাস লোকে লোকারণ্য। মাঠগুলোর পাকিং চড়া দামে ভাড়া হচ্ছে। সাইন বোর্ডে দেখা যায় প্রথম দিনের ভাড়া ৬০ ডলার থেকে দ্বিতীয় দিনে সেটা ১২০ ডলারে উঠছে। সব দেশেই ব্যবসা বলে কথা!

নটরডেম ক্যাম্পাসে ছোটবড় কতগুলো যে স্টেডিয়াম আছে বলা কঠিন। এখানে সব চাইতে বড় স্টেডিয়ামে প্রায় ৮০/৮২ হাজার দর্শনার্থীর সংকুলান হয়। গরমে আমরা কয়েকবারই এখানে খেলা দেখতে গিয়েছিলাম। হেঁটে যেতে কুড়ি মিনিটের মতো লাগে। ছোট ছোট স্টেডিয়ামের পাশ দিয়ে যেতে হয়। মন কাড়ার মতো অপরুপ দৃশ্য। অজস্র বৃক্ষরাজি মনের মাধুরি মিশিয়ে সেজেছে নানা রঙে। খেলা ছাড়াও প্রায় প্রতিদিনই যাই সেখানে। হাঁটতে বা বেঞ্চে বসে এই সৌন্দর্য অবলোকের বর্ণা দেয়ার ভাষা আমার নেই।

আমাদের আমেরিকান এক বন্ধু রেমন্ড অফেনহাইজার এবং তার স্ত্রী সুজানের সাথে প্রথম যেদিন খেলা দেখতে গেলাম সেদিন ছিল প্রচন্ড গরম। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বাইরে উত্তাপ ছিলো তখন ৮০ ডিগ্রি ফারেনহাইট। গ্যালারির উপরের দিকে ছিল আমাদের সিট। আমেরিকান ফুটবল খেলা আমি অতটা বুঝিনা। খুব একটা মজাও পাইনা দেখে। দুপুর আড়াইটা থেকে বিকাল ছয়টা পর্যন্ত সূর্যের প্রখর রোদ ছিল আমাদের মাথার উপর। বাদাম, চিপস আর ঠান্ডা লেমিনেড আমাদের এনার্জি যুগিয়েছিল। দ্বিতীয়বার খেলা দেখতে যাবার আগে টিভিতে খেলা দেখে দেখে অনেকটাই বুঝে গিয়েছিলাম। গ্যালারির একেবারেই নিচের দিকে সিট পড়াতে আরও ভালো লাগলো। মাঠের বিশাল বড় পর্দায় না দেখে পরিচিত প্লেয়ারদের চেহারা সরাসরি দেখতে পারছিলাম। এবার খেলাটা ভালো করেই এনজয় করলাম। প্রচন্ড হৈচৈ চিৎকার সবদিকে। এদিকে মাথার উপরে মাঝেমাঝে হেলিকপ্টার ঘুরছে। খেলার ফাঁকে ফাঁকে মাঠের মধ্যে লোকজনদের জন্য রয়েছে বিভিন্ন ধরণের এন্টারটেইনমেন্টের ব্যবস্থা। প্রতিবার খেলার জন্য এ দেশ কত টাকা খরচ করতে পারে- সেটা মোটেও কল্পনার মধ্যে পড়েনা।

রৌদ্রের জ্বালাময়ী তাপের দৌরাত্ম আস্তে আস্তে কমে আসতে লাগলো। শুরু হলো শরৎকাল। গাছের পাতাগুলো লাল/খয়েরী আকার ধারণ করলো। কিছুদিন নটারডেমের বাইরে থাকাতে আমার প্রিয় গাছগুলো দেখা হয়নি। ফিরে এসে প্রিয় বেঞ্চটাতে যেয়ে বসলাম। মনে হচ্ছে গাছগুলো তাদের রং এর জৌলুস হারিয়েছে। লক্ষ্য করলাম পায়ের জুতার নিচে অনেক অনেক পাতা ঝরে পড়ে আছে। চারিদিকে প্রতিটা গাছের নিচেই পাতাগুলো ঝরে ঝরে পড়ছে। পাতাগুলোর উপর দিয়ে লোকজন পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। ছাত্র/ছাত্রীরা খেলার মাঠে বিভিন্ন ধরণের খেলার প্রেক্টিস করছে,

এখন আমরা আছি মিডওয়েস্ট আমেরিকার ইন্ডিয়ানা অংগরাজ্যের নটরডেম শহরে। ছয় মাসের জন্য আসা। থাকি নটরডেম ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে। আমেরিকার ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসগুলো সাধারণতঃ অনেক বড় হয়। তবে এই ক্যাম্পাসটা মনে হয় আরও অনেক বিশাল। যেমন বিশাল, তেমনি বৃক্ষরাজির মেলা। আমার ঘরের জানালা দিয়েই আমি দেখতে পাচ্ছি এই বৃক্ষরাজির নিত্যদিনের সাজের বহর।

অনেকে আবার ক্লাস থেকে বেরিয়ে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে স্কুটি দিয়ে এই পাতার উপর দিয়েই চলে যাচ্ছে। শুকনো পাতার মর্মর ধ্বণি আমার মনকে পীড়া দেয়। আমি যেন ওদের কান্নার শব্দ শুনতে পাই। আমার কাছে ওদের বিয়ের সাজকে মনে হতে লাগলো ওদের বার্ধক্যের পোশাক। পাতাগুলো ঝরে পড়ার সাথে সাথে গাছগুলো যেন কেঁদে কেঁদে বলছে "আমাকে বাচাও- আমাকে বাচাও"।

অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে এসে বেশির ভাগ গাছই পাতাবিহীন হয়ে গেলো। আর দু'দিনতো বরফ পড়ার সাথে সাথে ছোট ছোট সুন্দর ফুলের গাছগুলোকেও হারালাম। এতো শীতে ঠান্ডা বাতাসের জন্য গাছের নিচের বেঞ্চে গিয়ে বসা হয় না। তবে মাঝে মাঝে হেঁটে গিয়ে আমার পছন্দের গাছগুলো দেখে আসি। আমাদের ঘরের জানালা দিয়ে অনেক দূর দূরান্তের গাছপালা দেখতে পাই। চিরসবুজ গাছগুলো না থাকলে দেখা যেতো সাদা বরফের মধ্যে মধ্যে গাছের কংকালগুলো গায়ে বরফ মেখে একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে। জানিনা তারা অপেক্ষার দিনগুনা শুরু করেছে কি না কবে আবার আসবে বসন্ত। কবে আবার তার ডাল পালায় গজাবে নতুন নতুন পাতার কুড়ি। কবে আবার তারা মেতে উঠবে হাসি-আনন্দে, কল-কাকলিতে।

রহস্য দেয়াল

কাজী আতীক

যতোই ঘন হয়ে ঘনিষ্ঠ কাছে আসো,
যতোই ছুঁয়ে থাকো অন্তর, ধমনী সমুদয়,
তবুও- এক অদৃশ্য দেয়াল
স্থাণুর মতো, আড়াআড়ি বসে
বজায় রাখে যোজন দূরত্ব আড়াল!

অথচ এতোটাই কাছাকাছি হয়তো
হাত না বাড়িয়েও স্পর্শ পাওয়া যায়,
স্পষ্ট শুনা যায় অস্থির হৃদয় স্পন্দন,
যার শাব্দিক অনুবাদ বিহ্বল অনুরাগ।

এক জটিল সমীকরণ,
যেমন সাগর অতল
কিংবা মহাকাশ অন্তরীক্ষে কৃষ্ণবিবর,
যতো বেশি জানা যায়
বেড়ে যায় বহুগুণ আরো অজানা রহস্য।

ঊষর মরুভূমির গল্প

হরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছেড়ে চলে যাবার জন্যে চোখে একফোঁটাও জল নেই
কিন্তু বইয়ের পাতার অক্ষরগুলি এমনভাবে
এলোমেলো করে রাখা রয়েছে যেন
কষ্টের গলা থেকে যা-কিছু বেরিয়ে এসেছে
তার বেশিরভাগই সাদা পাতা না পেয়ে
এখানে ওখানে উড়ে বেড়াচ্ছে

অথচ সকাল দুপুর বিকেল সবটুকুই কান্নার
চোখ মুছে যতবার আকাশের দিকে তাকাই
বৃষ্টির মতো গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়ছে
শীতের দেশে ভেসে যাচ্ছে যাবতীয় পাখি
নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে অগণন শিশু

কান্নাকে ঢেকে রাখার যাবতীয় চেষ্টা
কোথাও কোনো জায়গা না পেয়ে
সাদা পাতার শেষপ্রান্তে এমনভাবে ঝুলে আছে যেন
কান্নার না প্রকাশ আসলে এমনই এক ম্যাজিক
বরফে ডুবে যাবার আগের মুহূর্তে
আমাদের কোনো বন্ধু না থাকলেও
হাসতে হাসতে বলে যাওয়া যায় ঊষর মরুভূমির গল্প।

মুণ্ডু

নিলয় গোস্বামী

দানব দেখেছ প্রিয়?
মুণ্ডু খেয়ে যার তৃপ্তি আসে!
অনুভবের সংহার ছেয়ে গ্যাছে হৃদয়ের অবলা প্রকোষ্ঠ।

একবার হাতের তালুর মতো চেয়ে দেখো,
সীমানা ভাঙতে যাওয়া বিষাক্ত প্রবচন ফণার
থাবার মতন, আঘাতের মাতন ছড়ায় বুকে।

রাত ফিরে আসে ভুলে।
নির্জনতার মন্থর প্রলাপ নাভিতে
অমৃত ধারণ করে বসে আছে আজ...

প্রহর তুলোর মহলের কাছে জমিয়ে রেখেছে
শপথের ভার।
হাওয়া ভীষণ চালাক, বিচক্ষণ গতিতে প্রবেশ করছে
মেঘের পাঁজরে।
আঘাত একটা কৌশল, না জানলে ভরসা ভাঙা
ভীষণ দুষ্কর হয়ে পড়ে।

ক্ষমতা যখন রাষ্ট্রীয় সীমানা

শেখ জলিল

কে যে কখন দখলে নেয় কার ধন
বোঝা মুশকিল এই স্বার্থপর দুনিয়ায়!
ক্ষমতা যখন রাষ্ট্রীয় সীমানা টানা
আর ধন তার পাহারা দেয় সামন্ত সেনা
থাকে না কোনো ধর্ম, মানবতার লেশমাত্র
রাজনীতিই আসল লক্ষ্য উম্মার খোলস!

কে বলে মুসলিম, কে বলে ভাই
দেখো স্বার্থে চলছে পুরো দুনিয়াটাই!
বাঁচতে চাইলে তাই লড়ো
লড়তে চাইলে অস্ত্র ধরো-
তোমার সাহসের চেয়ে বড় কিছু সহায় নাই
বুকের রক্ত বিনা যায় কি কেনা অস্তিত্বের যশ?

কুহকিনী

শঙ্খশুভ্র পাত্র

ওই যে জাগালে হেসে, ঢেউ হয়ে অস্থির তুমুল
চোখে-চোখে ছুঁয়ে দিলে দুরু-দুরু কবিতা আমার৷
সেই শুরু ভালোবাসা, মনে-মনে পলাশ-শিমুল,
বসন্ত রঙিন-কুহু- সুরে যেন ধ্রুপদ-ধামার...

তোমাকে বলিতে চাই নিরিবিলি— কাছে এলে দীপ
প্রজ্বলিত শিখাটির পানে চেয়ে খুশি সেই প্রাণ,
নিবিড় তমসা ভেদে— আমি সে অভেদ, সদাশিব
মাথায় রেখেছি চাঁদ, আশীবিষ, সে তোমার দান৷

আমাকে লেখাও জাদু, দূরতর দ্বীপ-দারুচিনি৷
তোমাকে চেনার ছলে নদ-নদী, মরভূ, সাগর
একাকার করে দিতে ইচ্ছে হয়— তুমি কুহকিনী,
কী তুক শিখেছ? সুখ, সেজে ওঠে সনেটের ঘর৷

সে-গৃহে একাকী আমি— একতারা, আউলবাউল
ওই যে জাগালে হেসে, ঢেউ হয়ে অস্থির, তুমুল...

সন্দেহ

রাবাত রেজা নূর

সমুদ্রে নৌকা ছিল না। আমরা তীরে বসে ছিলাম।
কে যেন সমুদ্রের পানির উপর দিয়ে হেঁটে আসছিল।
আমরা চিৎকার করলাম, কে তুমি? তিনি বললেন,
তোমাদের প্রভু।
আমরা বিশ্বাস করলাম না।
তিনি আবার বললেন, তবে চোখ বন্ধ কর এবং
এসো আমার দিকে।
কেউ সাড়া দিল না।
আমি চোখ বন্ধ করে এগিয়ে গেলাম।
জলের উপর হাঁটছি।
হঠাৎ ডুবে যেতে শুরু করলাম; চিৎকার করে উঠলাম
–প্রভু আমি ডুবে যাচ্ছি।
তিনি এসে আমার হাত ধরে টেনে তুললেন এবং
বললেন–হে অল্পবিশ্বাসী, সন্দেহ করলে কেন?

দহতরণী

সুমন শামসুদ্দিন

উদাত্ত আকাশে স্থির তাকিয়ে থাকি নিঝুমরাতে,
স্থৈতিক কষ্ট নিগূঢ়গৃহে বসে নীরবে হাসে!
পেঁজাতুলোর মতো বিচলিত নীরদ গগনপাতে;
রাগাশ্রয়ী ধ্বনি গীতিহীন গহিনে দুচোখে ভাসে!

অতল হিমেল প্রাণে সুপ্ত ছিল এক দুঃখনদী,
জীবন অভিঘাতে অহোরাত্রি কাঁদে দারুণ ক্লেশে!
দুরূহ প্রেমবীণা রহস্যচক্রে অন্ধপদী,
অহর্নিশি আমি তলিয়ে যেতে থাকি বিষম শ্লেষে!

স্মৃতিপ্রতিবিম্বে অনুচিন্তাগুলো অসবর্ণ,
প্রকট অবহেলা বর্ণহীন করে চিত্তাকাশ;
মহানিশা দেহের অষ্টাঙ্গচুমে মৃতপর্ণ,
প্রেমহীন সত্তা চিত্রপটে আঁকা মধ্যাকাশ!

প্রাণবন্তরসে অধ্যুষিত ছিলো উপজীবিকা,
পড়ন্তবেলাতে স্মৃতির দর্পণে ভাসে নিয়তি;
তারুণ্যতাড়নে মুহুর্মুহু ভুলে ভাঙে বীথিকা,
নিমীলিত অদূরে ক্ষীণালোকে হারায় বঁধুপ্রিয়তি!

আজ বিষণ্ণতা একান্ত আপন মনহরণী!
বিধুরবসতির নিরন্তরপথে দহতরণী!

মনের দূরত্ব

আবদুল লতিফ

পাঁজরে পাঁজর ঘষাঘষি
ছুঁয়ে যায় অধরে অধর
উষ্ণতা বাড়ে গহীনে
বাড়ে হৃদপিণ্ডের নাচন
আপাদমস্তক মিশে দুটি দেহ
ঋণাত্মক দুরত্বে আসে
আংশিক শরীর
শরীরী সুখের ক্লাইম্যাক্স
পেরিয়ে ভাসে রাগ রসে
তবুও যোজন যোজন দূরত্বে
থাকে কভু দুটি মন
অপূর্ণই রয়ে যায় হৃদয়
ছোঁয়ার বাসনা।

আমার কফিননামা-১

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

পরিশেষে আমার কফিনে শেষ পেরেকটা ঠুকে দিলাম, আমি নিজেই! আমার জন্য এটাই অনিবার্য ছিল। চূড়ান্ত বিচারে নিজেকে আর রক্ষা করা গেল না। অবশ্য এ সময়, হৃদয়ে রক্তপাত হচ্ছে জেনেও তা আমলে আনছি না। আমার মন, আমার বিবেক এবং আমার হৃদয় জর্জরিত হয়ে একেবারেই মেরামত অযোগ্য হয়ে গিয়েছিলাম। তাই, আমার সাথে নিজের এই সত্ত্বার সাথে বায়বীয় এ দুটো অনুষঙ্গও কফিনবদ্ধ হয়ে গিয়েছে! এখন আর শেষরক্ষা বলে কিছুই নেই।বলা যায়, এবার আমার নির্ঘাত নরকযাত্রা স্থির হয়ে গিয়েছে। এই আমি, বিলক্ষণ অনেক নিচেই নেমে এসেছি। আমার সামনে একপ্রস্থ ঘনায়মান অন্ধকার। শুধুই অন্ধকার। তাই এই রুদ্ধ উপত্যকায় পা ফেলে এগিয়ে যেতেই হবে।

এ সময় আমি নিশ্চিত হয়েছি, ইতোমধ্যেই স্থুল থেকে এক সূক্ষ্ম জগতে পদার্পণ করেছি। এখন আর পিছন ফিরে তাকাবার উপায়ও নেই। আর, তাকিয়েই কী হবে? প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই না। এ জগতের সকলেই ইতোমধ্যে জেনে গিয়েছে, শেষ পরিণতিতে মানুষটা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। তাদের যত ঘৃণা, যত অপবাদ আর যত ধিক্কার বর্ষিত হচ্ছে আমার কফিনের উপর। আমার এই ‘কফিন’ বলতে, এখন বাতাশবিহিন এবং নিষ্প্রাণ বন্ধ একটা প্রকোষ্ঠ। এর নেই কোন পরিসর। নেই আমার দেহের উপর সূচালো আলো বা ক্ষীণ অক্সিজেন প্রবেশ করার ন্যূনতম সম্ভাবনা।

এ সময় আমি, চোখে নাকে মুখে আঙুল নেড়ে আমি নিজের বর্তমান অবস্থান পরখ করি। হ্যাঁ। এই চোখ, এই নাক, এই মুখ তো আমার নিজেরই! অন্য আর কারও নয়! এক্ষণে আমি নিশ্চিত হলাম। হ্যাঁ। এই লাশ আমার নিজেরই। চারপাশে আমার, যত কীট-পতঙ্গের অবাধ আগমন শুরু হয়ে গিয়েছে ইতোমধ্যেই। সোল্লাসে তারা সকলেই আমাকে ঘিরে ফেলেছে। আর সময়ক্ষেপণ নয়। অনতিবিলম্বেই সর্বভুক তারা অসুরের মত কিলবিল করে আমার আট কুঠুরি নয় দরজা দিয়ে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়বে। বাস্তবিকই দেখতে পাচ্ছি, বিশাল প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছে তাদের উদ্ভ্রান্ত মিছিলে। তার প্রতিধ্বনিও শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ। এবং তারপর?

তারপর
কী হবে? যা হবে, তা সহজেই আন্দাজ করতে পারছি ঠিকই। তখন তারা আর অধিক প্রবেশদ্বারের অপেক্ষা বা খোঁজ করবে না। তারা আমার দেহের প্রতিটি লোমকূপ দিয়ে নির্ঘাত ঢুকে পড়বে অন্দরে। নারকীয় আক্রোশ নিয়ে সমূহ কোষচক্রে হানা দিয়ে, সমূলে খুবলে খাবে আমাকে। তাদের গ্রাসের আয়ত্বে, আমার কোন কিছুই অবশিষ্ট রাখবে না। এমন কি আমার অতীত সুদ্ধ খেয়ে নেবে। তারা আমার সব এমন করে খাবে, তাতে আমার নাম নিশানা, চৌদ্দপুরুষের ঐতিহ্য কিছুই থাকবে না আর এই জগতগ্রন্থের পৃষ্ঠায়।

তাই, পুনশ্চই আমাকে বলতে হচ্ছে একই কথা, এই আমার কফিনের কথা। চূড়ান্ত সত্য এই যে, এখন আমি কফিনবন্দি হয়ে আছি, একেবারেই যাবজ্জীবনের জন্য। আমরণের কথা বললাম না। মরণ মানে, নিশ্চল সার্বভৌমে অনুভববিহীন এবং স্বপ্নহিন হয়ে থাকা। আমি জানি, মরণের পরও আমি তা হব না। আমার পারলৌকিক সংশ্লেষণের স্থিতিতে, প্রতিটি মুহূর্তেই আমি অনুভব, উপলব্ধি করবো আমার ইহজনমের বাস্তব অভিজ্ঞ3
তা।

এখন, বাস্তবিকই শোচনীয় এক জগতের অলিন্দে ঢুকে পড়েছি। দ্বিতীয় আর কোন পথ নেই। দেখতে পাচ্ছি, আমার মানবীয়সত্ত্বার অধোগতি শুরু হয়ে গিয়েছে। এখন মুখোমুখি হতে হবে অন্য এক পরাবাস্তবতার! এই অলৌকিক স্থিতির বাস্তব অভিজ্ঞতা কোন জীবিত মানুষের নেই। থাকার কথা নয়। কিন্তু আমার আছে। এবং হচ্ছে। আমার রূপান্তরমুখি কফিনবন্দিত্বের উপাত্ত বর্ণনা ঠিক এমনই। এই সময় এতকিছু উপস্থাপন করতে হচ্ছে আমাকে, সকল জীবিত মানুষদের উদ্দেশ্যে। আমার বিগতজীবনে ছিল বিস্তর বর্ণের ছটা। বর্ণনার ঘনঘটা। কিন্তু, হঠাৎ করেই কী ভাবে কী হয়ে গেল! আমি অবশ্যাম্ভাবী পরাবাস্তবের খাদে পা রেখে নিমেষেই নিজেকে একেবারে ধ্বংসের গহিনে অবলীলায় ছেড়ে দিয়েছি। এক উন্মুখ তাণ্ডবের মুখে আমাকে সমর্পণ করেছি কোন দিগ্বিদিক চিন্তা না করেই। আর চিন্তা করার সেই সময় ও সুযোগ কি পেয়েছি এই আমি? না। পাইনি!

আমার এই ভয়ানক ও বিভীষিকাময় সুড়ঙ্গের অলিন্দ দর্শন অপূর্ব! অভাবনীয়! এই আরেক মহাজাগতিক অনিবার্য চিত্র! এই মহাসত্যের কথকতা আমার মননে গেঁথে রাখছি। এবং সামনের গহীনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি দ্রুত!

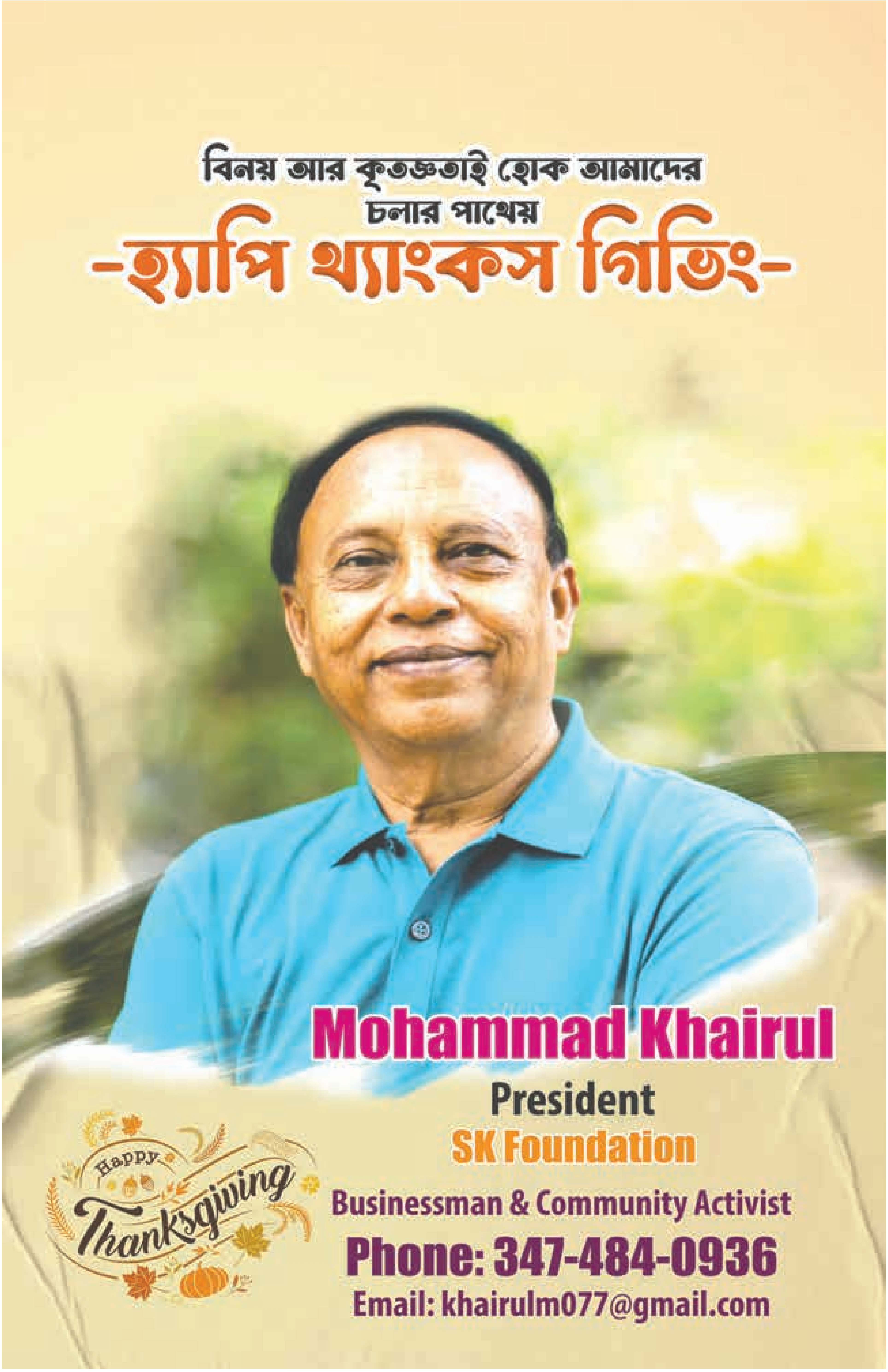
বিনয় আর কৃতজ্ঞতাই হোক আমাদের
চলার পাথেয়
-হ্যাপি থ্যাংকস গিভিং-
Happy
Thanksgiving
Mohammad Khairul
President
SK Foundation
Businessman & Community Activist
Phone: 347-484-0936
Email: khairulm077@gmail.com

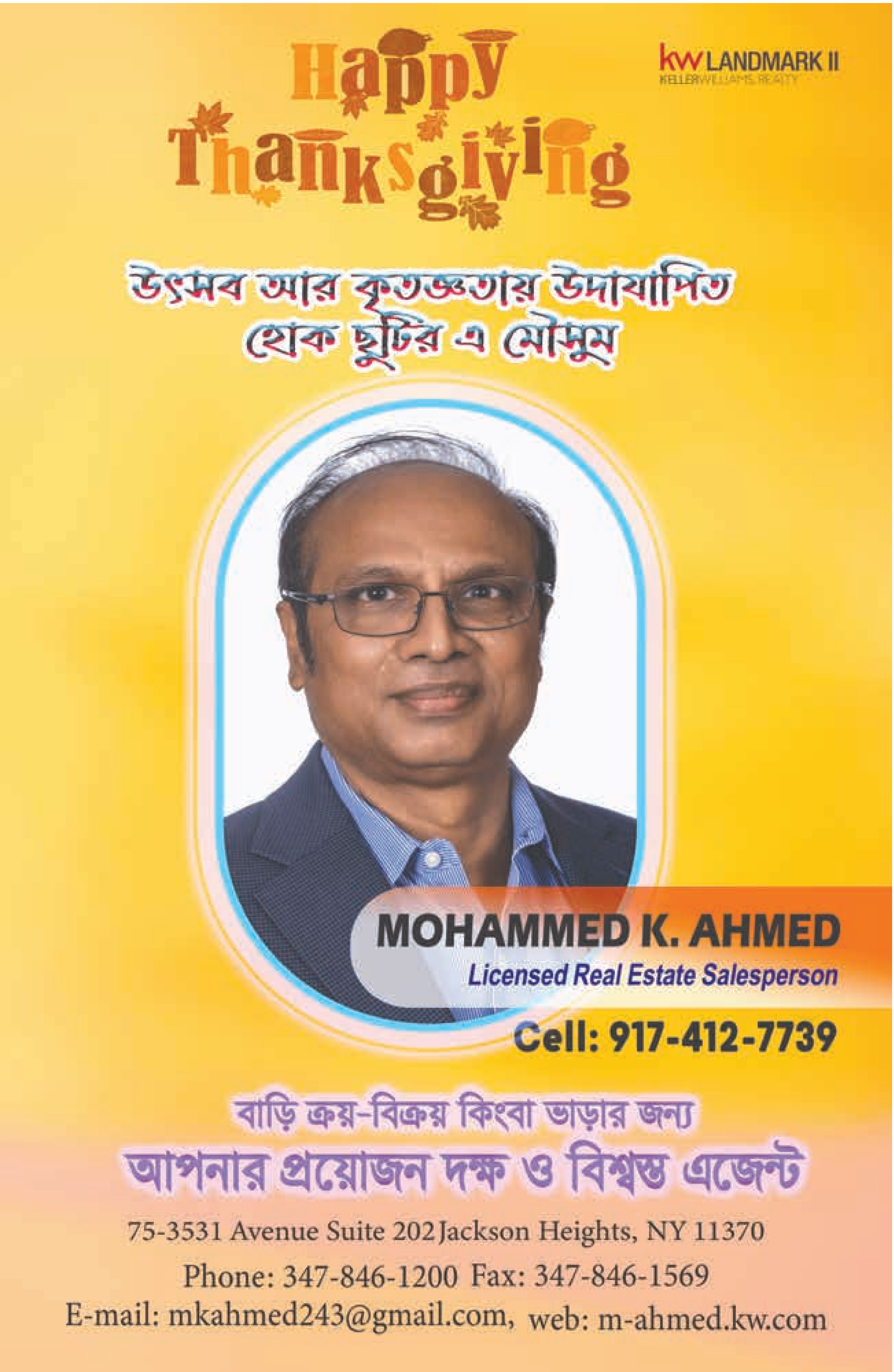
Happy Thanksgiving
kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS REALTY
উৎসব আর কৃতজ্ঞতায় উদাযাপিত
হোক ছুটির এ মৌসুম
MOHAMMED K. AHMED
Licensed Real Estate Salesperson
Cell: 917-412-7739
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয় কিংবা ভাড়ার জন্য
আপনার প্রয়োজন দক্ষ ও বিশ্বস্ত এজেন্ট
75-3531 Avenue Suite 202 Jackson Heights, NY 11370
Phone: 347-846-1200 Fax: 347-846-1569
E-mail: mkahmed243@gmail.com, web: m-ahmed.kw.com

UP TO 10% Discount on Flight Booking

Special Fare Available

NEW YORK - DHAKA - NEW YORK

Emirates QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES

Book Online

www.globaltravelbd.com

- All domestic & international flights any country
- No extra charge for credit card
- No hidden charges
- 24/7 customer support

US: 718-406-9745
BD: 01810140650

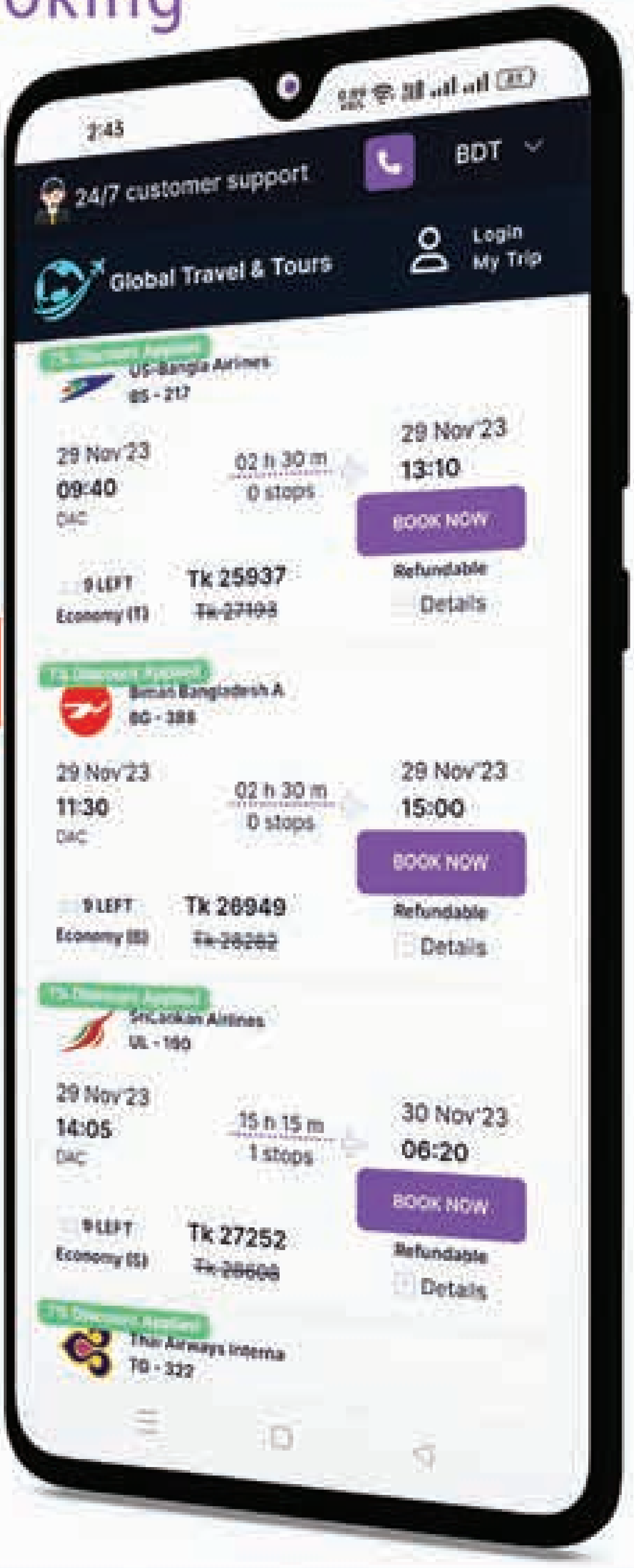

World Tours & Travel

USA Office
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372, USA

Dhaka Office
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka- 1000

24/7 Hotline: 718-406-9745

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
23 November 2023, Thursday, Issue 349
২৩ নভেম্বর ২০২৩, ৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ৮ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

কমিউনিটি অপ-এড

নতুন জোনিং-শহরের সমৃদ্ধির নতুন পথ তৈরি করার লক্ষ্য

এইচ বি রিতা

নিউইয়র্ক সিটিতে বর্তমানে পূর্বের ইতিহাসের তুলনায় মোট চাকরির সংখ্যা বেশি। এটি অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে অবদান রাখছে। অ্যাডামস্ প্রশাসন তাদের এই প্রচেষ্টা ও কাজগুলোর জন্য গর্বিত এবং সকল নিউ ইয়র্কবাসীর জন্য চাকরি এবং অন্যান্য সুযোগ তৈরিতে তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

২০ নভেম্বর কমিউনিটি অপঃএড-এ মেয়র এরিক অ্যাডামস্ বলেন, "সিটি অফ ইয়েস ফর ইকোনোমি'-প্রস্তাবটি শহরের সমৃদ্ধির নতুন পথ তৈরি করার লক্ষ্যে একটি উদ্যোগ। আমরা আমাদের জীবনযাপন এবং কাজ করার পদ্ধতিতে যুগান্তকারী পরিবর্তনগুলি দেখতে পাচ্ছি, এবং আমাদের শহরের মান ও নির্দেশিকাগুলিকে এই নতুন বাস্তব কারণগুলির সাথে সামঞ্জস্য করা উচিত- বিশেষ করে বহু বছর আগের পুরানো খসড়া প্রবিধানের ক্ষেত্রে । রোটারি টেলিফোনের যুগে যে নিয়ম বোধগম্য হয়েছিল তা স্মার্টফোনের যুগে ব্যবসা করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।"

অ্যাডামস্ বলেন, "আমাদের

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

বিপুল ভোটে পুরো পরিষদের জয়!

বোস্টনে বেইন

ইমা এলিস

যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের বোস্টনে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব নিউ ইংল্যান্ড (বেইন)-এর দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে প্রবাসীদের বিপুল ভোটে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মাহবুব-ই-খোদা (খোকা) এবং সাধারন সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন রাজিবুর রহমান রাজিব। ১০ ও ১১ নভেম্বর শুক্র ও শনিবার দু'দিনের নির্বাচনের ফলাফলে খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদ প্রবাসীদের বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেন।

১০ ও ১১ নভেম্বর শুক্র ও শনিবার নির্বাচনের প্রায় ৬ হাজার ভোটারের মধ্যে মোট ভোট প্রদান করেন ১ হাজার ৬ শত ২৯ জন। সভাপতি পদে খোকা পেয়েছেন ১ হাজার ১ শত ৫৪ ভোট। তার প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী তানভির মুরাদ পেয়েছেন ৪৭৫ ভোট। বেইন-এর নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচন কমিশন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সহ-সভাপতি পদে সাজ্জাদুর রহমান সাজু পেয়েছেন ১ হাজার ১ শত ৭৯ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী মোঃ তাজ উদ্দিন পেয়েছেন ৪ শত ৪১ ভোট। সাধারন

মাহবুব-ই-খোদা

রাজিবুর রহমান

সম্পাদক পদে রাজিবুর রহমান রাজিব পেয়েছেন ১ হাজার ১ শত ৭৮ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী শান্তা বাকী পেয়েছেন ৫ শত ৫৯ ভোট। যুগ্ম সাধারন সম্পাদক পদে আশিকুর রহমান পেয়েছেন ১ হাজার ১ শত ৪৭ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী মাশিবুল আমিন সৈকত পেয়েছেন ৪ শত ৫৪ ভোট। সাংগঠনিক ও দপ্তর সম্পাদক পদে জহিরুল হুসেইন পেয়েছেন ১ হাজার ১ শত ২৬ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী প্রিতম বড়ুয়া পেয়েছেন ৪ শত ৮৭ ভোট। কোষাধ্যক্ষ পদে মনিরুজ্জামান খান পেয়েছেন ১ হাজার ১শত ৩৯ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী ইবনুল হাসান ইপু পেয়েছেন ৪ শত ৬৮ ভোট। যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ পদে এডি শুভ পেয়েছেন ১ হাজার ১শত ৩৬ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী সেলিনা চৌধুরী পেয়েছেন ৪ শত ৭৮ ভোট।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

টক অব দ্য উইক

অভিজ্ঞতায় গানে মনোমুগ্ধকর থ্যাঙ্কসগিভিং আড্ডা

রোকেয়া দীপা

'সব বড়ো বড়ো আনন্দের পিছনেই একটা বড়ো দুঃখ লুকিয়ে থাকে। থ্যাঙ্কসগিভিং ডে-এর পিছনেও একটা দুঃখজনক ইতিহাস আছে। 'মে ফ্লাওয়ার' জাহাজে চড়ে যখন ১০২ জন নানা ধর্মের মানুষ ইংল্যান্ড ছেড়ে নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে বের হয়েছিলেন, তখন যাত্রীদের অনেকেই খাদ্যপানির অভাবে ও শীতের কোপে অসুস্থ ও দুর্বল হয়ে কষ্টের মধ্যে ছিলেন। তখন তাদেরকে আমেরিকান আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানরা সাহায্য করেছিলেন। তারপরের ইতিহাস মোটামোটি সবারই জানা। থ্যাঙ্কসগিভিং ডে কেবল আনন্দ উৎসবের জন্য নয়, মানুষের জন্য মানুষ-থ্যাঙ্কসগিভিং ইতিহাস এটাও শেখায়।' - ১৬ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সাপ্তাহিক সম্প্রচার "টক অফ দ্য উইক" অনুষ্ঠানের বিশেষ আয়োজন "থ্যাঙ্কসগিভিং আড্ডা"তে কথাগুলো বলছিলেন, নিউইয়র্কের সিনিয়র লেখক সোনিয়া কাদের।

যুক্তরাষ্ট্রে বড়দিনের পর থ্যাঙ্কসগিভিং ডে-একটি বড়ো উৎসব। এই দিনকে ঘিরে

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

মঞ্চ

মঞ্চ নাটক পেন্ডুলামের একটি দৃশ্য

আবার দুলছে পেন্ডুলাম

উত্তর আমেরিকা অফিস

ডিসেম্বর মাসের ২ তারিখ শনিবার পুনরায় মঞ্চায়ন হবে মঞ্চ নাটক পেন্ডুলাম। একই দিনে পরপর দুটি শো হবে নাটকটির। প্রথমটি বিকাল পাঁচটায়, দ্বিতীয় শো শুরু হবে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়। নাটকটি ইতোমধ্যেই দর্শক প্রিয়তা পেয়েছে। মাত্র ৮ মাসেই নাটকটির সপ্তম এ অষ্টম মঞ্চায়ন হতে যাচ্ছে এবার। যা নিউইয়র্ক শহরে বাঙালি কমিউনিটিতে কোন মঞ্চ

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

সম্পাদক: ইব্রাহীম চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও পরিবেশিত: ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, **ফোন:** ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল**: **নিউজ**: news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন**: cm@prothomalony.com